চণ্ডীদাস।

বিস্তৃত জীবনী, টীকা ও সমালোচনা সমেত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীরমণীমোহন মল্লিক কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩০৩।

মূল্য ১৲ টাকা।

চণ্ডীদাস।

বিস্তৃত জীবনী, টীকা ও সমালোচনা সমেত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীরমণীমোহন মল্লিক কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩০৭।

মূল্য ১৲ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

প্রথম সংস্করণে ৩০১টি পদ সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল তন্মধ্যে একটী অন্য মহাজনের রচিত স্থির হওয়ায় বাদ গিয়াছে। এবার আরও ৪০ টি নূতন পদ সন্নিবেশিত হইয়া সর্ব্বসমেত ৩৪০ টি পদ প্রকাশিত হইল। পদগুলি কোন্ কোন্ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা টীকার মধ্যে উল্লেখ করিয়াছি। প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা টীকা বেশী করিতে চেষ্টা করিয়াছি তবে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি বলিতে পারি না। জীবনী সংশোধিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। পরমারাধ্যতম শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের লিখিত চণ্ডীদাসের জীবনী হইতে এবার যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। সহোদর প্রতিম শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী মহাশয় টীকা সম্বন্ধে সাহায্য করিয়াছেন। উপরোক্ত মহাত্মা দ্বয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম। ভক্তিনিধি মহাশয় আমাকে সাহায্য না করিলে দ্বিতীয় সংস্করণ এরূপ ভাবে প্রকাশিত হইত কিনা জানি না। উপরোক্ত দুই মহাত্মার ইচ্ছানুসারে ভাবিগৌরচন্দ্র গ্রন্থের প্রথমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ ছোট টাইপে মুদ্রিত হওয়ায় প্রাচীন ভক্তগণের পড়িবার অসুবিধা হইয়াছিল এজন্য দ্বিতীয় সংস্করণ বড় টাইপে মুদ্রিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য যত্ন করিয়াছি কিন্তু সক্ষম হইয়াছি কি না জানি না।

মেহেরপুর। } শ্রীরমণীমোহন মল্লিক
১৩০৩। ২৬ মাঘ }

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

বঙ্গের আদি কবি চণ্ডীদাস ঠাকুরের কবিতা এবং জীবনী যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা প্রকাশিত হইল। পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, এরূপ রাশীকৃত নূতন পদ আমি সন্নিবেশিত করিয়াছি। দুরূহ শব্দের অর্থ ও টীকা করিতে আমি ত্রুটি করি নাই। পদ কল্পতরু গ্রন্থ তিনখানি আমি বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া মিলাইয়া লইয়াছি। পদামৃত সমুদ্র, পদকল্পলতিকা, ক্ষণদা, গীতরত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ আমি যত্ন সহকারে দেখিয়াছি। লীলাসমুদ্র, গীতকল্পতরু, পদার্ণব সারাবলী ইত্যাদি বিবিধ সুপ্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে বহুল পদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। পদ সমুদ্র নামক বহু প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ আমি সম্পূর্ণ দেখিতে-পাই নাই, সেই জন্য মনে হয় ২।৫টি পদ অপ্রকাশিত রহিয়াছে। ভগবানের কৃপা-দৃষ্টি হইলে দ্বিতীয়বারে উহা প্রকাশিত করিব। আমি যত্ন ও পরিশ্রম করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই এক্ষণে ইহা সাধারণের নিকট আদরণীয় হইলে কৃতার্থ হইব। ইতি

মেহেরপুর।
২১শে ভাদ্র, ১৩০৩। } শ্রীরমণীমোহন মল্লিক।

সূচীপত্র।

জীবনী ও সমালোচনা।

ইউরোপ, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে যে সকল কবি ও গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের রচিত গ্রন্থ সকল এবং তাঁহাদের বিশদ জীবনী যে কেবল তত্তৎ দেশে বিদ্যমান রহিয়াছে এমন নহে; দেখিতে গেলে তৎসমস্ত অধুনা সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে। বাঙ্গালার প্রধান ও আদি কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। উক্ত দুই মাহাত্মার মত কবি বঙ্গদেশে আর যে কখনও জন্মগ্রহণ করিবেন এমন বোধ হয় না। উক্ত কবিদ্বয়ের জীবনী ও তাঁহাদের রচিত কবিতাগুলি বঙ্গের ঘরে ঘরে বিদ্যমান থাকিয়া গৃহের শোভা সম্বর্দ্ধন করা আবশ্যক এবং বঙ্গবাসীগণ অমূল্য রত্নের অধিকারী বলিয়া গৌরবান্বিত হওয়া বিধেয়। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! কবিদ্বয়ের রচিত পদাবলী আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে কদাচিৎ কোন গৃহে বিরাজ করিলেও, কবিদ্বয়ের জীবনী কোন গৃহে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। যদি কোন মহাজন কবিদ্বয়ের জীবনী লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেন, তবে আমাদিগকে আজ জীবনী সংগ্রহ করিবার জন্য এত বিপদগ্রস্ত হইতে হইত না। বিদ্যাপতির জীবনী যাহা জানিতে পারা যায়, তাহাতে আকাঙ্ক্ষা কথঞ্চিৎ মিটিয়া যায় বটে, কিন্তু চণ্ডীদাসের জীবনী যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে আকাঙ্ক্ষা না মিটিয়া, হৃদয়ে নিরতিশয় ক্লেশ উপস্থিত হয়।

চণ্ডীদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। জেলা বীরভূমের অন্তর্গত সাঁকুলিপুর থানার অন্তঃপাতী নান্নুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। নান্নুর যাইতে হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল পথের আহাম্মদপুর ষ্টেশন হইতে যাওয়াই সুবিধাজনক। নান্নুর আহাম্মদপুর ষ্টেশন হইতে পূর্ব্ব দিকে প্রায় দশ ক্রোশ এবং বীরভূম অর্থাৎ সিউড়ি হইতে পূর্ব্ব দিকে বারো

ক্রোশ দূরবর্ত্তী। আহম্মদপুর ষ্টেশনে গো যান ভিন্ন অন্য যান পাওয়া যায় না সুতরাং নান্নুর গমনাগমন বড় ক্লেশকর। বীরভূম হইতে নান্নুর যাইতে হইলে গো যান এবং পাল্কী উভয়বিধ যানই পাওয়া যায়। নান্নুর অতি গণ্ডগ্রাম, কিন্তু বাঙ্গালার আদি ও প্রধান কবি চণ্ডীদাসের জন্ম স্থান বলিয়া আজ উজ্জ্বলিত ও গৌরবাস্পদ।

এখন দেখিতে হইবে চণ্ডীদাস কোন্ সময় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৪০৭ শকে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়। শ্রীচৈতন্যদেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণের সুললিত কবিতা পাঠ ও শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতেন, ইহার পরিচয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। যথা:—

মধ্যখণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

মধ্যখণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে—

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত গোবিন্দ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ॥"

এবং অন্ত্যখণ্ডের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে—

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত গোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥
মধ্যে মধ্যে আপনাকে প্রভু শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করে প্রভু বিলাপ করিয়া॥"

অতএব চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি যে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের বহু পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্য-দেবের জীবদ্দশায় অথবা পরে যে সকল বৈষ্ণব কবি জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেব অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে ঈশ্বর জ্ঞান করিতেন এবং তাঁহারা স্ব স্ব গ্রন্থারম্ভে অবশ্যই তাঁহার রূপ গুণ বর্ণনা

ও বন্দনা করিতেন। চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির কবিতায় শ্রীগৌরাঙ্গের নাম আদৌ উল্লেখ নাই; সুতরাং ইহা স্থির নিশ্চয় যে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বের লোক। আরও কোন কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার জীবদ্দশায় যেখানে কৃষ্ণভক্ত-গণের নাম শুনিয়াছেন সেইখানেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। চণ্ডীদাস শ্রীগৌরাঙ্গের সাময়িক লোক হইলে তিনি অবশ্যই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে তাহার উল্লেখ থাকিত। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবি বৈষ্ণবদাস ও নরহরিদাস কবি-তায় চণ্ডীদাসের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা :—

বৈষ্ণবদাস—

"জয় জয়দেব কবি নৃপতি শিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস রস শেখর অখিল ভুবনে অনুপাম॥
যা কর রচিত মধুর রস নিরমল গদ্য পদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা রায় স্বরূপ সহিত॥
যবহু এ ভাব উদয় করু অন্তরে ওর গায়ই দুঁহু মেলি।
শুনইতে হার পাষাণ গলি যাওত ঐছন সুমধুর কেলি॥
আছিল গোপতে যতন করি পঁহু মোর জগতে করল পরকাশ।
সো রস স্তবনে পরশ নহি হোয়ল রোয়ল বৈষ্ণবদাস॥"

গী, ক, ত ও প, ক, ত।

এবং কবি নরহরিদাস—

"জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময় পণ্ডিত সকল গুণে।
অনুপম যার যশ রসায়ণ গায়ত জগৎ জনে॥
বিপ্রকুলোদ্ভব ভুবনে পূজিত অতুল আনন্দদাতা।
যার তনু মন রঞ্জন না জানি কি দিয়া করিল ধাতা॥
সতত সে রসে ডগমগ নব চরিত বুঝিবে কে।
যাহার চরিতে ঝোরে পশুপাখী পিরীতে মজিল সে॥
শ্রীরাধা গোবিন্দ কেলি বিলাস বাসল বিবিধ মতে।
কবিবর চারু নিরুপম মহী ব্যাপিল যাহার গীতে॥

শ্রীনন্দ নন্দন নবদ্বীপপতি গৌরাঙ্গ আনন্দ হয়্যা।
যাহার গীতামৃত আস্বাদে স্বরূপ রায় রামানন্দ লয়্যা॥
পরম পণ্ডিত সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাহার গান।
অনুক্ষণ কীর্ত্তনানন্দে মগন পরম করুণাবান॥
বৃন্দাবনে রতি যার তার সঙ্গ সতত সে সুখে ভোর।
রসিক জনার প্রাণধন গুণ বর্ণিতে নাহিক ওর॥
চণ্ডীদাস পদে যার রতি সে পিরীতি মরম জানে।
পিরীতি বিহীন জনে ধিক রহুঁ দাস নরহরি ভণে॥"

গী, ক, ত।

উক্ত দুই কবিতায় চণ্ডীদাস যে চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

চণ্ডীদাস ঠাকুরের রচিত—

"বিধুর নিকটে নেত্র, পক্ষ পঞ্চ বাণ।
নবহুঁ নবহুঁ রস, গীত পরিমাণ॥
পরিচয় সঙ্কেত, অঙ্কে নির্জ্জা।
চণ্ডীদাস রস, কৌতুক কির্জ্জা॥"

সাঙ্কেতিক পদ দৃষ্টে পদ সংখ্যা কি কাল নির্ণয় কিছুই বুঝা যায় না। বিধু, নেত্র, পক্ষ এবং বাণ একত্র করিলে ১৩২৫ হয়। চণ্ডীদাস যে এত বেশী পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহা সম্ভব নহে; কিন্তু যদি শক গণনা বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে অনেকটা সম্ভব হয়। ১৩২৫ শকে চণ্ডীদাসের আবির্ভাব ধরিতে গেলে শ্রীচৈতন্যদেব ৮৩ বৎসর পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আরও চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সমসাময়িক লোক ছিলেন। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল এবং তাঁহারা সময়ে সময়ে কবিতা লিখিয়া পরস্পরের নিকট পাঠাইতেন, তাহার প্রমাণ চণ্ডীদাসের রচিত পদে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি ১৩২৩ শকে পঞ্চগৌড়ের রাজার নিকট বিসফি নামক গ্রাম উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে তাঁহার কবিতা কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। সুতরাং ১৩২৫ শকে চণ্ডীদাসেরও কবিতা কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল এ অনুমান অন্যায় নহে।

সন ১২৮০ সালের ১০ই পৌষ তারিখের সোমপ্রকাশে কোন পত্র প্রেরক লিখিয়াছিলেন, "চণ্ডীদাসের ১৩৩৯ শকে জন্ম ও ১৩৯৯ শকে মৃত্যু হয়। ইহাঁর পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচি—ইহাঁরা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহাঁর রচিত গ্রন্থের নাম গীত চিন্তামণি।" চণ্ডীদাস ১৩৯৯ শক পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, এ কথা সম্পূর্ণ সম্ভব; তবে উক্ত পত্র প্রেরক মহাশয়ের অন্যান্য উক্তি প্রামাণিক নহে। কবি চরিত গ্রন্থে শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন "চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে কবি বিদ্যাপতি অনেক বাঙ্গালা পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন।" এতদনুসারে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে নবোদিত সমুজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপে আবির্ভূত হইয়া কবিত্বরশ্মি বিকীর্ণ করিয়াছিলেন বলিতে হইবে।

বড়ই পরিতাপের বিষয় চণ্ডীদাসের মত মহাজনের জন্মের দিন বা মাস নিরূপিত হয় না। তাঁহার মাতার নাম জানা দূরে থাকুক, তাঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচী কিনা তাহাও স্থির করা যায় না।

নান্নুর গ্রামে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিশালাক্ষী দেবী চতুর্ভুজাকৃতি এবং শিবের উপর সংস্থিতা। তাহা একখণ্ড পাষাণে খোদিত। পূর্ব্বে মদ্য মাংস দিয়া দেবীর পূজা হইত, এক্ষণে আর সে নিয়ম নাই। মধ্যে মধ্যে কেহ ছাগ বলী দিয়া থাকে মাত্র। প্রত্যহ মৎস্য ভোগ হইয়া থাকে। বাশুলী শব্দ বিশালাক্ষীর অপভ্রংশ মাত্র।

চণ্ডীদাসের পিতা দেবী আরাধনা করিয়া পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া পুত্রের চণ্ডীদাস নাম রাখিয়াছিলেন। বাল্যাবস্থায় পিতা মাতার মৃত্যু হওয়ায় চণ্ডীদাস এক প্রকার নিঃসহায় হন, সুতরাং বাল্যকালে তাঁহার লেখা পড়া শিক্ষা করিবার তাদৃশ সুবিধা হয় নাই। বাল্যকালে তিনি তামাক প্রিয় ছিলেন এবং লোকে তাঁহাকে "চণ্ডে মাতাল" বলিয়া ডাকিত; ইহা কতদূর প্রামাণিক বলা যায় না।

গ্রামস্থ ব্রাহ্মণেরা দয়া করিয়া উপযুক্ত সময়ে চণ্ডীদাসের উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করেন এবং চণ্ডীদাসকে বিশালাক্ষী দেবীর পূজারি কার্য্যে

নিযুক্ত করেন। বড়ু শব্দে পূজারী ব্রাহ্মণ বুঝায়। চণ্ডীদাস তাঁহার রচিত পদের ভণিতায় বড়ু শব্দ অনেক ব্যবহার করিয়াছেন। চণ্ডীদাস পূজারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রতিদিন দেবীর পূজা করিতেন, ভোগ রাঁধিতেন এবং অন্যান্য সেব্যইতদিগকে ভোগ বিতরণ করিয়া নিজে প্রসাদ পাইতেন। গ্রামের প্রান্তভাগে, নির্জ্জন স্থানে, একটি পত্রের কুটিরে থাকিয়া তিনি নিত্য ভজন করিতেন। নিম্নলিখিত পদ তাহার প্রমাণ—

"নান্নুরের মাঠে, পত্রের কুটির,
নিরজন স্থান অতি।
বাশুলী আদেশে, চণ্ডীদাস তথা,
ভজন করয়ে নিতি ॥"

সেই সময় রামমণি নাম্নী এক রজকী কন্যা অসহায় অবস্থায় আহার অন্বেষণে ইতঃস্তত বেড়াইতেন। গ্রামস্থ সকলে দয়া করিয়া তাঁহাকে দেবীর শ্রীমন্দির মার্জ্জনা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। রামমণি প্রত্যহ শ্রীমন্দির মার্জ্জনা করিতেন এবং দেবীর প্রসাদ পাইতেন। দেবীর প্রসাদান্ন ভোজন করিয়া প্রসাদের মাহাত্মে রামমণি দিন দিন শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিতা হইতে লাগিলেন।

"অলপ বয়েসে, দুঃখিনী রামিণী,
সেবাতে নিযুক্ত হোল।
চণ্ডীদাস কহে, শশীকলার ন্যায়,
ক্রমে বাড়িতে লাগিল ॥"

নিয়ত শ্রীমন্দিরে থাকিয়া রামমণি বড়ই শুদ্ধমতী হইয়া উঠিলেন; তাঁহার হৃদয়ে ক্রমে ভক্তির সঞ্চার হইল। গ্রামস্থ সকলেই তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইলেন।

"রামিণী কামিনী, কাজেতে নিপুণা,
সকলের প্রিয়তমা।"

রাম মণির বিবাহ করিতে অথবা অন্যপাত্র গ্রহণ করিতে আর ইচ্ছা রহিল না।

বাঁকুড়া জেলার অধীন গঙ্গাজলঘাটি থানার অন্তর্গত শালতোড়া গ্রামে নিত্যা নাম্নী এক বনদেবী ছিলেন। তাঁহার বাশুলী নাম্নী এক ডাকিনী সহচরী ছিল।

"শালতোড়া গ্রাম, অতি পীঠ স্থান,
নিত্যের আলয় যথা।
ডাকিনী বাশুলী, নিত্যা সহচরী,
বসতি করয়ে তথা॥
চণ্ডীদাস কহে, সে এক বাশুলী,
প্রেম প্রচারের গুরু।
তাহারি চাপড়ে, নিদ ভাঙ্গিল,
পিরীতি হইল সুরু।"

নিত্যা দেবী ঝুমুর গান শুনিতে ভাল বাসিতেন। একদিন উক্ত গীত শুনিয়া প্রীতা হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক গীত যাহাতে সহজ ভজন দ্বারা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, বাশুলীর প্রতি তিনি আদেশ করিলেন। দেবীর আদেশ পাইয়া ডাকিনী বাশুলী ভ্রমণ করিতে করিতে নান্নুর গ্রামে উপনীত হইয়া চণ্ডীদাসকে নিদ্রিতাবস্থায় নির্জ্জন গৃহে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে চাপড় মারেন। সেই চাপড়ে চণ্ডীদাসের নিদ্রাভঙ্গ হয়। বাশুলী তখন তাঁহাকে শিক্ষা ও দীক্ষা গুরুর আশ্রয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক গীত প্রচার করিবার জন্য আধ্যাত্মিক তত্ত্বোপদেশ দেন এবং রামমণির সহিত প্রবর্ত্ত হইতে বলেন।

"নিত্যের আদেশে, বাশুলী চলিল,
সহজ জানাবার তরে।"

২৫৭ পৃষ্ঠা।

চণ্ডীদাস বাশুলীর উপদেশ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং নিম্ন লিখিত পদে

"প্রবর্ত্ত দেহের সাধনা করিলে কোন্ বরণ হব।"

২৮৯ পৃষ্ঠা।

বলিলেন "আমি ব্রাহ্মণ কূলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি রামিণীর সহিত

প্রবর্ত্ত হইলে আবার আমি কোন বর্গ প্রাপ্ত হইব ও কোন্ বৃন্দাবনে যাইব ? সে নিত্য বৃন্দাবন কোথায় এবং কিশোর কিশোরীই বা কোথায় এবং সাধনের অঙ্গই বা কি ?" বাশুলী প্রশ্নদূত পদে যে উত্তর করিয়াছিলেন সেই পদটী এই—

"বাশুলী কহিছে, শুনহ দ্বিজ।
কহিব তোমারে সাধন বীজ।"

২৬৬ পৃষ্ঠা।

বাশুলীর এই কথা শুনিয়া চণ্ডীদাস প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলেন এবং বাশুলী নিত্য দেবী স্থানে গমন করিলেন।

"চণ্ডীদাস কহে তুমি সে গুরু।
তুমি সে আমার কল্পতরু॥"

২৬৩ পৃষ্ঠা।

মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর, কে তাঁহার গুরু হইবেন, কে বা সাধন শিক্ষা দিবেন এবং কেমন করিয়া বা ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া নীচে প্রবর্ত্ত হইবেন, এই চিন্তায় চণ্ডীদাস আকুল হইলেন। এই সময়ে নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রী বিশালাক্ষী দেবী চণ্ডীদাস ও রামমণিকে চতুরাক্ষর "রাধাকৃষ্ণ" মহামন্ত্র দান করেন এবং স্বয়ং গুরুরূপে শিক্ষা দেন।

চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে আর একটী জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

একদিন চণ্ডীদাস স্নানার্থে নদী তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন একটি পদ্মকোরক জলে ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি যত্ন সহকারে ফুলটি তুলিয়া লইয়া ভাবিলেন ফুলটি কি মনোহর! এই ফুলটি কি নির্ম্মাল্য ?—না, নির্ম্মাল্য হইলে ফুলটি প্রস্ফুটিত থাকিত। ফুলটি নির্ম্মাল্য নহে সিদ্ধান্ত করিয়া, মনে মনে ভাবিলেন, আজ এই সুন্দর ফুলে মা বিশালাক্ষীর পূজা করিব। স্নান কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া তিনি বড়ই আনন্দ সহকারে মাতা বিশালাক্ষীর পূজা করিতে বসিলেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভগবতীকে ফুলটি অর্পণ করিতেছেন এমত সময়ে ভগবতী আবির্ভূতা হইয়া চণ্ডীদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে ভক্ত, সাধকাগ্রগণ্য! ও

ফুল আমার চরণে তুমি অর্পণ করিও না, ও ফুল আমার মাথায় দেও"। চণ্ডীদাস সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, ভগবতী স্বয়ং সম্মুখে আবির্ভূতা চণ্ডীদাসের আর আনন্দের সীমা রহিল না। অমনই করযোড়ে বলিয়া উঠিলেন, "মাগো, যোগী ঋষি কত যজ্ঞ, কত ব্রত, কত তপ করিয়া তোমাকে পায় না, আজ আমার কি সৌভাগ্য যে তুমি আমাকে দর্শন দিয়াছ। যাহা হউক মা আমি ভক্তি সহকারে তোমার চরণে ফুলটি অর্পণ করিতেছিলাম কেন তুমি তাহা তোমার মাথায় দিবার জন্য আদেশ করিতেছ?" ভগবতী বলিলেন, "হে ভক্তশ্রেষ্ঠ! ও ফুলটিতে আমার গুরুর অর্চ্চনা হইয়াছে, অতএব উহা আমার মাথায় দেও"। চণ্ডীদাস উত্তর করিলেন, "সে কি মা, তোমার আবার গুরু কে আছে?" ভগবতী বলিলেন, "বৈকুণ্ঠপতি শ্রীগোবিন্দ আমার গুরু"। চণ্ডীদাস বলিলেন "মাগো তিনি যদি তোমারও পূজ্য হন তবে আমিও অতঃপর তাঁহাকে পূজা করিব"। ভগবতী "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন! চণ্ডী-দাসের বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরিগ্রহ সম্বন্ধে অন্যরূপ কিম্বদন্তীও প্রচলিত আছে। কথিত আছে একদা রাত্রি কালে তামাক খাইবার নিমিত্ত অগ্নি সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে চণ্ডীদাস গৃহ বহির্গত হইলেন, দূরে প্রজ্জলিত অগ্নি-শিখা দেখিয়া তৎসমীপস্থ হইতে প্রযত্নবান হইলেন। তিনি নিকটস্থ হইলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, এবং সহসা ভগবতী আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচনা করিতে আদেশ করিলেন। এই দুই কিম্বদন্তির উপর এক্ষণে অনেকে আস্থা প্রকাশ করিতে চাহেন না।

অনন্তর চণ্ডীদাস ও রামমণি বাশুলী দেবীর কৃপায় মহামন্ত্র আশ্রয় করিয়া উভয়ে সাধন তত্ত্বে প্রবৃত্ত হন। রাগাত্মিক পদ গুলি চণ্ডীদাসের এই সময়কার রচনা বিশুদ্ধ বৈষ্ণবাবস্থায় রচিত নহে। তখন তান্ত্রিক উপাসনার ভাবও কিছু কিছু তাঁহার মনে ছিল। ভক্ত রাধাকৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম সাগরে যখন ভাসিতে থাকেন, তখন এরূপ জটিল পদ রচনা করিতে ইচ্ছা করেন না। তখন তিনি স্বয়ং সরল হইয়া যান, তাঁহার কথা রচনা সকলই তখন সরলতাময় হইয়া যায়।

চণ্ডীদাস ও রামমণি সহজ দোষে দূষিত এবং চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ হইয়া

ধোপানীর সঙ্গে আসক্ত সুতরাং তাঁহার দ্বারা ভগবতী বিশালাক্ষীর সেবা করান কর্ত্তব্য নহে ইহাই গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন, ব্রাহ্মণেরা চণ্ডীদাস ও রামমণির অপবাদ গ্রামে ঘোষণা করিয়া দিলেন। চণ্ডীদাস দেবী-সেবার কার্য্যের অধিকার চ্যুত এবং রামমণি দেবীর প্রসাদান্নে বঞ্চিতা হইলেন। চণ্ডীদাস রামমণিকে কি ভাবে দেখিতেছেন এবং তাঁহাদের পরস্পরের সম্পর্ক বা কি তাহা গ্রামস্থ ব্রাহ্মণেরা বুঝিলেন না। বস্তুত চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণ প্রীত্যর্থে রামিণীর সঙ্গ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে কামগন্ধ ছিল না। রামমণিকে চণ্ডীদাস কখন মাতা কখন গুরু সম্বোধন করিয়াছেন। নিম্ন লিখিত পদ দুইটী তাহার প্রমাণ।

"শুন রজকিনী রামি!
ও দুটি চরণ, শীতল জানিয়া,
শরণ লইনু আমি।"

২৫৯ পৃষ্ঠা।

এবং

"এক নিবেদন, করি পুনঃ পুন
শুন রজকিনী রামি।"

২৫৯ পৃষ্ঠা।

রজকী ও চণ্ডীদাসের ব্যবহার সম্বন্ধে একটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ প্রীত্যর্থে চণ্ডীদাস প্রেম করিয়াছিলেন, রূপ, যৌবন বা উপভোগ লালসায় করেন নাই তাহা কবিতা পাঠ করিলে উপলব্ধ হয়।

"কহিছে রজকিনী রামী, শুন চণ্ডীদাস তুমি,
নিশ্চয় মরম কহি জানে।"

২৬২ পৃষ্ঠা।

আবার শৃঙ্গার রস সাধারণ লোকের মত তিনি দেখেন নাই। তিনি উপভোগ ও প্রেম উভয়কে স্বতন্ত্রভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত রাগাত্মিক পদ গুলি এতদ্বিষয়ক প্রমাণস্থল। নিম্নে একটি দিলাম।

"শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে।" ২৬৯ পৃষ্ঠা।

তিনি নির্লিপ্ত, রসিক ভক্ত ছিলেন এবং তাঁহার প্রেম বিশুদ্ধ ছিল ইহা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে।

রামমণি বিশালাক্ষী দেবীর প্রসাদারে বঞ্চিতা হইয়া মিছা কলঙ্কে ম্রিয়মানা হইয়া খেদ করিয়া তাঁহার মনের ভাব চণ্ডীদাসকে জানাইয়াছিলেন।

"কি কহিব বঁধু হে বলিতে না জুয়ায়।
কাঁদিয়া কহিতে পোড়া মুখে হাসি পায়॥
অনামুখ মিন্‌সে গুলার কিবা বুকের পাটা।
দেবী পূজা বন্দ করে কুলে দেয় বাটা॥
দুঃখের কথা কৈতে গেলে প্রাণ কাঁদি উঠে॥
মুখ ফুটে না বল্‌তে পারি মরি বুক ফেটে॥
ঢাক পিটিয়ে সহজবাদ গ্রামে গ্রামে দেয় হে?
চক্ষে না দেখিয়া মিছে কলঙ্ক রটায় হে?
ঢাক ঢোলে যে জন সুজন নিন্দা করে।
বঞ্চনা পড়ুক তার মস্তক উপরে॥
অবিচার পুরী দেশে আর না রহিব।
যে দেশে পাষণ্ড নাই সেই দেশে যাব॥
বাসুলী দেবীর যদি কৃপা দৃষ্টি হয়।
মিছে কথা সেঁচা জল কত ক্ষণ রয়॥
আপনার নাক কাটি পরে বলে বোঁচা।
সে ভয় করে না রামী নিজে আছে সাঁচা॥"

পদ সমুদ্র।

চণ্ডীদাস রামমণির উপরোক্ত আক্ষেপ শুনিয়া নিম্ন লিখিত তিনটি পদে তাঁহাকে প্রবোধ দিয়াছিলেন।

"ইন্দ্র আদি করি, সুর নর দানব,
তিন পুর জিনিল দশ মাথে।
বিংশ বাহু পর, বিজয় ধনুর্দ্ধর,
নৃপতি নিশাচর নাথে॥

মণিময় কুণ্ডল, রত্ন সব আভরণ,
শোভা করল দশ মুণ্ডে।
দিগ্বিজয় করি, বিক্রম কেশরী,
ছত্র ধরল নব খণ্ডে॥
সোহো লঙ্কাপতি, দৈবে হরল মতি,
বিপদ সময় যব ভেলা।
রতন মুকুট পর, বনচর বানর,
চরণ ঘাত কত দেলা॥
হরি হরি! দৈব কি গতি নাহি জান।
কভু সুখ সম্পদ, কবহুঁ রাজপদ,
কবহুঁ গুরু অপমান॥
ভণয়ে চণ্ডীদাস ইহ বড় বাত।
হানি, লাভ, জীবন, মরণ সুখ,
যশ, অপযশ বিধি হাত॥" *

ও

"পঞ্চম পুরুষ মুখ না হেরই যোই।
ভূত পিশাচিনী হোয়ত সোই॥
যো নাহি জানত ইহ পর সুখ।
প্রাতই তাকর না হেরই মুখ॥
চণ্ডীদাস কহে সো বরনারী।
ইহ রস নাই জানে পাঁচভাতারি॥" *

এবং

"রুপিলে বিষের গাছ, হৃদয় মাঝারে।
গরলে জারল অঙ্গ, দোষ দিবে কারে॥
যদি ঘরে রৈতে নার, কর অভিসার।
চণ্ডীদাসেতে বলে, এই সে বিচার॥" *

---

* শ্রীযুক্ত ভক্তিনিধি মহাশয় প্রদত্ত।

চণ্ডীদাস আরও বলিয়াছিলেন "শ্যাম বৈরী হওয়া অপেক্ষা শ্যাম কলঙ্কী হওয়া ভাল।"

"সই সুজন কুজন, যেজন না জানে,
তাহারে বলিব কি।"

১৩৬ পৃষ্ঠা।

রামমণি বলিলেন

"বন্ধু সহজ বস্তুটি কি।"

পৃষ্ঠা।

চণ্ডীদাস উত্তর করিলেন, "মহামন্ত্র চতুরাক্ষর নিয়ত ধ্যান কর, তোমার বিঘ্ন বিপত্তি দূরে যাইবে।" যে পদটি বলেন সেটী এই,

"সই সহজ বুঝিবে কে।" পৃষ্ঠা।

অনন্তর চণ্ডীদাস পীড়ার ভান করিয়া তাঁহার পত্রের কুটিরে অনসনে শয়ন করিয়া রহিলেন। প্রতিবেশীগণের নিকট মুহুর্মুহু জল যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন কিন্তু কেহ তাঁহার কাতর উক্তিতে কর্ণপাত করিলেন না। চণ্ডীদাস এই অবস্থায় বিনা সেবা সুশ্রুষায় নিজ কুটির মধ্যে শয়ন করিয়া অনশনে দুই দিন কাটাইলেন। তৃতীয় দিনে কুটির মধ্যে কোন সাড়া শব্দ রহিল না। গ্রামস্থ লোকের কাণে এই কথা উঠিল এবং কতিপয় ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাসের কুটিরে উকি মারিয়া দেখিলেন চণ্ডীদাস মৃত প্রায় এবং কুটির মধ্যে শালগ্রাম ইত্যাদি বিগ্রহ উপাবাসী রহিয়াছেন। গ্রামে শব পড়িয়া থাকিলে এবং শালগ্রাম বিনা পূজায় উপবাসী থাকিলে গ্রামের অমঙ্গল হইবে ভাবিয়া গ্রামবাসী ব্রাহ্মণেরা বড়ই বিপদে পড়িলেন। অগত্যা তাঁহারা দায়ে ঠেকিয়া অধ্যাপকের নিকট ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন এবং কতিপয় ব্রাহ্মণ মিলিত হইয়া চণ্ডীদাসের সব শ্মসানে লইয়া গেলেন। চিতা সজ্জিত করিয়া তদুপরি শব স্থাপন করিয়া সকলে বেড়াগ্নি দিবার নিমিত্ত প্রদক্ষিণ করিতেছেন, এমন সময় রামমণি পতিবিয়োগ বিধুরা পাগলিনীর ন্যায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বিরহে শ্রীরাধিকা কাতর হইয়া যে ভাবে বিলাপ করিয়াছিলেন সেই ভাবে—

"কোথা যাও ওহে, প্রাণবঁধু মোর,
দাসীরে উপেখা করি।
না দেখিয়া মুখ, কাটে মোর বুক,
ধৈরয ধরিতে নারি॥
বাল্যকাল হতে, এ দেহ সঁপিনু,
মনে আন নাহি জানি।
কি দোষ পাইয়া, মথুরা যাইবে,
বল হে সে কথা শুনি॥
তোমার এ সারথী ক্রূর অতিশয়,
বোধ বিচার নাই।
বোধ থাকিলে, দুঃখ সিন্ধু নিরে,
অবলা ভাসাতে নাই॥
পিরীতি জ্বালিয়া, যদি বা যাইবা,
কবে বা আসিবে নাথ।
রামীর বচন, করহ পালন,
দাসীরে করহ সাথ॥"

পদসমুদ্র।

এবং

"তুমি দিবা ভাগে, লীলা অনুরাগে,
ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ, না দেখিয়া দুঃখ,
পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে॥
ত্রুটি সমকাল, মানি সুজঞ্জাল,
যুগ তুল্য হয় জ্ঞান।
তোমার বিরহে, মনস্থির নহে,
ব্যাকুলিত হয় প্রাণ॥
কুটিল কুন্তল, কত সুনির্ম্মল,
শ্রীমুখ মণ্ডল শোভা।

হেরি হয় মনে, এ দুই নয়নে,
নিমেষ দিয়াছে কেবা ॥
যাহে সর্ব্বক্ষণ, তবদরশন,
নিবারণ সেহ করে।
ওহে প্রাণাধিক, কি কব অধিক,
দোষ দিয়ে বিধাতারে ॥
তুমি সে আমার, আমি সে তোমার,
সুহৃৎ কে আছে আর।
খেদে রামী কয়, চণ্ডীদাস বিণা,
জগত দেখি আঁধার ॥"

পদসমুদ্র।

পদ দুইটি গাহিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। চণ্ডীদাস তখন যেন গভীর নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিয়া রজকীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া

"এদেশে না রব সই দূর দেশে যাব।"

২৫১ পৃষ্ঠা।

গীতটি গাহিয়া রামমণির সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। রামমণির তখন আনন্দের সীমা থাকিল না। নিম্ন লিখিত পদটী গাহিয়া তিনিও চণ্ডীদাসের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"ললিতার কথা শুনি, হাসি হাসি বিনোদিনী,
কহিতে লাগিল ধনী রাই।"

২২০ পৃষ্ঠা।

ব্রাহ্মণগণ উহা দেখিয়া চণ্ডীদাস ব্রহ্মদৈত্য হইয়াছে মনে করিয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন। চণ্ডীদাসের কপট মৃত্যু সম্বন্ধে আর একটী কিম্বদন্তি আছে। রজকী শ্মসানে আসিয়া চণ্ডীদাসের শবকে তিনবার পদাঘাত করিয়া বলিয়াছিলেন, "কিরে চণ্ডে! তুই নাকি আমায় ছেড়ে যাচ্ছিস?" এই কিম্বদন্তি কেহ বিশ্বাস করেন না।

এ দিকে রাত্রি শেষে বিজয় নারায়ণ চক্রবর্ত্তী নামক প্রধান ব্রাহ্মণকে বাশুলী দেবী স্বপ্ন দিয়া বলিলেন "তোমরা আমার সেবক সেবিকায়

মিথ্যা কলঙ্ক রটাইয়াছ, আর তোমাদের নিস্তার নাই, শীঘ্র তাহাদিগকে সান্ত্বনা কর।" বিজয় নারায়ণ অতি প্রত্যুষে উঠিয়া গ্রামের সকলকে স্বপ্ন বিবরণ জানাইলেন। সকলে স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া ভীত হইলেন এবং চণ্ডীদাস ও রামমণির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। চণ্ডীদাসের সাধু-ভাব দর্শনে সকলেই পুলকিত হইলেন। সেই সময়ে অনেকে তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শিষ্য হইলেন। বলা বাহুল্য বিজয় নারায়ণ চণ্ডীদাসের প্রধান শিষ্য হইয়াছিলেন। ইনি চণ্ডীদাসের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেন।

ক্রমে চণ্ডীদাস ও রামমণির আলৌকিক ব্যাপার দেশ বিদেশে প্রচার হইল এবং সকলেই জানিতে পারিলেন যে তাঁহারা সামান্য নহেন। এই সময়ে শিব সিংহ পঞ্চ গৌড়ের রাজা ছিলেন এবং বিদ্যাপতি তাঁহার সভা পণ্ডিত ছিলেন। রাজা মধ্যে মধ্যে আসিয়া মঙ্গল কোট নামক স্থানে দরবার করিতেন। মঙ্গল কোট বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অধীন। বিদ্যাপতি এক সময় রাজা শিবসিংহ সমভিব্যহারে গৌড়ে আসিয়াছিলেন, সেই সময় মহাত্মা চণ্ডীদাসের মৃত্যু এবং তাঁহার পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তীর অলৌকিক ঘটনা শুনিতে পাইয়া চণ্ডীদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হন। বিদ্যাপতি ঠাকুর রূপনারায়ণ সমভি-ব্যাহারে নান্নুর আসিবার জন্য মঙ্গলকোট হইতে যাত্রা করেন। এদিকে বাশুলী দেবীর প্রত্যাদেশে চণ্ডীদাস জানিতে পারিলেন যে বিদ্যাপতি রূপনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদিগকে সম্মানের সহিত আনিবার অভিলাষে উৎকণ্ঠিত হইয়া চণ্ডীদাসও নান্নুর হইতে মঙ্গলকোট যাত্রা করিলেন।

"চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তব চণ্ডীদাস গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ॥
দুঁহু উৎকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল॥
চণ্ডীদাস তব রহই না পারই চললহি দরশন লাগি।
পন্থহি দুঁহু জন দুঁহু গুণ গায়ত দুঁহু হিয়ে দুঁহু রহু জাগি॥

পন্থহি দুঁহু দোঁহা দরশন পাওল লখই না পারই কোই।
দুঁহু দোঁহ নাম শ্রবণে তহি জানল রূপ নারায়ণ গোই॥"

প, ক, ত।

পথি মধ্যে গঙ্গার তীরে একটি বটবৃক্ষতলে উভয়ের সাক্ষাৎ ও সম্মিলন হয়। তখন বেলা দুই প্রহর।

"সময় বসন্ত যাম দিন মাঝহি বটতলে সুরধুনী তীর।
চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল পুলক কলেবর গির॥
দুহুঁ জন ধৈরজ ধরই না পার।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল দুহুঁক অবশ প্রতিকার॥
ধৈরজ ধরি দুঁহু নিভৃতে আলাপই পুছত মধুর রস কি?
রসিক হইতে কিয়ে রস উপজায়ত রস হইতে রসিক কোহি!
রসিক হইতে রসিক কিয়ে হওত রসিক হইতে রসিকা।
রতি হইতে প্রেম প্রেম হইতে রতি কিয়ে কাহে মানব অধিকা॥
পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে শুন তহি রূপ নারায়ণ।
কহ বিদ্যাপতি ইহ রস কারণ লছিমা পদ করি ধ্যান॥"

গী, ক, ত।

ঐ সাক্ষাৎকার সময়ে উভয়ের পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও রসিকতা প্রকাশক প্রশ্নোত্তরাবলী এখনও বিদ্যমান আছে। উভয়ে যাহারপরনাই সদালাপে ও শাস্ত্রীয় বিচারে প্রীত হইয়াছিলেন।

বিদ্যাপতি বিশ্রামের পর রূপ নারায়ণ ও চণ্ডীদাসের সমভিব্যহারে নান্নুর গ্রামে আগমন করিয়া শ্রীবিশালাক্ষী দেবী দর্শন এবং রামমণির সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া প্রীত হন এবং কতিপয় দিন তথায় অবস্থিতি করিয়া নিজ দেশে গমন করেন।

চণ্ডীদাস বিবাহ করেন নাই। বড়ু শব্দে কুমারও বুঝায়। তাঁহার রচিত পদের শেষে বড়ু শব্দ অনেক তিনি ব্যবহার করিয়াছেন।

চণ্ডীদাস জীবনের শেষ দশায় শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করিয়া সেখানেই সমাধিস্থ হন। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সমাধি শ্রীবৃন্দাবনে বিদ্যমান আছে জানিতে পারা যায়। রামমণিও ঐ পথ অনুসরণ করেন।

চণ্ডীদাসের জীবনী সম্বন্ধে আরও কতকগুলি কিম্বদন্তি প্রচলিত আছে।

একদিন তিনি হাটে মাছ কিনিতে গিয়াছিলেন। মেছুনীর নিকট হইতে তিনি যে পরিমাণ মাছ কিনিয়াছিলেন, আর একটি লোক আসিয়া সেই মূল্যে তদপেক্ষা বেশী মাছ লইয়া গেল দেখিয়া চণ্ডীদাস বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় আমি যে মূল্য দিয়াছি আপনিও সেই মূল্য দিলেন, অথচ আপনাকে মেছুনীর বেশী মাছ দিবার কারণ কি?" তিনি উত্তর করিলেন "উহার সহিত আমার পিরীত আছে"। চণ্ডীদাস এই ঘটনার পর এক প্রকার প্রেমোন্মত্ত হইয়া প্রকৃতি অন্বেষণে বহির্গত হইলেন এবং নদী তীরে সহসা রামিনী নাম্নী এক রজকাঙ্গনাকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় মন মজিয়া গেল। চণ্ডীদাস প্রত্যহ মাছ ধরিবার ছল করিয়া রামিনী যে ঘাটে কাপড় কাচিত সেই ঘাটে গিয়া বসিয়া থাকিতে লাগিলেন। ক্রমে চণ্ডীদাস, পিতা মাতা ও গৃহ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া রজকীর গৃহে বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন। চণ্ডীদাস রজকীর আলয়ে নিয়ত বাস করিতেছেন দেখিয়া, গ্রামস্থ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার পিতাকে সমাজচ্যুত করিলেন। চণ্ডীদাস পিতা মাতার সম্পূর্ণ অসম্মতিতে রজকীর আলয়ে বাস করিতেছেন বুঝিয়া, ব্রাহ্মণেরা তাঁহার পিতাকে বলিলেন, "চণ্ডীদাস যদি একেবারে রজকীর সংস্রব ত্যাগ করে, তবে আমরা তোমাকে পুনরায় সমাজভুক্ত করিয়া লইতে পারি।" চণ্ডীদাসের পিতা মাতা পুত্রকে অনেকবার ডাকিয়া পাঠাইলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই বাটী আসিলেন না। যখন দেখিলেন চণ্ডীদাস কিছুতেই বাটী আসিলেন না তখন অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার মাতা স্বয়ং রজকীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং পুত্রকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বাটী আনিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন হইল এবং যথা সময়ে ব্রাহ্মণেরা ভোজনে উপবিষ্ট হইলে চণ্ডীদাস অন্ন আনিবার জন্য থালা হস্তে লইয়া পাকশালায় গমন করিলেন। রজকী এদিকে কাপড় কাচিতে কাচিতে শুনিলেন যে, চণ্ডীদাস জাতিতে উঠিতেছে। আর তাঁহার বিলম্ব সহিল না, তদ্দণ্ডে একটি কাপড়ের মোট

স্কন্ধে ফেলিয়া, আর একটি বাহুমূলে লইয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে চণ্ডীদাসের বাটীতে ধাবিতা হইলেন। ব্রাহ্মণেরা রামিনীকে তদবদস্থায় দেখিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে চণ্ডীদাসও ভাতের থালা লইয়া উপস্থিত হইলেন। রজকী বলিয়া উঠিলেন, "কিরে চণ্ডে! তুই নাকি আমায় ছেড়ে জাতে উঠ্‌ছিস?" চণ্ডীদাসের আর বাক্যস্ফূর্ত্তী হইল না, ভাতের থালা হাতে লইয়াই অমনি রজকীকে আলিঙ্গন করিলেন। ব্রাহ্মণেরা দেখিতে পাইলেন, চণ্ডীদাসের দুই হস্ত ভাতের থালায় আবদ্ধ ছিল, কিন্তু যেন আর দুই হস্ত বহির্গত হইল এবং তদ্দ্বারা তিনি রজকীকে আলিঙ্গন করিলেন। রজকীরও সেই সময়ে শরীর হইতে এক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ নির্গত হইল। ব্রাহ্মণেরা এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং রজকী সামান্যা নারী নহে বিবেচনা করিয়া, তাহাকে পরিবেশন করিবার অনুমতি দিলেন। পরিবেশন করিতে করিতে রজকীর অবগুণ্ঠন হঠাৎ স্খলিত হওয়ায়, তিনি যেন আরও দুইটি হস্ত বাহির করিয়া তাহা টানিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণেরা এবংবিধ অভূতপূর্ব্ব ঘটনা সকল দেখিয়া চণ্ডীদাসের জাতি মারিবার সংকল্প ত্যাগ করিলেন।

চণ্ডীদাস নান্নুরের নিকটবর্ত্তী মতীপুরে কীর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন তথায় নাটমন্দির পতিত হওয়ায় তাঁহার ও রামমণির মৃত্যু হয়। উল্লিখিত ঘটনাগুলি কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নহে।

চণ্ডীদাস তাঁহার প্রেমের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক মধুবর্ষী পদাবলী রচনা করিয়া এ মর জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, এবং দীনা বঙ্গ-ভাষাকে অনন্তকালের নিমিত্ত গৌরবান্বিতা করিয়াছেন। মহামন্ত্র সাধনের প্রভাবে রামমণিকে দর্শনে এবং শ্রীরাধাভাবোদ্দীপনে চণ্ডীদাসের বদন হইতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা রসের পদ স্ফুরিত হইত। রামমণিও কতকগুলি পদ রচনা করিয়াছেন।

মহাত্মা চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি যদি পদ রচনা করিয়া ব্রজের গুহ্যাতি গুহ্য মধুর রস গীতছন্দে প্রকাশ না করিতেন তাহা হইলে মধুর রস যে কি বোধ হয় ভক্তগণ তাহা জানিতে পারিতেন না। চণ্ডীদাসের পদ বেশীর

ভাগ শ্রীরাধা ভাবে এবং বিদ্যাপতির সখীভাবে পরিস্ফুরিত। চণ্ডীদাস স্বয়ং দৌত্য, অনুরাগ, খণ্ডিতা এবং ভাব সম্মিলন বর্ণনে যে প্রকার কবিত্ব ও নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন তেমন অন্য কোন মহাজন সক্ষম হয়েন নাই অথবা হইবেন না। বিদ্যাপতির রসোদ্গার, প্রবাস ও মান বর্ণনা অতীব সুন্দর। জ্ঞানদাস মুরলীশিক্ষা, দান লীলা গোষ্ঠ লীলা বর্ণনে পটুতা দেখাইয়াছেন।

বঙ্গে চণ্ডীদাসের মত সুকবি বড়ই বিরল। চণ্ডীদাস সাদাসিদা সহজভাবে যে অমৃতময়ী কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা অন্যের রচনায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার রচনা যেন স্বভাবের কোমল উৎস হইতে আপনিই নিঃসৃত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় তিনিই প্রধান ও প্রাচীন কবি। তাঁহার কবিতাগুলি এতই মধুর যে যতবারই তাহা পাঠ করা যায় ততবারই তাহা নূতন বলিয়া মনে হয় এবং হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রদান করে। চণ্ডীদাসের কবিতার ছটা ও ভাব বড়ই সুন্দর। আজ কাল সকল কবি, সকল গ্রন্থকার অনুকরণ করিবার কোন না কোন আদর্শ পাইয়াছেন এবং তাদৃশ সুযোগ থাকায় সকলেই কিছু না কিছু অনুকরণ করিয়াছেন কিন্তু চণ্ডীদাস যে সময়ের কবি সে সময় কোন প্রকার অনুকরণের উপকরণ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত ছিল না। তিনি যাহা রচনা করিয়াছেন সকলগুলিই তাঁহার স্বাভাবিকীশক্তি সম্ভূত। বঙ্গ-ভাষায় চণ্ডীদাসের তুলনা নাই।

আধুনিক কবি বৈষ্ণবদাসের একটি কবিতায় (যাহা ইহার পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে) আভাস পাওয়া যায় যে চণ্ডীদাস গদ্য এবং পদ্য উভয়বিধ রচনা করিয়াছেন। চণ্ডীদাস বিরচিত,

"সহজ আচার, সহজ বিচার,
সহজ বলি যে কায় ?

২৮১ পৃষ্ঠা।

পদে "গদ্য পদ্য" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতেও বুঝিতে পারা যায় সে সময়ে গদ্য রচনা ছিল। কিন্তু চণ্ডীদাস গদ্য লিখিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ স্থল; কেন না তাঁহার রচিত কোন প্রকার গদ্য

গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না এবং তৎসম্বন্ধে অন্য কোন নিদর্শনও দেখা যায় না। পদকল্পতরু, পদামৃত সমুদ্র এবং অন্যান্য প্রাচীন পদাবলীতে চণ্ডী-দাসের ভণিতাযুক্ত গীত সকল দেখিতে পাওয়া যায়। সকল দেশের প্রাচীন লেখকগণ সর্ব্বপ্রথমে পদ্যেরই রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে মহর্ষি বাল্মীকির মুখ হইতে প্রথমেই শ্লোকনিবদ্ধ রচনা নির্গত হইয়াছিল এবং অতি প্রাচীন বেদশাস্ত্রও শ্লোক ও সঙ্গীতময়। রামায়ণ মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থ সমূহও কবিতাময়। গ্রীস দেশেও লিনস্, অর্ফিয়স মিউজিয়স্ হোমর, ইটালীতে লিবিয়স্ এণ্ড্রোনিকস্ প্রভৃতি কবিগণ প্রথমে পদ্যের রচনা করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রচনা বঙ্গভাষায় অতি প্রাচীন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং তাঁহারা গদ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আজ কাল যে সকল গদ্য গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহা শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বেকার গ্রন্থ নহে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনা সমূহ পাঠ করিয়া বঙ্গভাষার বাল্য-কাল সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা জন্মে। বঙ্গভাষার সেই শৈশব সময়ে অস্ফুট মধুর বাক্যাবলী স্মরণ ও আলোচনা করিয়া হৃদয় প্রীতিপূর্ণ আনন্দময় অপূর্ব্ব মোহে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠে এবং সেই অতীত কালে আপনাকে লইয়া গিয়া তদানীন্তন কোকিল-কণ্ঠ কবিদ্বয়ের সহিত মিশিয়া তাঁহাদের অতুলনীয় কূজনের প্রতিধ্বনি করিতে বাসনা হয়। তৎকালে বঙ্গভাষা হিন্দি ও প্রাকৃতভাষার সংমিশ্রণে বড়ই সুললিত ও শ্রুতি সুখকর ছিল। যাঁহারা মনে করেন যে, বিদ্যাপতি ত্রিহুত প্রদেশীয় লোক ছিলেন তাঁহারা বিদ্যাপতির রচনা মধ্যস্থ ব্রজবুলির সমাবেশ দর্শনেই তাদৃশ কল্পনা করিয়াছেন সন্দেহ নাই। বিদ্যাপতি কোন্ প্রদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য বিষয়ের বহির্ভূত। কিন্তু চণ্ডীদাস যে বঙ্গদেশীয় লোক ছিলেন, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। চণ্ডীদাসের রচনাতেও ব্রজবুলি অর্থাৎ হিন্দি ও প্রাকৃত ভাষায় সংমিশ্রণজনিত বাক্যাবলীর অসদ্ভাব নাই। কিন্তু চণ্ডীদাসকে তজ্জন্য অন্য প্রদেশীয় লোক বলিবার কোনই কারণ দেখা

যায় না; সুতরাং কেবলমাত্র ব্রজবুলি দেখিয়া বিদ্যাপতিকেও অন্য দেশীয় কবি বলিয়া মনে করা অসঙ্গত।

সোমপ্রকাশের পত্র প্রেরক মহাশয় বলেন, চণ্ডীদাসের গ্রন্থের নাম গীতচিন্তামণি। ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। চণ্ডীদাসের রচিত পদের সংখ্যা বড় কম নহে। যদিও চণ্ডীদাসের কোন পৃথক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না তথাপি তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থ ছিল এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

উইলসন (Wilson) সাহেব কৃত "উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থে লিখিত আছে যে, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দ দাস উভয়ে মিলিত হইয়া "কৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রণয়ণ করেন, কিন্তু এ বাক্যের উপর আস্থা প্রদর্শন করা অসম্ভব; কারণ গোবিন্দ দাস চণ্ডীদাসের সাময়িক লোক ছিলেন বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। সন ১২৮২ সালের শ্রাবণ মাসের বান্ধবে "গোবিন্দ দাস" শীর্ষক প্রবন্ধে গোবিন্দ দাস চণ্ডীদাসের সাময়িক কবি ছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

চণ্ডীদাস বাল্যকাল হইতে গান গাহিতে ও শুনিতে ভাল বাসিতেন এবং কালক্রমে তিনি একজন বিখ্যাত গায়কও হইয়াছিলেন শুনা যায়।

" * * * *

পঞ্চ রস অনুবাদ যে হয়।

আদি চণ্ডীদাস বিধেয়॥"

৩০১ পৃষ্ঠা।

উক্ত পদে কৃষ্ণকীর্ত্তনের আদি প্রণেতা বলিয়া চণ্ডীদাস আপনার পরিচয় দিয়াছেন। নিম্নলিখিত দুইটি পদে তিনি গায়ক ছিলেন অনুমান করা যায়।

"এছার দেশে বসতি নৈল নাহিক দোসর জনা।

* * * *"

বাশুলী আদেশে কবি চণ্ডীদাসের গীত॥

* * * * " ১৮৬ পৃষ্ঠা।

ও "শুনলো রাজার ঝি।

*   *   *

বড়ু চণ্ডীদাসের গান ॥" ২১০ পৃষ্ঠা।

কবি গোবিন্দ দাস চণ্ডীদাসের গুণ বর্ণন উপলক্ষে লিখিয়াছেন,—

"চণ্ডীদাস চরণ, চিন্তামণিগণ,
শিরে করি ভূষা।
শরণাগত জনে, হীন আকিঞ্চনে,
করুণা করি পূরব আশা ॥
হরি হরি তব মঝু আকুশল যাব।
রসিক মুকুটমণি, প্রেম-ধনেহি ধনী,
কৃপা নিরখিল যব পাব ॥ ধ্রু।
হৃদয় শুধি মোহে, ঐছে প্রবোধিব,
যৈছে ঘুচয়ে আঁধিয়ার।
শ্যামর গোরী, বিলাস রস কিঞ্চিত,
মঝু চিতে করু পরচার ॥
দুহুঁক চরিত, বদন ভরি গাওব,
রসিক ভকতগণ পাশ।
ক্ষম অপরাধ, সাধ মঝু পূরহ,
কহ দীন গোবিন্দ দাস ॥"

কবিপ্রসাদ দাস চণ্ডীদাসের কবিত্ব বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"দ্বিজ কুল সুত, রসময় চিত,
জয় জয় চণ্ডীদাস।
মধুর মধুর, শব্দে গাইলা,
যুগল রসের ভাষ ॥
কিবা অপরূপ, কবিতা মাধুরী,
আথর পিরীতি মাখা।
অমিয়া ছানিয়া, দিলা বিতরিয়া,
অরূপ বচন ভাখা ॥

বয়জ যুগল, পিরীতির খণি,
সে মুখ শরদ শশী।
কবিতা পঠনে, হেন লয় মনে,
'চিত্ত যায় যেন খসি॥
বাশুলী আদেশে, যুগল পিরীতি,
গাইলা সে কবি চন্দ।
রস কবিকুল, মত্ত মধুকর,
পিয়ে ঘন মকরন্দ॥
নিতাই আদেশে, পরসাদ দাসে,
গাইবে ব্রজ বিলাস।
চরণ সরোজে, শরণ লইনু,
সফল করহ আশ॥"

শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় চণ্ডীদাস সম্বন্ধে "বঙ্গসাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—ইনি কেবল প্রেমিক বৈষ্ণব নহেন, একজন প্রসিদ্ধ কবিরূপে পরিচিত হইতে লাগিলেন। এখন ইনি বিদ্যাপতির ন্যায় নবীন বঙ্গভাষায় রাধাকৃষ্ণের প্রেম লীলা রস লহরী লইয়া গীতি তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত করিতে আরম্ভ করিলেন। চণ্ডীদাস যদিও বিদ্যাপতির তুল্য কবি হইতে পারেন নাই, কিন্তু বঙ্গভাষায় বিদ্যাপতি যে ধরণের কবি ইনিও সেই ধরণের কবি। উভয়েই পদাবলী রচয়িতা উভয়েরই অবলম্বিত রস—মধুর রস; এবং উভয়েরই নায়ক সেই প্রেম-কেলি কুতূহলী শ্রীকৃষ্ণ, এবং নায়িকা সেই কৃষ্ণ-হৃদয়-রঞ্জিনী শ্রীমতী রাধিকা। তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বিদ্যাপতির কবিতা কিছু গভীর, চণ্ডীদাসের কবিতা তরল রসে ঢলঢল; বিদ্যাপতির রচনা চমৎকারিতায় চিত্তহরা, চণ্ডীদাসের রচনা সাদাসিদা এবং সহজভাবে সুখকরা; বিদ্যাপতির কল্পনাশক্তি বিবিধ বিচিত্র ভাব চিত্রণে সুপটু, চণ্ডীদাসের কল্পনা স্বীয় নটবর নায়ককে নাটকাভিনায়ক বালকের ন্যায় বিবিধ বেশে সাজাইতে সুনিপুণ। তিনি কৃষ্ণকে কখন বাজীকর, কখন দেয়াসিনী, কখন নাপিতানী বেশে, কখন অন্তবিধ বেশে সাজাইয়া

রাধিকার নিকটে উপস্থিত করিয়াছেন। চিত্রগুলিন সুরম্য হইয়াছে এবং চণ্ডীদাস ইহাতে কবিত্বও প্রকাশ করিয়াছেন।"

চণ্ডীদাস বহুল পদ রচনা করিয়াছেন; তৎপাঠে প্রতীত হয় যে চণ্ডীদাস একজন অতি প্রশংসনীয় কবি। বিদ্যাপতির ভাষার সহিত তাঁহার ভাষার অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু চণ্ডীদাসের ভাষা অধিকতর প্রাঞ্জল, সরল এবং সুখবোধ।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

চণ্ডীদাসের কল্পনাশক্তি বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। মানবতী রাধা সমীপে শ্রীকৃষ্ণের নাপিতানী, মালিনী, বিদেশিনী, বণিকপত্নী প্রভৃতি বেশে গমন বিষয়ক যে সকল বর্ণন আছে, তাহাতে এবং অন্যান্য স্থলেও কল্পনা শক্তির বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। * * কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাকে একজন প্রধান কবি বলিয়া অবশ্য গণনা করিতে হইবে। কারণ তিনি যে সময়ের লোক, সে সময়ে ঐ রূপ ছন্দোবন্দে রচনা করা সাধারণ ক্ষমতার কার্য্য নহে। তিনি তৎকালে অপরেরা অনুকরণ করিতে অধিক পান নাই, যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিকীশক্তি সম্ভূত বলিয়া বোধ হয়।"

চণ্ডীদাস বিরচিত মধুর পদাবলী বিষয়ক বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বলকারী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ইংরাজি ভাষায় লিখিত মধুর সমালোচনা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। কর্ত্তব্যানুরোধে এস্থলে বলা আবশ্যক যে দত্ত মহাশয়ের সমালোচনা আমুল বিশেষ ভাবুকতা পরিপূর্ণ এবং অতি চমৎকার ভাবে লিখিত। বাঙ্গালা পদাবলীর তৎকৃত ইংরাজি অনুবাদগুলি যৎপরোনাস্তি সুললিত এবং লেখক মহাশয়ের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

(Quotation from the "Literature of Bengal")

"He (Chandi *Das*) feels deeply, and sings feelingly. We shall quote from his poems a converse passage, *i. e.* where Radha is suddenly struck and entranced at hearing the very name of Krishna. *

---

* সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম,

Friend ! ah ! who hath named that name ?
Through my ear it steals,
My heart it thrills,
My life and soul it doth inflame !
Ah who shall tell,
What sweet doth dwell
In that beloved strain !
I name that name,
My soul's all flame !
Oh ! will he come again ?

In justice to the poet we are bound to confess, that we have spoilt the poem in translating, for the feeling in the original is so deep, so intense, that no translation probably can adequately express it in English. What we would point out to our readers, however, is the total want of figures or similes, a total ignoring as it were of all attempts at ornamentation. The poet strongly feels his subject and records it pathetically without any embellishment, without any attempts at adornment.

We shall extract a somewhat longer piece * from the

কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।

* বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদনে ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে।
তোমার চরণে, আমার পরাণে, বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমপিয়া এক মন হইয়া, নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়া ছিলাম, এ তিন ভুবনে, আর কেহ মোর আছে।
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে॥

same poet. It is a loving appeal from Radha to Krishna and a more tender touching appeal (than the original and not our translation) it will be certainly difficult to find out any where.

Love ! what more shall I say ?
In life, in death, in after life,
I'll be thy duteous wife.
Yes ! to thy feet my heart is tied
By silken ties of love.
I offer all,—my heart and soul ;
I'll be your doating slave !
I've thought if in this wide wide world
Another friend I own,
In loving tones to name my name.
Alas ! Alas ! there's none !
In earth, in heaven, in after-world,
Alas ! who loveth me ?
O ! to thy feet I turn for help,
To thee alone ! to thee !
O ! do not spurn, me—I am weak,
O ! do not turn away
I've thought and felt, without thy help
I have no other way.
If for a moment thee I miss,
A death-like trance I own ;
I'll keep and nurse thee on my heart
E'en as a precious stone !

একুলে ওকুলে, গোকুলে দুকুলে, আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইলাম, ও দুটী কমল পায়॥
না ঠেল না ঠেল ছলে, অবলা অখলে, যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম, প্রাণনাথ বিনে, গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিষে, যদি নাহি দেখি, তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কয়, পরেশ রতন, গলায় গাঁথিয়া পরি॥

The same intense feeling,—the same absence of all figures of speech, mark this poem. The lover must indeed have had a heart of steel who could resist an appeal bréathing in its every line such thrilling tenderness, such deep devotion. We shall pass on and have done with Chandidas with another extract, * describing a wildness of despair from which poor Radha suffers in the absence of her beloved.

A cruel throb is in my heart !
I'll leave my home,
And thither roam,
Where never's known love's fatal art.

Friend ! who shall say that love's a blessing ?
I loved and smiled,
My heart's buguiled,
And what is left but life long weeping ?

For love should e'er a damsel sigh,
O ! spare her shame,
In fire and flame,
A kinder death, O ! let her die !

O ! I have felt this bitter grief
My eye-balls shine
With ceaseless brine,
Says Chandi Das, O ! for her life !

Seldom doth Bidyapati manifest such deep feeling anp pathos. His strong point lies, as we have already point-

* কি বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব, যে দেশে না শুনি, পাপ পিরীতের কথা॥
সই কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া, কান্দিতে জনম গেল॥
কুলবতী হইয়া, কুলে দাঁড়াইয়া, যে ধনী পিরীতি করে।
তুষের অনল, যেন সাজাইয়া, এমতি পুড়িয়া মরে॥

ed out, in fine imagery and embellishment. Even while cdescribing scenes of sadness and woe Bidyapati relies on his vivid fancy, and seldom approaches Chandidas iu inten sity of feeling.

*　　*　　*　　*

Sweet Bidyapati ! Sweet Chandidas ! the earliest stars in the firmament of Bengali literature ! Long, long will your strains be remembered and sung in Bengal !"

দত্ত মহাশয়ের সমালোচনার উপসংহার ভাগের ভাব নিয়ে অনুবাদিত হইতেছে।—

মধুবর্ষী বিদ্যাপতি! মধুবর্ষী চণ্ডীদাস! বঙ্গীয় সাহিত্য গগণের সান্ধ্য তারকাদ্বয়! সুদীর্ঘকাল তোমাদের বীণাঝঙ্কার বঙ্গদেশে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে।

অথবা

বহুকাল তোমাদের সুমধুর তান বঙ্গদেশে নিনাদিত হইবে।

অথবা

যুগ যুগান্ত পর্য্যন্ত তোমাদের মধুপূর্ণ পদাবলী বঙ্গের গৃহে গৃহে সমাদৃত ও গীত হইবে।

জনৈক মহাজন "বান্ধবে" লিখিয়াছেন,—

"বঙ্গীয় কাব্যকাননে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ন্যায় মধুর কলকণ্ঠ সুদুর্লভ। তাঁহাদের তুলনাস্থল কেবল বঙ্গসাহিত্যে কেন অনেক সাহিত্যেই নাই। তাঁহারা একটা ভাষা সৃষ্টি করিয়াই তাহাতে যে রূপ স্বভাবের চিত্র আঁকিয়াছিলেন এমন আর কোন সাহিত্যে কোন প্রথম কবিই অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের রচনা যেন স্বভাবের নিষ্কলঙ্ক কোমল কর হইতে আপনা হইতে নিঃসৃত—যেন তাহাতে কি মধুরিমা কি মাদকতা আছে, তাহা অন্যের রচনায় নাই; যাহা দেখিলেই নয়ন মন ভুলিয়া যায়, দেহ প্রাণ সুশীতল হয়, আর হৃদয়ে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় প্রীতির উদয় হয় তাহা আর বলিতে পারা যায় না।"

সন ১২৮৮ সালের ফাল্গুণ মাসের "ভারতী"তে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"আমাদের চণ্ডীদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বাঙ্গালার সকল প্রাচীন কবিদের শ্রেষ্ঠ। তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি।

বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই, বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকে জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি উপভোগের কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতিও অনুরাগ।

বিদ্যাপতির অনেক স্থলে ভাষার মাধুর্য্য, বর্ণনার সৌন্দর্য্য আছে কিন্তু চণ্ডীদাসের নূতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ব আছে, আবেগের গভীরতা আছে। যে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি একেবারে মগ্ন হইয়া লিখিয়াছেন।"

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ মহাশয় বলিয়াছেন, "জয়দেব পশ্চিমাঞ্চলীয়, বিদ্যাপতি বিহারী, বাঙ্গালার প্রধান বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রতিভায় গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস প্রভৃতি তারকামণ্ডলী উজ্জ্বলিত। বিদ্যাপতির ন্যায় চণ্ডীদাস অলঙ্কার প্রিয় ছিলেন না কিন্তু তাঁহার বিচিত্র কল্পনা সকল অন্তঃকরণে অসামান্য আনন্দ প্রদান করে। বিদ্যাপতি যেমন রসোদ্গার, প্রবাস, ও মাথুর বর্ণনে নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, চণ্ডীদাস সেই রূপ স্বয়ং দৌত্য, মান ও অনুরাগ বিষয়ে বিলক্ষণ পটুতা দেখাইয়াছেন।"

ভক্ত শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস মহাশয় লিখিয়াছেন "বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের লিখা অতুলনীয়। উভয়ের কবিতা পাঠে মন প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। যতই শ্রুত কি অধীত হউক না পুরান হইবার নহে। একদা অঙ্গনার ন্যায় নিত্য নূতন ও অননুভূতপূর্ব্ব। এই নিত্য

নূতনতাই পদাবলীর অপ্রাকৃতত্বজ্ঞাপক। বিদ্যাপতি কবি। চণ্ডীদাস ভাবুক। বিদ্যাপতির কবিতা অলঙ্কার ও শব্দ চাতুর্য্যাদিতে বিচিত্র শোভায় পরম শোভিতা,—পাঠে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়। চণ্ডীদাসের কবিতার তেমন জাঁকানো সাজ-সজ্জা না থাকিলেও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে অতীব রমণীয়াপড়া মাত্রই হৃদয় বিমোহিত করে। চণ্ডীদাসের লিখায় রাধাকৃষ্ণের গুণ অধিক অভিব্যক্ত। বিদ্যাপতির বর্ণনায় রাধা-কৃষ্ণের রূপ প্রচুর পরিস্ফুট। এই দুইই যার পর নাই উৎকৃষ্ট ও উপাদেয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের স্বগত উক্তি—

যদ্যপি জগত সুখের আমি হেতু।
রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু॥

শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শুদ্ধ প্রেমপ্রবণ হৃদয়ে পর্য্যালোচনা করিলে রূপ গুণ উভয় তুল্য বলিয়া অবরোধ হইবে। চণ্ডীদাস প্রেমিক, গভীর ও ভাবে মাতোয়ারা। বিদ্যাপতি কাল্পনিক, তরঙ্গায়িত ও সৌন্দর্য্যে আত্ম-হারা। তবে বিদ্যাপতিতে প্রেম, গাম্ভীর্য্য ও ভাব নাই কি? আছে প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু এসব চণ্ডীদাসে যেরূপ ফুটিয়াছে, বিদ্যা-পতিতে তদপেক্ষা একটু কম বিকাশ। চণ্ডীদাসে কল্পনা, তরঙ্গ ও সৌন্দর্য্য আছে, বিদ্যাপতির মত নয়। এ গুলি বিদ্যাপতিতে চণ্ডীদাস হইতে অধিক প্রদীপ্ত। ফল কথা, উভয়ের পদ তুলনা করিয়া পড়িলে দেখা যায়, শ্রীরাধামাধবের প্রেমলীলার কোন অংশ বিদ্যাপতি বড় অপরূপ ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। কোন অংশ চণ্ডীদাস অতি চমৎকাররূপে লিখিয়াছেন।"

অনাবশ্যক বোধে চণ্ডীদাসের কবিতাগুলির আর নূতন করিয়া সমালোচনা করিলাম না।

শ্রীরমণীমোহন মল্লিক।

"চণ্ডীদাস" সম্বন্ধে মতামত

ভারতের মুখোজ্জলকারী মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ডি, এল মহোদয় লিখিয়াছেন—

Narikeldanga.
Calcutta.
October 30,1893.

Dear Sir.

I thank you for your kind present of a copy of your edition of the poems of Chandidas.

Your memoir of the poet and your explanatory and critical notes will, I have no doubt, be intreesting and useful to the student of Bengali literature.

Yours truly
Sd. Gooroo Dass Banerjee

জেলা নদীয়ার প্রধান জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন—

Moisganj
12th october 1893.

My dear Ramani Babu.

Many thanks for your present of Chandidas. You have rendered good service to our country by editing and publishing one of our oldest authors. The reading public will ever remain indebted to you.

Yours Sincerely
Sd. Nuffur Chondra Pal chaudhury

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজি দৈনিক কাগজ Indian Mirror লিখিয়াছেন—

"The Publication under notice has its value not so much for the collection of Chandidas's compositions (which has

been made and published before by others), as for the account which it gives of the life and doings of that first of Bengali poets. The account is necessarily of a meagre character, but even as it stands it is of value and interest to those who admire the vaishnab poets of old, among whom Chandidas takes the first rank. Tho compositions are methodically arranged, and explanatory notes are attached to them as occasion requires. The Editor has well acquitted himself of his self-imposed task. 21 January 1894

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ Hope পত্রিকা লিখিয়াছেন

We have to acknowledge with pleasure the receipt of a handsome volume of the poems of the eminent poet Chandidas, edited by Ramani mohan mallick with on elaborate introduction containing a life of the author and with explanatory notes and commentaries. The publication is fully worthy of the reputation which Chandidas enjoys among the poets of Bengal, and the editor has done a public service by bringing it out. 19th November 1893.

কলিকাতার সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক বাঙ্গালা পত্র "হিতবাদী" লিখিয়াছেন—

* * *

দুর্গম গহন কানন হইতে প্রস্ফুটিত সুগন্ধি কুসুম চয়ন পূর্ব্বক উপহার প্রদান করিলে উপহার দাতা যদি ধন্যবাদের পাত্র হন, শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন মল্লিকও তাহা হইলে এই সমস্ত সুমধুর পদ সংগ্রহ পূর্ব্বক একত্রে সম্বদ্ধ করণের জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত।

* * *

রমণী বাবু প্রভূত পরিশ্রম ও অসাম অধ্যবসায়ে তাঁহার পুস্তকে চণ্ডীদাসের যে সকল লুপ্ত এবং সাধারণের অজ্ঞাত পদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে দুই একটি নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

* * *

উপসংহারে এই মাত্র ব্যক্তব্য যে, রমণী বাবু যে ব্রত গ্রহণ করিয়া-

ছেন আমরা আশা করি ইহাতেই তিনি নিবিষ্ট থাকিবেন। তিনি সুশিক্ষিত, উৎসাহশীল, কার্য্যদক্ষ্য যুবক, আমরা আশা করি শুদ্ধ চণ্ডীদাসেই তাঁহার উৎসাহ উদ্যমের পর্য্যবসান হইবে না, ভগবান তাঁহার সাধু উদ্দেশ্যে সহায় হউন। ২৪শে কার্ত্তিক ১৩০০ সাল।

সুপ্রসিদ্ধ "সুচিন্তা" নামক মাসিক পত্রিকা লিখিয়াছেন—

"চণ্ডীদাস। বঙ্গের আদিকবি চণ্ডীদাস ঠাকুরের কবিতা, বিস্তৃত জীবনী, টীকা ও সমালোচনা সমেত। মেহেরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা। উনবিংশতি শতাব্দীর সুরুচিপূর্ণ কবিতার সহিত তুলনা করিলে, চণ্ডীদাসের কবিতাগুলি কতকটা কুরুচি সমন্বিত বলা যাইতে পারে। কিন্তু ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালাভাষার শৈশবাবস্থায় এরূপ কবিতা প্রণয়ন করা সামান্য কবির সাধ্য নয়। মধ্যে মধ্যে দুটি চারিটি কুরুচি পূর্ণ শব্দ বাদ দিলে কবিতাগুলি মধুরতা ও আধ্যাত্মিক ভাবে পাঠকের মনকে বাস্তবিক আনন্দিত করে। ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ ও সম্মিলনকে অবলম্বন করিয়া কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণন করিয়াছেন। প্রেমিক বৈষ্ণব ও বঙ্গের আদি কবি চণ্ডীদাসের কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া সম্পাদক বস্তুতঃ বঙ্গের গৌরব, সাহিত্য জগতে অনেক পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি যাবতীয় বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র।

১৩০০ সাল ২য় ভাগ, ৭ম সংখ্যা।

বঙ্গদেশের ভক্তিরসাশ্রিত মাসিক পত্র "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা" লিখিয়াছেন—

বঙ্গ-কবিকুল-চূড়ামণি, মধুর ভক্তশিরোমণি ঠাকুর চণ্ডীদাসের পদাবলী গ্রন্থের তিনটি সংস্করণ আমাদের নয়ন গোচর হইয়াছে। তন্মধ্যে বাবু রমণীমোহন মল্লিক কর্ত্তৃক সংকলিত পদাবলীই নূতন, অন্যান্য মুদ্রিত কয়েক খানি গ্রন্থের মধ্যে এই গ্রন্থের আদর ও পদসংখ্যা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, * * *।

শ্রীশ্রীগৌরাব্দ ৪১১। মাঘ। ৭ম বর্ষ। ১ম, সংখ্যা।

চণ্ডীদাস।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

(ভাবি)

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে, পিরীতি করিয়া,
রহিতে না দিলি ঘরে॥
কামনা করিয়া, সাগরে মরিব,
সাধিব মনেরি সাধা।
মরিয়া হইব, শ্রীনন্দের নন্দন,
তোমারে করিব রাধা॥
পিরীতি করিয়া, ছাড়িয়া যাইব,
রহিব কদম্ব তলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া, মুরলী বাজাব,
যখন যাইবে জলে॥
মুরলী শুনিয়া, মোহিত হইবা,
সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয়, তখনি জানিবে,
পিরীতি কেমন জ্বালা॥ *

---

* এই পদটী ভাবসম্মিলনে সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

বেহাগ।

আজু কেগো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যাম রায়॥
ইহার গৌর বরণে করে আলো।
চূড়াটী বাঁধিয়া কেবা দিল॥
তাহার ইন্দ্র-নীল কান্তি তনু।
এত নহে নন্দ সুত কানু॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কথি (১)॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এনা (২) বেশ কোন্ দেশে ছিল॥
কে বনাইল হেন রূপ খানি।
ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী॥
নীল উজলি (৩) নীলমণি।
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী॥
সখীগণ করে ঠারা ঠারি।
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী (৪)।
কোথায় গেল কিছুই না জানি॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন্ দেশে? *

* ইহা সম্ভোগ মিলনের পদ।

(১) কোথায়। (২) এমন। (৩) উজ্জ্বল। (৪) শ্রীরাধিকা

নায়িকার পূর্ব্বরাগ। *

কামোদ।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম?
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল (১) গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক (২) মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে (৩) যার, ঐছন (৪) করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতী ধরম কৈছে (৫) রয়॥

* শ্রীরাধা কৃষ্ণের লীলা বর্ণন উদ্দেশে শ্রীরাধাকে নায়িকা এবং শ্রীকৃষ্ণকে নায়ক সম্বোধন করা হইয়াছে।

দেখিয়া বা গুণ শ্রবণ করিয়া সঙ্গমের (মিলনের) পূর্ব্বে হৃদয়ে যে রাগ লোভ হয় তাহাকেই পূর্ব্বরাগ বলা হইয়াছে।

"সঙ্গমের পূর্ব্বে যেই দেখিয়া শুনিয়া। জনমে রাগ লোভ হৃদয়ে পশিয়া॥
সেই পূর্ব্বরাগ * * * । * * * * ॥"

—ভক্তমাল।

(১) প্রবেশ করিল। (২) কত। (৩) প্রতাপে।
(৪) এই রূপ। (৫) কি প্রকারে।

পাসরিতে করি মনে (১), পাসরা না যায় গো,
কি করিব? কি হবে উপায়?
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচায় (২)॥

তিরোতা।

(চিত্রপট দর্শন)

হাম (৩) সে অবলা, হৃদয় অখলা (৪),
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া,
বিশাখা (৫) দেখাল আনি॥
হরি হরি! এমন কেন বা হলো!
বিষম বাড়বা অনল মাঝারে,
আমারে ডারিয়া (৬) দিল।

---

(১) ভুলিব মনে করি। (২) যাচিয়া দান করে।
(৩) আমি। হিন্দী—আমরা। (৪) সরলা।
(৫) শ্রীরাধিকার অষ্টসখীর মধ্যে দ্বিতীয়া সখী।
"দ্বিতীয়া বিশাখা ললিতার সম গুণে। প্রিয়সখী সম রয় জন্ম এক গ্রামে॥
* * * * । * * * ॥
দূত কর্ম্মে পণ্ডিতা সন্ধিতে বুদ্ধিমান। চতুষ্টয় জ্ঞাতা ভেদ দণ্ড সামদান॥
পত্রাবলী রচনায়-বাদ্য-নৃত্য-গীতে। * * * ॥
বেণী বেশ রচনায় সূচী কর্ম্ম আদি। সূর্য্য-পূজা সামগ্রীর আবিষ্কারে সুধী॥
শ্রীরাধিকা মনোবৃত্তি কহিতে আনন্দ। গলাগলি দোঁহে কৃষ্ণ কথায় প্রবন্ধ॥
* * * * * * ॥"
—ভক্তমাল।

(৬) নিক্ষেপ করিয়া।

নায়িকার পূর্ব্বরাগ।

বয়সে কিশোর, রূপ মনোহর,
অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন যুগল, করয়ে শীতল,
বড়ই রসের কূপ॥
নিজ পরিজন, সে নহে আপন,
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে, পশিল পরাণে,
বুক বিদরিয়া (১) মরি॥
চাহি ছাড়াইতে, ছাড়া নহে চিতে,
এখন করিব কি?
কহে চণ্ডীদাসে, শ্যাম নব রসে,
ঠেকিলা রাজার ঝি (২)॥

কামোদ।

(সাক্ষাদ্দর্শন।)

জলদবরণ কানু, দলিত অঞ্জন জনু (৩),
উদয় হয়েছে সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর, পিতে (৪) করে উতরোল (৫),
নিমিখে নিমিখ (৬) নাহি সয়॥
সখি দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে।
ভালে সে (৭) নাগরী, হয়েছে পাগলী,
সকল লোকেতে বলে॥

---

(১) ফাটিয়া। (২) বৃষভানু রাজার কন্যা—শ্রীরাধিকা।
(৩) যেন। (৪) পান করিতে। (৫) উৎকণ্ঠিত হয়।
(৬) নিমিষ। (৭) ভগ্যে সে।

কিবা সে চাহনি, ভুবন ভুলনী,
দোলনি গলে বনমাল।
মধুর লোভে, ভ্রমরা বুলে,
বেড়িয়া তহি (১) রসাল॥
দুইটি মোহন, নয়নের বাণ,
দেখিতে পরাণে হানে।
পশিয়া মরমে, ঘুচায়া ধরমে,
পরাণ সহিত টানে॥
চণ্ডীদাস কয়, ভুবনে না হয়,
এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল, সে জন ভুলিল,
কি তার কুল বিচার?

কামোদ।

বরণ দেখিনু শ্যাম, জিনিয়াত কোটি কাম,
বদন জিতল কোটি শশী।
ভাঙ (২) ধনুভঙ্গী ঠাম, নয়ান কোণে পূরে বাণ,
হাসিতে খসয়ে সুধা রাশি॥
সই এমন সুন্দর বর কান।
হেরিয়া সেই মূরতি, সতী ছাড়ে নিজ পতি,
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান॥
এ বড় কারিকরে, কুঁদিলে তাহারে,
প্রতি অঙ্গে মদনের শরে।
যুবতী ধরম, ধৈর্য্য-ভুজঙ্গম,
দমন করিবার তরে॥

(১) তাহাকে। (২) ভ্রু।

নায়িকার পূর্ব্বরাগ।

অতি সুশোভিত, বক্ষ বিস্তারিত,
দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে, মালা বিরাজিত,
কি দিব উপমা তার॥
নাভির উপরে, লোম লতাবলী,
সাপিনী আকার শোভা।
ভূরুর বলনী, কামধনু জিনি,
ইন্দ্র ধনুকের আভা॥
চরণ নখরে, বিধু (১) বিরাজিত,
মণির মঞ্জীর (২) তায়।
চণ্ডীদাস হিয়া, সে রূপ দেখিয়া,
চঞ্চল হইয়া ধায়॥

ধানশী।

শ্যামের বদনের ছটার কিবা ছবি।
কোটি মদন জনু, জিনিয়া শ্যামের তনু,
উদইছে (৩) যেন শশী রবি॥
সই, কিবা সে শ্যামের রূপ,
নয়ান জুড়ায় চেঞা (৪)।
হেন মনে লয়, যদি লোক ভয় নয়,
কোলে করি যেয়ে ধেঞা (৫)॥

(১) চন্দ্র। (২) নূপুর। (৩) উদয় হইয়াছে।
(৪) চাহিয়া। (৫) ধাইয়া।

তরুণ মুরলী, করিল পাগলী,
রহিতে নারিনু ঘরে।
সবারে বলিয়া, বিদায় লইলাম,
কি করিবে দোসর পরে॥
ধরম করম, দূরে তেয়াগিনু,
মনেতে লাগিল সে।
চণ্ডীদাস ভণে, আপনার মনে,
বুঝিয়া করিবে যে॥

কামোদ।

সুধা ছানিয়া কেবা, ও সুধা ঢেলেছে গো,
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা (১)।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা, খঞ্জন আনিল রে,
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা (২)॥
সে থেহা নিঙ্গাড়ি কেবা, মুখ বনাইল রে,
জবা ছানিয়া কৈল গণ্ড (৩)।
বিম্ব ফল (৪) জিনি কেবা, ওষ্ঠ গড়ল রে,
ভুজ জিনিয়া করি-শুণ্ড (৫)॥
কম্বু (৬) জিনিয়া কেবা, কণ্ঠ বনাইল রে,
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র (৭) মাখিয়া কেবা, সারদ্র (৮) বনাইল রে,
ঐছন দেখি পীতাম্বর॥

---

(১) দেহ্। (২) স্থৈর্য্য। (৩) গাল।
(৪) তেলাকুচাফল। (৫) হাতীর শুঁড়। (৬) শঙ্খ।
(৭) হরিদ্রা। (৮) সহিত আরদ্র=পীতবর্ণ।

বিস্তারি পাষাণে কেবা, রতন বসাইল রে,
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
দাম-কুসুমে কেবা, সুষমা (১) করেছে রে
এমতি তনুর দেখি আভা॥
আদলি (২) উপরে কেবা, কদলি রোপল রে,
ঐছন দেখি উরুযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা, দর্পণ বসাইল রে,
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ॥

কামোদ।

সজনি, কি হেরিনু যমুনার কূলে!
ব্রজ-কুল-নন্দন, হরিল আমার মন,
ত্রিভঙ্গ দাঁড়াঞা (৩) তরু-মূলে।
গোকুল নগর মাঝে, আর কত নারী আছে,
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি, যতনে রেখেছি আমি,
বাঁশী কেন বলে "রাধা রাধা"?
মল্লিকা চম্পক দামে, চূড়ার টালনী বামে,
তাহে শোভে ময়ুরের পাখে।
আশে পাশে ধেয়ে ধেয়ে, সুন্দর সৌরভ পেয়ে,
অলি উড়ি পড়ে লাখে লাখে॥

(১) পরম শোভা।
(২) (আদলা) ঘৃতকুমারী।
(৩) দাঁড়াইয়া।

সে কিরে চূড়ার ঠাম, কেবল যেমন কাম,
নানা ছাঁদে বাঁধে পাকমোড়া।
শির বেড়ল বৈলান জালে (১), নব গুঞ্জামণি মালে,
চঞ্চল চাঁদ উপরে জোড়া॥
পায়ের উপর থুয়ে পা, কদম্বে হেলায়ে গা,
গলে শোভে মালতীর মালা।
বড়ু (২) চণ্ডীদাস কয়, না হইল পরিচয়,
রসের নাগর বড় কালা॥

ধানশী।

(সখীর উক্তি)

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার,
তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব কাননে চায়॥
রাই এমন কেনে বা হলো?
গুরু দুরজন, ভয় নাহি মন,
কোথা বা কি দেব পাইল (৩)॥
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল,
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি,
ভূষণ খসিয়ে (৪) পরে॥

---

(১) চূড়াবন্ধনবেণী। (২) ব্রাহ্মণ-তনয়।
(৩) কোথা বা ভূতে পাইল। (৪) খুলিয়া।

বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী,
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে, বাড়ায় লালসে,
না বুঝি তাহার ছলা॥
তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে,
হাত বাড়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস ভণে, করি অনুমানে,
ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে॥

সিন্ধুড়া।

রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা!
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে (১),
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে (২), চাহে মেঘপানে,
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে (৩), রাঙ্গা বাস পরে,
যেমন যোগিনী পারা (৪)॥
এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি, (৫)
দেখয়ে খসায়ে চুলি (৬)।
হসিত বয়ানে (৭), চাহে মেঘপানে,
কি কহে দুহাত তুলি॥

(১) একলা, একাকিনী। (২) ধ্যানে।
(৩) "বিরতি অন্তরে"—পদকল্পলতিকা। (৪) মত; ন্যায়।
(৫) "ফুলয়ে গাঁথনি" পাঠও আছে। (৬) চুল। (৭) হাসি মুখে।

একদিঠ (১) করি, ময়ূর ময়ূরী,
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়,
কালিয়া বঁধুর সনে॥

ধানশী।

কালিয় বরণ, হিরণ-পিঁধন, (২)
যখন পড়য়ে মনে।
মূরছি পড়িয়া, কাঁদয়ে ধরিয়া,
সব সখী জনে জনে॥
কেহ কহে মাই, ওঝা দে (৩) ঝাড়াই,
রাইয়েরে পেয়েছে ভূতা (৪)।
কাঁপি কাঁপি উঠে, কহিলে না টুটে,
সে যে বৃষভানু-সুতা॥
রক্ষামন্ত্র পড়ে, নিজ চুলে ঝাড়ে,
কেহ বা কহয়ে ছলে।
নিশ্চয় কহি যে, আনি দেও এবে,
কালার গলার ফুলে॥
পাইলে সে ফুল, চেতন পাইয়া,
তবে উঠিবেক বালা।
ভূত-প্রেত আদি, ঘুচিয়া যাইবে,
যাইবে অঙ্গের জ্বালা॥ (৫)

(১) এক দৃষ্টি। (২) হিরণ্য পরিধান অর্থাৎ পীতাম্বর।
(৩) দিয়া। (৪) ভূত।
(৫) একখানি হস্ত লিখিত গ্রন্থ হইতে গৃহীত। প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ॥

কহে চণ্ডীদাসে, আন উপদেশে,
কুলের বৈরী যে কালা।
দেখাও যতনে, পাইবে চেতনে,
ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা॥

ধানশী।

ওঝা আনি গিয়া পাছে আছে ভূতা।
কাঁপি কাঁপি উঠে এই বৃষভানু সুতা॥ ধ্রু।
কালিয় কোঙর (১) হিরণ-পিঁধন যবে পড়ে মনে।
মূরছি পড়িয়া কান্দে ধরি ভূম খানে॥
রক্ষা রক্ষা মন্ত্র পড়ে ধরি ধনীর চুলে।
কেহ বোলে আনি দেহ কালার গলার ফুলে॥
চেতন পাইয়া তবে উঠিবেক বালা।
ভূত প্রেত ঘুচিবেক যাইবেক জ্বালা॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় যারে কহ ভূত।
শ্যাম চিকণিয়া সে নন্দের ঘরের পুত (২)॥

ধানশী।

সোণার নাতিনী, এমন যে কেনি (৩),
হইলা বাউরী (৪) পারা।
সদাই রোদন, বিরস বদন,
না বুঝি কেমন ধারা॥

---

(১) কুমার। (২) পুত্র। (৩) কেন। (৪) বায়ুগ্রস্থা।

যমুনা যাইতে, কদম্ব তলাতে,
দেখিলা যে কোন জনে।
যুবতী জনার, ধরম নাশক,
বসি থাকে সেই খানে॥
সে জন পড়ে তোর মনে।
সতীর কুলের কলঙ্ক রাখিলি,
চাহিয়া তাহার পানে॥
একে কুলনারী, কুল আছে বৈরী,
তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে চণ্ডীদাসে, কুল-শীল নাশে,
কালিয়া প্রেমের মধু॥

কামোদ।

সোণার নাতিনি কেন, আইস যাও পুনঃ পুন,
না বুঝি তোমার অভিপ্রায়।
সদাই কাঁদনা দেখি, অঝরু (১) ঝরয়ে আঁখি,
জাতি কুল সকল পাছে যায়॥
যমুনার জলে যাও, কদম তলার পানে চাও,
না জানি দেখিলা কোন জনে।
শ্যামল বরণ হিরণ-পিঁধন, বসি থাকে যখন তখন,
সে জন পড়েছে বুঝি মনে॥
ঘরে আসি নাহি খাও, সদাই তাহারে চাও,
বুঝিলাঙ (২) তোমার মনের কথা।

(১) নির্ঝর। (২) বুঝিলাম।

এখনি শুনিলে ঘরে, কি বোল বলিবে তোরে,
বাড়িয়া (১) ভাঙ্গিবে তোর মাথা॥
একে তুমি কুল নারী, কুল আছে তোমার বৈরী,
আর তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে বড়ু চণ্ডীদাসে, কুল শীল সব ভাসে,
লাগিল কালিয়া-প্রেম-মধু॥

সুহই।

না যাইও যমুনার জলে, তরুয়া কদম্বমূলে,
চিকণকালা করিয়াছে থানা (২)।
নব জলধর রূপ, মুনির মন মোহে গো,
তেঞি (৩) জলে যেতে করি মানা (৪)॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ভাতি বহিয়া মদন জিতি,
চাঁদ জিতি মলয়জ ভালে।
ভুবন বিজয়ী মালা, মেঘে সৌদামিনী কলা,
শোভা করে শ্যামচাঁদের গলে॥
নয়ান কটাক্ষ ছাঁদে, হিয়ার ভিতরে হানে,
আর তাহে মুরলীর তান।
শুনিয়া মুরলীর গান, ধৈরজ না ধরে প্রাণ,
নিরখিলে হারাবি পরাণ॥
কানড়া কুসুম জিনি, শ্যামচাঁদের বদন খানি,
হেরিবে নয়ানের কোণে যে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে, চাহিয়া গোবিন্দ পানে,
পরাণে বাঁচিবে সখি কে॥

(১) বাড়ি দিয়া। (২) স্থান (আড্ডা)। (৩) তাই। (৪) নিষেধ করি।

ধানশী।

যমুনা যাইয়া, শ্যামেরে দেখিয়া
ঘরে আইল বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া
ধেয়ায় (১) শ্যামরূপ খানি॥
নিজ করোপর, রাখিয়া কপোল (২),
মহাযোগিনীর পারা।
ও দুটি নয়ানে, বহিছে সঘনে,
শ্রাবণ মেঘেরি ধারা॥
হেন কালে তথা, আইল ললিতা (৩),
রাই দেখিবার তরে।
সে দশা দেখিয়া, ব্যথিত হইয়া,
তুলিয়া লইল কোরে॥
নিজ বাস দিয়া, মুছিয়া পুছয়ে,
মধুর মধুর বাণী।
আজু কেনে ধনি, হয়েছ এমনি,
কহ না কি লাগি শুনি॥
আজনম সুখে, হাসি বিধুমুখে,
কভু না হেরিয়ে আন।

(১) ধ্যান করে। (২) গাল।
(৩) শ্রীরাধার অষ্ট সখীর মধ্যে আদ্যা সখী।
"শ্রীললিতা আদ্যা অষ্টমধ্যে শ্রেষ্ঠা। সতের দিনের শ্রীমদ্রাধা হৈতে জ্যেষ্ঠা॥
অনুরাধা অন্য নাম বামা প্রখরা। গোরোচনা নিন্দি কান্তি শিখিপিচ্ছম্বরা॥
সর্ব্ব কর্ম্মে নিপুণতা সর্ব্বার্থ সাধিকা। সকলের মান্য ধন্য প্রাধান্য পাত্রিকা॥
* * ॥"
—ভক্তমাল।

আজু কেন বল, কান্দিয়া ব্যাকুল,
কেমন করিছে প্রাণ ॥
চাঁচর চিকুর, কিছু না সম্বর,
কেনে হইলে অগেয়ান (১)।
চণ্ডীদাস কহে, বেঁজেছে হৃদয়ে,
শ্যামের পিরীতি বাণ ॥

তুড়ি।

অঙ্গ পুলকিত, মরম সহিত,
অঝরে নয়ন ঝরে।
বুঝি অনুমানি, কালা রূপ খানি,
তোমারে করিয়া ভোরে ॥
দেখি নানা দশা, অঙ্গ যে বিবশা,
নাহত এ বড় ভারে।
সে বর নাগর, গুণের সাগর,
কিবা না করিতে পারে ॥
শুন শুন রাই, কহি তুয়া ঠাঁই,
ভাল না দেখি যে তোরে।
সতী কুলবতী, তুয়া যে খেয়াতি (২),
আছয় (৩) গোকুল পুরে ॥
ইহাতে এখন, দেখি যে কেমন,
নাহি লাজ গুরুতরে।
কহে চণ্ডীদাসে, শ্যাম নব রসে,
বুঝিলে বুঝিতে নারে ॥

(১) অজ্ঞান। (২) খ্যাতি। (৩) আছে।

নায়কের পূর্ব্বরাগ।

তুড়ি।

তড়িত বরণী, হরিণ নয়নী,
দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে। (১)
কিবা বা দিঞা (২), অমিয়া ছানিয়া,
গড়িল কোন বা রাজে॥
সই! কিবা সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে, পশি গেল চিতে,
বড়ই রসের কূপ॥
সোণার কটোরি, কুচযুগ গিরি,
কনক মন্দির লাগে।
তাহার উপরে, চুড়াটি (৩) বনালে,
সে আর অধিক ভাগে॥
কে এমন কারিগর, বানাইলে ঘর,
দেখিতে নারিনু তারে।
দেখিতে পাইতুঁ (৪), শিরোপা (৫) করিতুঁ (৬),
এমতি মন যে করে॥
হৃদয়ে আছিল, বেকত (৭) হইল,
দেখিতে পাইনু সে।

---

(১) "তরুণী হরিণী রাই দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে" পাঠও আছে।
(২) দিয়া। (৩) চুচুক। (৪) পাইতাম।
(৫) বকসীস। (৬) করিতাম। (৭) ব্যক্ত।

ঐছন মন্দিরে, শয়ন করে যে,
সে মেনে নাগর কে ॥
হিয়ার মালা, যৌবনের ডালা,
পসারী পসারল (১) যেন।
চাকুতে কাটিয়া, চাক যে করিয়া,
তাহাতে বসাইল হেন ॥
অধর সুধা, পড়িছে জুদা (২),
দশন মুকুতা শশী।
মোর মনে হয়, এমতি করয়,
তাহাতে যাইয়া পশি ॥
চণ্ডীদাসে কয়, ও কথা কি হয়,
মরম কহিলে বটে।
আর কার কাছে, কহ যদি পাছে,
তবে যে কুৎসা রটে ॥

তুড়ি।

নবীন কিশোরী, মেঘের বিজুরি (৩)
চমকি চলিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী, সকল কামিনী,
ততহি উদয় ভেল (৪) ॥
সই! জনমিয়া দেখি নাই হেন নারী।
ভঙ্গিম রঙ্গিম, ঘন যে চাহনি,
গলে যে মোতিম হারি (৫) ॥

---

(১) বিস্তার করিল। (২) পৃথক; আলাহিদা।
(৩) বিজলী। (৪) হইল। (৫) মুক্তাহার।

অঙ্গের সৌরভে, ভ্রমরা ধাওয়ে,
ঝঙ্কার করয়ে যাই।
অঙ্গের বসন, ঘুচায় কখন,
কখন ঝাঁপয়ে (১) তাই ॥
মনের সহিতে, মরম কৌতুকে,
সখীর কান্দেতে বাহু।
হাসির চাহনি, দেখাল কামিনী,
পরান হারানু তহু (২) ॥
চলন ভঙ্গী, অতি সুরঙ্গী,
চাপটিলে জীবন মোর।
অঙ্গুলির আগে, চাঁদ যে ঝলকে,
পড়িছে উছলি জোর ॥
চাহে যাহা পানে, বধয়ে পরাণে,
দারুণ চাহনি তার।
হিয়ার ভিতরে, পাঁজর কাটিয়ে,
বিঁধিলে বাণ যে মার ॥
জর জর হিয়া, রহিল পড়িয়া,
চেতন নহিল মোর।
চণ্ডীদাসে কয়, ব্যাধি সমাধি (৩) নয়,
দেখিয়া হইনু ভোর ॥

(১) আবৃত করে। (২) তাহাতে। (৩) শেষ।

শ্রীগান্ধার।

বদন সুন্দর, যেন শশধর
উদিত গগনে হয়।
ছটার ঝলকে, পরাণ চমকে,
তিমিরে লাগয়ে ভয়॥
নয়ান চাহনি, বিভঙ্গী সে যনি (১),
তিখিণী তিখিণী (২) শর।
দেখিয়া অন্তর, উপজিল ডর,
মদন পাইল ডর॥
সই। কে বলে কুচযুগ বেল।
সোণার গুলি, শোভয়ে ভালি (৩),
যুবক বধিতে শেল॥
আজানু লম্বিত, করিবর শুণ্ডিত,
কনক ভুজ যে সাজে।
হেরিয়া মদন, গেল সে সদন (৪),
মুখ না তুলিল লাজে॥
মাঝা ডম্বুর, সিংহিনী আকার,
নিতম্ব বিমান চাক।
চরণ কমলয়ে, ভ্রমরা বুলয়ে,
চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক॥
অঙ্গুলির মাঝে, যাবক (৫) সাজে,
মিহির (৬) শোভিত জনু।
চণ্ডীদাসে কয়, কি জানি কি হয়,
লখিতে নারিনু তনু॥

(১) বিভিন্ন পাঠ—"যেন" প্রা, কা, স। (২) তীক্ষ্ণ।
(৩) ভাল। (৪) গৃহ। (৫) আলতা। (৬) সূর্য্য।

শ্রীগান্ধার।

একে যে সুন্দরী কনক পুতলী,
খঞ্জন লোচন তার।
বদন কমলে, ভ্রমরা বুলয়ে,
তিমির কেশের ধার॥
সই! নবীন বালিকা সেহ(১)!
দেব উপজিল, দেখিতে না পাইল,
সুমতি না দিল সেহ॥
নজরে নজরে, পরাণে পরাণে,
ধৈরজ উঠাইল যে।
সঙ্গে কেহ নাই, শুনহ ভাই,
কাহারে সুধাবে কে॥
দন্তটি যে, দাড়িম্ব বীজে,
ওষ্ঠ বিম্বক শোভা।
দেখিয়া জুলুফে, মদন কুলুফে,
মন যে হইল লোভা॥
গলায় মাল, শোভিছে ভাল,
তাম্বুল বদনে তার।
চর্ব্বিত (২) চর্ব্বণে, পড়িছে বদনে,
শোভিত পিন্ধন ধার॥
চণ্ডীদাস বলে, গিয়াছিল জলে,
আইল পরাণ ঘরে।
রাজার ঝিয়ারি, সুন্দরী নারী,
তুমি কি করিবে তারে॥

(১) সে। (২) পানের পিক।

তুড়ি।

পথে জড়াজড়ি, দেখিনু নাগরী,
সখীর সহিত যায়।
সকল অঙ্গ, মদন তরঙ্গ,
হসিত বদনে চায়॥
সই! কেমন মোহিনী সেহ।
যদি সহায় পাই, এমতি হয়,
তা সহ করি যে লেহ (১)॥
ললিত আকার, মুকুতা হার, (২)
শোভিত দেখিনু ভাল।
যেন তারাগণ, উদিত গগন,
চাঁদেরে বেড়িয়া জাল॥

কুচ যে মণ্ডলি, কনক কটোরি,
বনালে কেমন ধাতা।
হাসির রাশি, মনে খুসি,
দান করে যদি দাতা॥
চণ্ডীদাস কহে, যদি দান নহে,
কি জানি মাগিবা তায়।
যে ধন মাগয়ে, তাহা না পাইয়ে,
অপযশঃ রহি যায়॥

(১) প্রীতি।
(২) বিভিন্ন পাঠ—"নীল মুকুতা, হার বেকতা।"—পদকল্পতরু।

তুড়ি।

বেলি অসকালে (১), দেখিনু ভালে,
পথেতে যাইতে সে।
জুড়ায় কেবল, নয়ন যুগল,
চিনিতে নারিনু কে॥
সই! রূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা, বসন (২) শোভা.
পাসরিতে নারি তারে॥
বাম অঙ্গুলিতে, মুকুর (৩) সহিতে,
কনক কটোরি হাতে।
সীঁতায় সিন্দুর, নয়ানে কাজর,
মুকুতা শোভিত নথে (৪)॥
নীল সাড়ী, মোহন কারী,
উছলিতে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে, সোঁপিনু চরণে,
দাস করি মনে আশ॥
কুচযুগ গিরি, কনক কটোরি,
শোভিত হিয়ার মাঝে।
ধীরে ধীরে যায়, চমকিয়ে চায়,
ঘন না চাহে লোক লাজে॥
কিবা সে ভঙ্গিমা, নাহিক (৫) উপমা,
চলন মন্থর গতি।

---

(১) বেলা অবসানে। (২) বিভিন্ন পাঠ—“বরণ”। (৩) দর্পণ।
(৪) বিভিন্ন পাঠ—“মাথে”। প, ক, ত।
(৫) বিভিন্ন পাঠ—“কি দিব”। প, ক, ত।

নায়কের পূর্ব্বরাগ।

কোন্ ভাগ্যবানে, পাঞাছে (১) কি দানে,
ভজিয়া সে উমাপতি॥
চণ্ডীদাসে কয়, মূরতি এ নয়,
বধিতে রসিক জনে।
অমিয়া ছানিয়া, যতন করিয়া,
গড়িল সে অনুমানে॥

তুড়ি।

চম্পক বরণী, বয়সে তরুণী,
হাসিতে অমিয়া ধারা।
সুচিত্র বেণী, দুলিছে যনি,
কপিলা চামর পারা॥
সখি যাইতে দেখিনু ঘাটে।
জগত মোহিনী, হরিণ নয়নী,
ভানুর ঝিয়ারি (২) বটে॥ ধ্রু।
হিয়া জর জর, খসিল পাঁজর,
এমতি করিল বটে।
চলল কামিনী, বঙ্কিম চাহনি,
বিঁধিল পরাণ তটে॥
না পাই সমাধি, কি হইল বেয়াধি,
মরম কহিব কারে।
চণ্ডীদাসে কয়, ব্যাধি সমাধি হয়,
পাইবে যবে তারে॥

(১) পাইয়াছে। (২) বৃষভানুর কন্যা।

ধানশী।

(স্নান কালে)

সজনি ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা (১) গৌরী, নবীন কিশোরী,
নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
শুনহে পরাণ, সুবল সাঙ্গাতি,
কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে, বসি তার নীরে,
পায়ের উপরে পা॥
অঙ্গের বসন, কৈরাছে (২) আসন,
আলাএগ (৩) দিয়াছে বেণী।
উচ কুচ মুলে, হেম হার দোলে,
সুমেরু শিখর জানি॥
সিনিয়া (৪) উঠিতে, নিতম্ব তটীতে,
পড়েছে চিকুর রাশি।
কাঁদিয়ে আঁধার, কলঙ্ক চাঁদার,
শরণ লইল আসি॥
কিবা সে ভুগুলি, শঙ্খঝলমলি,
সরু সরু শশীকলা।
সাঁজেতে (৫) উদয়, সুধু সুধাময়,
দেখিয়ে হইনু ভোলা (৬)॥

(১) গোমস্তকলঙ্ক পীতদ্রব্য বিশেষ। এখানে পীতবর্ণা। গোরী পাঠও আছে। (২) করিয়াছে।
(৩) এলাইয়া। (৪) স্নান করিয়া। (৫) সন্ধ্যার সময়।
(৬) বিভিন্ন পাঠ—"ভোরা"। প, ক, ত।

নায়কের পূর্ব্বরাগ।

চলে নীল শাড়ী, নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি,
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর, হিয়া নহে থির,
মনমথ জ্বরে ভোর॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে,
শুনহে নাগর চন্দা।
সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী,
নাম বিনোদিনী রাধা॥

তুড়ি।

থির (১) বিজুরি, বদন (২) গৌরী,
পেখনু (৩) ঘাটের কূলে।
কানড়া (৪) ছাঁদে, কবরী বান্ধে,
নবমল্লিকার মালে॥
সই মরম কহিনু তোরে।
আড় নয়নে, ঈষৎ হাসিয়া,
আকুল করিল মোরে॥
ফুলের গেড়ুয়া (৫) লুফিয়া ধরয়ে,
সঘনে দেখায়ে পাশ।
উচু কুচ যুগ, বসন ঘুচায়ে,
মুচকি মুচকি হাস॥

---

(১) স্থির। (২) বিভিন্ন পাঠ—"বরণ"। প, ক, ত। (৩) দেখিনু।
(৪) কানড় সাপ যে প্রকার কুণ্ডলী করিয়া থাকে সেই রূপ ভাবে।
(৫) (হিন্দি) স্তবক।

চরণ কমলে, মল্ল-তাড়ল (১),
সুন্দর যাবক (২) রেখা।
কহে চণ্ডীদাসে, হৃদয় উল্লাসে,
পুন (৩) কি হইবে দেখা॥

কামোদ।

সখীগণ সঙ্গে, যায় কত রঙ্গে,
যমুনা সিনান করি।
অঙ্গের সৌরভে, ভ্রমরা ধাবয়ে
ঝঙ্কার করয়ে ফিরি॥
নানা আভরণ, মণির কিরণ,
সহজে মলিন লাগে।
নবীন কিশোরী, বরণ বিজুরি,
সদাই মনেতে জাগে॥
সই সে নব রমণী কে।
চকিতে হেরিয়া, জ্বলত এ হিয়া,
ধরিতে নারি এ দে (৪)॥
পুন না হেরিলে, না রহে জীবন,
তোমারে কহিনু দড় (৫)।
কহে চণ্ডীদাস, পুরাহ লালস (৬),
নাগর আতুর (৭) বড়॥

(১) মল বিশেষ। পশ্চিম দেশীয় কামিনীগণ চরণে অধুনাতন পরিয়া থাকে।
(২) আলতা। (৩) বিভিন্ন পাঠ—"পালটি"। লীলা সমুদ্র।
(৪) দেহ। (৫) দৃঢ়। (৬) অভিলাস। (৭) কাতর।

তুড়ি।

কাঞ্চন বরণী, কে বটে সে ধনী,
ধীরে ধীরে চলি যায়।
হাসির ঠমকে, চপলা (১) চমকে,
নীল শাড়ী শোভে গায়॥
দেখিতে বদন, মোহিত মদন,
নাসাতে দুলিছে দুল।
সুবিশাল আঁখি, মানস (২) ভাবিয়া,
ছুটিছে মরাল কুল॥
আঁখি তারা দুটী, বিরলে বসিয়া,
সৃজন করেছে বিধি।
নীল পদ্ম ভাবি, লুবধ ভ্রমরা,
ছুটিতেছে নিরবধি॥
কিবা দন্ত ভাঁতি, মুকুতার পাঁতি,
জিনিয়া কুন্দক কুঁড়ি।
সীঁথায় সিন্দুর, জিনিয়া অরুণ,
কাণে কর্ণবালা ঢেঁড়ি॥
শ্রীফল যুগল, জিনি কুচযুগ,
পাতলা কাঁচলি তাহে।
তাহার উপর, মণিময় হার,
উপমা কহিব কাহে॥
কেশরী জিনি, কৃশ মাঝা খানি,
মুঠে করি যায় ধরা।

(১) বিদ্যুৎ। (২) সরোবর।

গজ কুম্ভ জিনি, নিতম্ব বলনি,
উরু করি-কর পারা॥
চরণ যুগল, জিনিয়া কমল,
আলতা রঞ্জিত তায়।
মঝু (১) মন তাঁহে, কাহে (২) না ভুলব,
মদন মূরছা পায়॥
কাহার নন্দিনী, কাহার রমণী,
গোকুলে এমন কে।
কোন্ পুণ্য ফলে, বল বল সখা,
সে রামা পাইল সে॥
চণ্ডীদাস বলে, ভেব না ভেব না,
ওহে শ্যাম গুণমণি।
তুমি সে তাহার, সরবস ধন,
তোমারি আছে সে ধনী॥

আশাবরী।

রমণীর মণি, পেখনু আপনি,
ভূষণ সহিত গায়।
দেখিতে দেখিতে, বিজুরি ঝলকে,
ধৈরজে ধৈরজ যায়॥
সই! চাহনি মোহনী থোর (৩)।
মরমে বান্ধিনু, হেরিয়া ভুলিনু,
রূপের নাহিক ওর (৪)॥

(১) আমার। (২) কেন। (৩) থোড়া—অল্প। (৪) সীমা।

বসন খসয়ে, অঙ্গুলি চাপয়ে,
কর করছে থুইয়া। (১)
দেখিয়া লোভয়ে, মদন ক্ষোভয়ে,
কেমনে ধরিবে হিয়া॥
বদন ছাঁদ, কামের ফাঁদ,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে।
কেশের আগ, চুম্বয়ে টাগ (২),
ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে॥
জলের কান্ধারে (৩), কেশের আন্ধারে,
সাপিনী লাগয়ে মোয়।
কেমনে কামিনী, আছয়ে আপনি,
এমন সাপিনী থোয়॥
দশন কাঁতি (৪), মুকুতা পাঁতি,
হাস উগারয়ে (৫) শশী।
পরাণ পুতলি, হইনু পাগলি,
মরমে রহিল পশি॥
শূন (৬) যে হিয়া রহিল পড়িয়া,
বস্তু রহল তায়।
চণ্ডীদাসে কয়, পুন দেখা হয়,
তবে সে পরাণ বয়॥

(১) হাতের উপর হাত রাখিয়া। (২) লজ্জা।
(৩) তীরে। (৪) কান্তি। (৫) উদ্গীরণ করে। (৬) শূন্য।

তুড়ি।

কনক বরণ, কিয়ে দরপণ,
নিছনি (১) দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত, চাঁদ শোভিত,
সিন্দুর অরুণ আর॥
সই! কিবা সে মধুর (২) হাসি।
হিয়ার ভিতর পাঁজর কাটিয়া,
মরমে রহল পশি॥
গলার উপর, মণিময় হার,
গগন মণ্ডল হেরু। (৩)
কুচ যুগ গিরি, কনক গাগরী (৪),
উলটি পড়ল মেরু (৫)॥
গুরু সে উরুতে, লম্বিত কেশ,
হেরি যে সুন্দর ভার।
বহিয়া দুকুল (৬) বরণের ফুল,
জলদ শোভিত ধার॥ (৭)

(১) উপমা। (২) বিভিন্ন পাঠ—"মুখের"। প, ক, ত।
(৩) গলার উপরিস্থিত মণিময়হার বক্ষে পতিত হওয়াতে গগন মণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতেছে। বক্ষ গগণ; মণিশ্রেণী তারকাবলী। হেরু—দেখাইতেছে।
(৪) পশ্চিম দেশীয় ঘড়া। (৫) সুমেরু পর্ব্বত।
(৬) বস্ত্র।—পট্টবস্ত্র। (৭) বিভিন্ন পাঠ—
"উরু যে উরুতে, লম্বিত কেশ,
হেরিয়ে সুন্দর তার।
চরণের ফুল, হেরিয়া দুকুল,
জলদ শোভিত ধার॥ প, ক, ত।

কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে,
হেরিয়ে নখের কোণে।
জনম সফলে, যমুনার কূলে,
মিলায়ল কোন্ জনে॥

সুহই।

হেদেলো সুন্দরি, প্রেমের আগরি,
শুনহ নাগর কথা।
নিকুঞ্জে আসিয়া, তোহারি লাগিয়া,
কান্দিয়া আকুল তথা॥
রাই রাই করি, ফুকরি ফুকরি,
পড়ই ভূমিরতলে।
ধরি মোর করে, কহয়ে কাতরে,
কেমনে সে ধনী মিলে॥
রাই অতএ (১) আইনু আমি।
কানুর পিরীতি, যতেক (২) আরতি (৩),
যাইলে জানিবা তুমি॥
প্রেম অমিয়া, বাঢ়াও উহারে,
তোহারে কে করে বাধা।
চণ্ডীদাসে বলে, রাখি কুল শীল,
পুরাহ মনের সাধা॥

(১) অতএব। (২) যত। (৩) আশক্তি।

গোষ্ঠ বিহার।

কামোদ।

ব্রজকুল বাল, রাজ পথে আইল,
লইয়া ধেনুর পাল।
সঙ্গে সখাগণ ভায় বলরাম,
শ্রীদাম (১) সুদাম (২) ভাল ॥
সুবল (৩) সঙ্গেতে, তার কান্দে হাত,
আরপি নাগর রায় (৪)।
হাসিতে হাসিতে সঙ্কেত বাঁশীতে,
এ দুই আখর (৫) গায় ॥
একথা আনেতে (৬) না পারে বুঝিতে
সুবল কিছু সে জানে।
হৈ হৈ বলি রাজপথে চলি,
গমন করিছে বনে ॥
গবাক্ষে বদন দিয়া প্রেমময়ী (৭),
রূপ নিরীক্ষণ করে।
দোঁহার নয়নে, নয়ন মিলল
হৃদয়ে হৃদয় ধরে ॥

---

(১) শ্রীদাম }
(২) সুদাম } শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা।
(৩) সুবল }
(৪) শ্রীকৃষ্ণ। (৫) দুই আখর—"রাধা"।
(৬) অন্যলোকে। (৭) শ্রীরাধিকা।

দেখিতে শ্রীমুখ মণ্ডল সুন্দর,
ব্যথিত হইলা রাধা।
এ হেন সম্পদ, বনে পাঠাইতে,
তিলেকৈ (১) না করে বাধা॥
কেমন যশোদা মায়ের পরাণ,
পুথলি ছাড়িয়া দিয়া।
কেমনে রয়েছে, গৃহমাঝে বসি,
চণ্ডীদাসে কহে ইহা॥

(গবাক্ষ হইতে শ্রীরাধিকার আক্ষেপোক্তি।)

ধানশী।

কি আর বলিব মায়।
কিছু দয়া নাই, তাহার হৃদয়ে,
একথা বলিব কায় (২)॥
মায়ের পরাণ, এমন কঠিন,
এহেন নবীন তনু।
অতি খরতর, বিষম উত্তাপ,
প্রখর গগন ভানু॥
বিপিনে (৩) বেকত, ফণি কত শত,
কুশের অঙ্কুর তায়।
ও রাঙ্গা চরণে, ছেদিয়া ভেদিবে (৪),
মোর মনে ইহা ভায়॥

---

(১) তিলেকের নিমিত্ত। (২) কাহাকে।
(৩) কাননে। (৪) ভেদ করিবে।

নবীর অধিক, শরীর কোমল,
বিষম রবির তাপে।
কি জানি অঙ্গ গলিয়া পড়য়ে,
ভয়ে সদা তনু কাঁপে॥
কেমন যশোদা, নন্দঘোষ পিতা,
এ হেন সম্পদ ছাড়ি।
কেমনে হৃদয়, ধরিয়া রয়েছে,
এই মনে আমি ডরি॥
ছারেখারে যাও (১), এ সব সম্পদ,
আনলে পুড়িয়া যাক।
হেন নবীনে, বনে পাঠাইয়া,
পায় কত সুখ পাক॥
চণ্ডীদাস বলে, শুন বিনোদিনি,
সকল সপথ মানি।
যাহার কারণে, বনেতে গমন,
আমি সে কারণ জানি॥ *

শ্রীরাগ।

ঘন শ্যাম শরীর কেলিরস,
যমুনাক তীর বিহার বনি।
শ্রীদাম সুদাম, ভায়া বলরাম,
সঙ্গে বসুদাম রঙ্গে কিঙ্কিনী (২)॥

---

(১) যাক। (২) এক সখা।

* পদসমুদ্র।

ঘন চন্দন ভাল (১), কাণে ফুল ডাল,
অঙ্গে গিরি (২) লাল, কিয়ে চলনি।
লুফিছে পাঁচনি, বাজিছে কিঙ্কিণী (৩),
পদ নূপুর ঝুনুরুনু শুনি॥
কত যন্ত্র সুতান, কলারস গান,
বাজায়ত মান, করি সুমেলে।
যব বেণু পূরে (৪), মৃগ পাখি ঝুরে,
পুলকে তরু পল্লব পুষ্পফলে॥
কেহ রূপ চাহে, কেহ গুণ গায়ে,
কেহ প্রেমক আনন্দে বোল কহে।
চণ্ডীদাস, মনে অভিলাষ
স্বরূপ অন্তরে জাগি রহে॥ *

(১) কপালে। (২) গিরি মাটি।
(৩) ঘুঙুর। (৪) নিনাদ করে।
* পদসমুদ্র।

রাই রাখাল।

ধানশী।

বন্ধু যদি গেল বনে শুন ওগো সখি।
চূড়া বেন্ধে যাব চল যেথা কমল-আঁখি (১)॥
বিপিনে ভেটিব যেয়া (২) শ্যাম জলধরে।
রাখালের বেশে যাব হরিষ অন্তরে॥
চূড়াটি বান্ধহ শিরে যত সখীগণ।
পাত ধড়া পর সবে আনন্দিত মন॥
চণ্ডীদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনি।
নয়ানে দেখিব সেই শ্যাম গুণমণি॥

সুহই।

কেহ হও দাম, শ্রীদাম সুদাম,
সুবলাদি যত সখা।
চল যাব বনে, নটবর সনে,
কাননে করিব দেখা॥
পর পীত ধড়া, মাথে বান্ধ চূড়া,
বেণু লও কেহ করে।
হারে রে রে বোল, কর উচ্চ রোল,
যাইব যমুনা তীরে॥

---

(১) শ্রীকৃষ্ণ। (২) যাইয়া।

পর ফুল মালা, সাজাহ অবলা,
সবারে যাইতে হবে।
দাম বসুদাম, সাজ বলরাম,
যাইতে হইবে সবে॥
যোগমায়া তখন, কহিছে বচন,
রাখাল সাজহ রাই।
চণ্ডীদাসে ভণে, দেখিগে নয়নে,
আমি তব সঙ্গে যাই॥

ধানশী।

যোগমায়া পৌর্ণমাসী (১) সাক্ষাতে আসিয়া।
লইল হরের শিঙ্গা আপনি মাগিয়া॥
সাজল রাখাল বেশ রাধা বিনোদিনী।
ললিতারে বলরাম কানাই আপনি॥
বলরামের হেলে শিঙ্গা বলে রাম কানু।
মুরলী নহিলে কে ফিরাইবে ধেনু॥
চণ্ডীদাসে বলে যদি রাই বনমালী।
সলিল আনিয়া পত্রে করহ মূরলী॥

বরাড়ী।

আনন্দিত হৈয়া সবে পোরে (২) শিঙ্গা বেণু।
পাতাল হইতে উঠে নব লক্ষ ধেনু॥
চৌদিকে ধেনুর পাল হাম্বা হাম্বা করে।
তা দেখিয়া আনন্দিত সবার অন্তরে॥

---

(১) বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। (২) নিনাদ করে।

ইন্দ্র আইল ঐরাবতে দেখয়ে নয়নে।
হংস বাহনে ব্রহ্মা আনন্দিত মনে॥
বৃষভ বাহনে শিব বলে ভালি ভালি।
মুখ বাদ্য করে নাচে দিয়া করতালি॥
চণ্ডীদাসের মনে আন নাহি ভায়।
দেখিয়া সবার রূপ নয়ান জুড়ায়॥

বিভাষ।

গায়ে রাঙ্গা মাটী, কটিতটে ধটি,
মাথায় শোভিত চূড়া।
চরণে নূপুর, বাজে সবাকার,
গলে গুঞ্জমালা বেড়া॥
সবাকার কুচ, হইয়াছে উচ, (১)
এ বড় বিষম জ্বালা।
কমলের ফুল, গাঁথি শত দল,
সবাই গাঁথিল মালা॥
ঠারে ঠারে চূড়া, গলে দিল মালা,
নাসিয়ে পড়েছে বুকে (২)।
ফুলের চাপানে, কুচ ঢাকা গেল,
চলিল পরম সুখে॥

(১) উচ্চ।

(২) বুকে হেলিয়া পড়িয়াছে। অদ্যাপি কৃষকেরা নিম্ন জমীকে নাসা জমী বলিয়া থাকে।

কেহ পীত ধটি, কেহ লয়ে লাঠি,
গর্জ্জন শব্দে ধায়।
চণ্ডীদাসে ভণে, গহন কাননে,
শ্যাম ভেটিবারে যায়॥

বিভাষ।

যমুনার তীরে সবে যায় নানা রঙ্গে।
সাঙলী ধবলী বলী (১) আনন্দিত অঙ্গে॥
আসিয়া নিভৃত কুঞ্জে সবে দাঁড়াইল।
রাখাল দেখিয়া শ্যাম চমকি উঠিল॥
কোন্ গ্রামে বসতিরে কোন্ গ্রামে ঘর।
আমার কুঞ্জেতে কেন হরিষ অন্তর॥
কাহার নন্দন তোরা সত্য করি বল।
মুখে হেসে বাক্য কহে অন্তরে বিভোল॥
রাধা অঙ্গের গন্ধে কৃষ্ণের নাসিকা মাতায়
আপাদ মস্তক কৃষ্ণ ঘন ঘন চায়॥
ললিতা হাসিয়া বলে শুন শ্যাম ধন।
রাধারে না চেন তুমি রসিক কেমন॥
চণ্ডীদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনি।
হের গো শ্যামের রূপ জুড়াবে পরাণি॥

(১) গাভীগণের নাম।

শ্রীবলরামের রূপ।

সুহিনী।

দেখ বলরাম ভুবন মাঝে।
রূপ দেখি কাম মরমে লাজে॥
চাঁচর চিকুরে চামরী (১) মজে।
নানা ফুল ডাল তাহাতে সাজে॥
রজত মুকুরে (২) মাজিয়ে মুখ।
তা দেখিয়া চাঁদের মরমে দুঃখ॥
তিলক বলিত ললিত ভালে।
মুগ্ধ ভ্রমরা অলক জালে॥
অরুণ দীঘল নয়ন দেখি।
বিকচ (৩) কমল কিসে বা লেখি॥
পাত সহিত কদম্ব ফুলে।
শ্রবণে মকর কুণ্ডল দোলে॥
তিল ফুল জিনি সুন্দর নাশা।
নাগরী জনার মনের বাসা॥
অরুণ বরণ দশনবাস (৪)।
বাঁধুলি ফুলের গরব নাশ॥
কুন্দ কোরক জিনিয়া দ্বিজ (৫)।
কি ছার তাহাতে করক (৬) বীজ॥
চণ্ডীদাস কহে হাসির কাছে।
আর কি জগতে অমৃত আছে॥ *

(১) চমরী নামক গাভী। ইহার পুচ্ছে চামর হয়। (২) আয়নায়।
(৩) প্রস্ফুটিত। (৪) ওষ্ঠ। (৫) দন্ত। (৬) দাড়িম্ব। * পদসমুদ্র।

গান্ধার।

ফটিক অঙ্গের জনু, রজত সুন্দর তনু,
রসে ঢল ঢল বলরাম।
বিগত কলঙ্ক চাঁদ, কোটি গুঞ্জা (১) মুখ ছাঁদ,
মৃগমদ (২) তিলক অনুপাম॥
চাঁচর চিকুরে চূড়া, বনফুল মালা বেড়া,
টলমল শিখিদল তায়।
পরিমলে (৩) উনমত (৪), মধুকর কত শত,
মধু পিবি মধুরিম গায়॥
পরিসর ভাল স্থল, বিলোল অলকামাল,
মুখচন্দ্র অতি অপরূপ।
হেরিতে চকিত চিত, চমকিত অতি ভীত,
কত শত মনমথ ভূপ॥
উন্নত বঙ্কিম চারু, কন্দর্প কামান উরু,
কমল পলাশ দুটি আঁখি।
বারুণী (৫) অলস ঘোরে, মেলিতে না পারে জোরে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু যেন দেখি॥
নাশা পুটে ঝলমল, বিলসে মুকুতাফল,
সুরঙ্গ অধরে সদা হাসি।
হেরিয়া দশন পাঁতি (৬), সিন্দূর মুকুতা জাতি,
অমিয়া উগারে রাশি রাশি॥
বামকর্ণে ঝলমল, মণিময় কুণ্ডল,
দক্ষিণেতে নবীন মঞ্জরী (৭)।

(১) কুঁচ। (২) কস্তুরী। (৩) সুগন্ধে। (৪) উন্মত্ত।
(৫) মদ্যবিশেষ। (৬) পংক্তি। (৭) মুক্তা।

কণ্ঠহার পরিপাটি, দেখিতে সোণার কাঁঠি,
উরে (১) গুঞ্জা অতি মনোহারী (২) ॥
রঙ্গন মালতী কুন্দ, করবীর অরবিন্দ (৩),
থরে থরে লাগয়ে তাহাতে।
কুন্দ মল্লিকা জাতী, কনক চম্পক যুথি,
রমণক তুলসীর পাতে ॥
মন্দার অশোক ধুপ, শেফালিকা সাঙলা ফুল,
আর যত বনফুল ডালে।
ভ্রমিছে ভ্রমরা তায়, মধুর মধুর গায়,
উরু পর দোলে বনমালে ॥
করভ (৪) শাবক শুণ্ড, সুবলিত ভুজদণ্ড,
কনক কেয়ূর তায় সাজে।
অঙ্গদ (৫) বলয়া মণি, নীল পাটের থোপনি,
মণিবন্ধ (৬) বাহুতে বিরাজে ॥
শ্রীদাম সুদাম সাথে, চলিলা ভাণ্ডীর পথে,
চণ্ডীদাস দেখে সকৌতুকে।
দেখ দেখ রাম রায়, না ঠেলিও রাঙ্গা পায়,
চরণেতে রেখহ আমাকে ॥ *

(১) বক্ষস্থলে। (২) সুন্দর। (৩) পদ্ম।
(৪) হস্তীশাবক। (৫) বাহুভূষণ। (৬) হাতের কবজা।
* পদসমুদ্র।

প্রৌঢ়ার উক্তি।

গান্ধার।

নিতি নিতি এসে যায়, রাধা সনে কথা কয়,
শুনিয়াছিলাম পরের মুখে।
মনে করি কোন দিনে, দেখা হবে তার সনে,
ভাল হইল দেখিলাঙ তোকে॥
চেট্রে নেট্রে (১) যায় জলে, তারে তুমি ধর চুলে,
এমত তোমার কোন্ রীত।
যার তুমি ধর চুলে, সেই এসে মোরে বলে,
নহিলে নহিতাম পরতীত॥ (২)
সুজন কখন নও, পরনারী নিতে চাও,
এমতি তোমার অভিলাষ।
আমি ত শুনিলাম ভালে (৩), যদি শুনে তার জনে,
শুনিলে হইবে অপভাষ (৪)॥
নিশ্বাস প্রশ্বাস কর, কাছাড় খাইঞা পড়,
বুঝিলাম তোমার মনের কথা।
নহে কেনে ঘাটে মাঠে, তোমার অপযশ রটে,
শুনিবার পাই সব কথা॥
আমার কথাটী শুন, না করিহ ইহা পুনঃ,
না মজে নন্দের কুল গারি (৫)।
চণ্ডীদাসেতে কয়, একথা কি মনে লয়,
নাগরীর পতি হইল বৈরী (৬)॥

(১) তরুণী বধূগণ। অদ্যাপি চেটো বৌ বলিয়া থাকে।
(২) নতুবা বিশ্বাস করিতাম না। (৩) ভাগ্যে।
(৪) অপমান। (৫) গৌরব। (৬) শত্রু।

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী।

তিরোতা ধানশী।

সে যে নাগর গুণধাম। জপয়ে (১) তোহারি (২) নাম॥
শুনিতে তোহারি বাত। পুলকে ভরয়ে (৩) গাত (৪)॥
অবনত করি শির। লোচনে ঝরয়ে নীর॥
যদি বা পুছয়ে বাণী। উলট করয়ে পাণি॥
কহিয়ে তোহারি রীতে। আন না বুঝিবি চিতে॥
ধৈরজ নাহিক তায়। বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥

শ্রীরাগ।

এধনি এধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইনু পুন॥
নাবাঁধে চিকুর নাপরে চীর (৫)।
নাখায় আহার নাপিয়ে নীর॥
দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি।
যত তত করি 'নহিয়ে সুধি॥
সোণার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি (৬) সোঙরি তোহারি নাম॥

---

(১) জপ করে। (২) তোমার। (৩) পরিপূর্ণ হয়।
(৪) গাত্র। (৫) বস্ত্র। (৬) স্মরণ করিয়া।

নাচিহ্নে (১)	মানুখ (২)	নিমিখ	নাই।
কাঠের	পুতলি	রহিছে	চাই॥
তুলাখানি	দিলে	নাসিকা	মাঝে।
তবে সে	বুঝিনু	শোয়াস (৩)	আছে॥
আছয়ে	শ্বাস	নারহে	জীব (৪)।
বিলম্ব	নাকর	আমার	দিব (৫)॥
চণ্ডীদাস	কহে	বিরহ	বাধা।
কেবল	মরমে	ঔখদ (৬)	রাধা॥

(১) চিনিতে পারে না। (২) মানুষ। (৩) শ্বাস।
(৪) জীবন। (৫) দিব্য। (৬) ঔষধ।

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য।

বরাড়ী।

বাদিয়ার বেশ ধরি, বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী,
আইলেন ভানুর মহলে (১)।
খুলি হাঁড়ি ঢাকনি, বাহির করয়ে ফণী,
তুলিয়া লইল এক গলে॥
বিষহরি বলি দেয় কর।
শুনিয়া যতেক বালা, দেখিতে আইল খেলা,
খেলাইছে মাল পুরন্দর (২)॥
সাপিনীরে দেয় থোব (৩), সাপিনী বাঢ়য়ে কোব (৪),
দম্ভ করি উঠি ধরে ফণা।
অঙ্গুলী মুড়িয়া যায়, সাপিনী ফিরিয়া চায়,
ছুঁয়ে যায় বাদিয়ার দাপনা॥
খেলা দেখি গোপীগণ, বড় আনন্দিত মন,
কহে "তুমি থাক কোন্ স্থানে"?
"থাকি বনের ভিতরে, নাগদমন (৫) বলে মোরে,
নাম মোর জানে সব জনে॥
বসন মাগিবার তরে, আইনু তোমার ঘরে,
বস্ত্র দেহ আনিয়া আপনি।
ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব, ভাল একখানি পাব,
দেখি দেও শ্রীঅঙ্গের খানি॥"

(১) বৃষভানু রাজার বাড়ীতে। (২) বিষ্ণু।
(৩) থাবা। (৪) কোপ, রাগ। (৫) কালীয় দমন—সাপুড়ে।

"বটের (১) ভিখারী হও, বহু মূল্য নিতে চাও,
নহিলে শোভিত চায় বটে।
বনে থাক সাপ ধর, তেনা (২) পরিধান কর,
সদাই বেড়াও নদীতটে॥"
বেদে কহে ধীরে ধীরে, "তোমার বস্ত্র নিব শিরে,
মনে মোর হবে বড় সুখ।
তোমার সঙ্গ করিতে, অভিলাষ হয় চিতে,
তুমি যদি না বাসহ দুখ॥
"চুপ করে থাক বেদে, যা পাও তা নেও সেধে,
ভরমে ভরমে (৩) যাও ঘরে।"
"চুরি দারি নাহি করি, ভিক্ষা করি পেট ভরি,
আমি ভয় করিব কাহারে?
তোমা লঞা করি ক্রীড়া, তুমি কেন মান পীড়া,
সুখী কর এ দুখিয়া জনে।"
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, বাদিয়া যে এই নয়,
বুঝিয়া দেখহ আপন মনে॥

বালা ধানশী।

গোকুল নগরে, ' ইন্দ্র পূজা করে,
দেখি আইল যত নারী।
নগর ভিতর, মহা কলরব,
নাগর হইল পসারী (৪)॥

(১) কড়ি। (২) ছেঁড়া বস্ত্র। (৩) (এখানে) মানে মানে।
(৪) দোকানী।

দোকান দাকান, মেলিল তখন,
দেখিয়া গাহকীগণ।
কহয়ে পসারী, "বহু দ্রব্য আছে,
যে নিতে চাহে যে ধন॥
মুকুতা প্রবাল, মণিময় হার,
পোতিক মাণিক যত।
বহু দিন মেনে, আনিনু যতনে,
তোমাদের অভিমত॥"
খস্তিক (১) পুতিয়া, মুকুতা ঝুলায়া,
কহয়ে গাহকী আগে।
শুনি গাহকিনী, আসিয়া আপনি,
দোকান নিকটে লাগে॥
সুমধুর বাণী, বলে সে দোকানী,
কিসের লইবে ছড়া।
মুকুতা মাল, লইবে ভাল,
কড়ি যে লাগিবে বাড়া॥
শুনি নারীগণ, বলয়ে বচন,
"গাহকী নহি যে মোরা।"
"কিবা ভাগ্য মেনে, দেখিছি জনমে,
এমন ধন যে তোমা॥"
যুবতী রসাল, নিল এক মাল,
দিল এক সখী গলে।
পরিমাণ হলো (২), আনন্দ বাড়িল,
"কতেক লইবে" বলে॥

---

(১) খন্তা। (২) মাপে ঠিক হইল।

আর এক জনে, সাধ করি মনে,
লইল সোণার সূচ।
লই চলি যায়, বেতন (১) না দেয়,
পসারী ধরিল কুচ॥
ফেরা ফেরি করে, কুচ নাহি ছাড়ে,
কহে "মূল্য দেহ মোর।"
সঘন বদন, করয়ে চুম্বন,
"এমতি কাজ যে তোর॥"
কাড়াকাড়ি ঘন, না মানে বারণ,
অরাজক হলো পারা।
যাহার যে বন, কাটে সেই জন,
রক্ষক হইবে কারা!
রজকী সঙ্গতী, চণ্ডীদাস গতি,
রচিল আনন্দ বটে।
দোকান দাকান, হলো সমাধান (২),
সকল গেল যে লুটে॥

তুড়ি।

কানুর পিরীতি, কুহকের (৩) রীতি,
সকলি মিছাই রঙ্গ।
দড়াদড়ি লৈঞা (৪), গ্রামেতে চড়িয়া,
ফিরয়ে করিয়ে সঙ্গ॥

---

(১) মূল্য। (২) শেষ। (৩) বাজিকরের। (৪) লইয়া।

সই! কানু বড় জানে বাজি।
বাঁশ বংশীধারি, মদন সঙ্গে করি,
ঢোলক ঢালক সাজি॥
মদন ঘুরিয়া, বেড়ায় ফিরিয়া,
যুবতী বাহির করে।
দুইটী গুটিয়া, ফেলাঞা লুফিয়া,
বুকের উপর ধরে॥
ধীরি ধীরি যায়, ভঙ্গী করি চায়,
রঙ্গ দেখে সব লোকে।
দড়ায়ে পায়ে (১), উঠয়ে তাহে,
থাকি থাকি দেই ঝোঁকে॥
মুকুতা প্রবাল উগরে (২) সকল,
আর বহুমূল্য হীরা।
একবার আসি, উগরে রাশি,
নাচিয়া বেড়ায় ফিরা॥
কতক্ষণ বই (৩), বাঁশ হাতে লই,
যুবতী হিয়ায় পাড়ে।
জঙ্ঘে জঙ্ঘ দিয়া, পায়েতে ছান্দিয়া,
বাঁশের উপর চড়ে॥
চড়িয়া উপরে, ঝুলিয়া পড়য়ে,
চুম্বই যুবতী মুখে।
মুখে মুখ দিয়া, পান গুয়া নিয়া,
ঘুরিয়া বেড়ায় সুখে॥

(১) পায়ে দড়ি জড়াইয়া। (২) উদ্গীরণ করে। (৩) পরে।

লোক নহে রাজি, কেমন সে বাজি,
রমণী ভুলাবার তরে।
চণ্ডীদাস কয়, বাজি মিছে নয়,
রঙ্গ কে বুঝিতে পারে॥

কামোদ।

নামিল আসিয়া, বসিল হাসিয়া,
কহয়ে বেতন দেও।
বেতনের কালে, হাত দিয়া গালে,
যুবতী সকলে কয়॥
সই! বাজিকরে নিবে যে কি?
যত কিছু দেই, কিছুই না লয়,
(বলে) আমারে জিজ্ঞাস কি?
মনে এই করি, দেহ কুচ-গিরি,
আর তব মুখ-সুধা।
আর এক হয়, মোর মনে লয়,
তাহা মোরে দেহ জুদা (১)॥
সুন্দরীগণে বুঝিল মনে,
ইহার গ্রাহক তুমি।
ঢিটের ঢিটানি (২), খেতের মিঠানি (৩),
সকলি জানি যে আমি॥
চণ্ডীদাস কয়, তবে কেন নয়,
জানিয়া চতুরপণা।
বুঝিলে না বুঝে, কহিলে না সুঝে,
তাহারে বলি যে কালা॥

---

(১) স্বতন্ত্র, পৃথক। (২) চতুরের চাতুর্য্য। (৩) মিষ্টরস।

ধানশী।

না ভাঙ্গিল মান দেখি চতুর নাগর।
বিশাখারে ডাকি কহে বচন উত্তর॥
শুনহ আমার কথা বিশাখা সুন্দরী।
আমারে সাজায়ে দেহ নবীন এক নারী॥
চূড়া ধড়া তেয়াগিয়া কাঁচলি পরিল।
নাপিতিনী বেশ ধরি নাগর দাঁড়াইল॥
জয় রাধে শ্রীরাধে বলি করিল গমন।
রাইয়ের মন্দিরে আসি দিল দরশন॥
"কি লাগিয়ে ধূলায় পড়ে বিনোদিনী রাই।
হের এস তুয়া পায়ে যাবক (১) পরাই॥"
চরণ মুকুরে শ্যাম নিজ মুখ দেখে।
যাবকের ধারে ধারে নিজ নাম লেখে॥
সচকিত হয়ে ধনী চরণ পানে চায়।
আচম্বিতে শ্যাম অঙ্গের গন্ধ কেন পায়॥
ইঙ্গিতে কহিল তখন বিশাখা সুন্দরী।
নাপিতিনী নহে তোমার নাগর বংশীধারী॥
বাহু পসারিয়া নাগর রাই নিল কোলে।
"আর না করিব মান" চণ্ডীদাসে বলে॥

ধানশী।

ধরি নাপিতিনী বেশ, মহলেতে পরবেশ,
যেখানেতে বসিয়াছে রাই।
হাতে দিয়া দরপণী, খোলে নখ-রঞ্জণী (২),
বোলে বৈস, দেই কামাই॥

(১) আলতা। (২) নরুণ।

বসিলা যে রসবতী নারী।
খুলিল কনক বাটী, আনিয়া জলের ঘটী,
ঢালিলেক সুবাসিত বারি॥
করে নখ-রঞ্জণী, চাঁছয়ে (১) নখের কণি,
শোভিত করিল যেন চাঁদে।
আলসে অবশ-প্রায়, ঘুম লাগে আধ গায়,
হাত দিলা নাপিতিনী কাঁধে॥
নাপিতিনী একে (২) শ্যামা, ননীর পুতলী, ঝামা
বুলাইছে মনের আনন্দে (৩)।
ঘসি ঘসি রাঙ্গা পায়, আলতা লাগায় তায়,
রচয়ে মনের হরষেতে॥
রচয়ে বিচিত্র করি, চরণ হৃদয়ে ধরি,
তলে লিখে আপনার নাম।
কত রস পরকাশি, হাসয়ে ঈষৎ হাসি,
নিরখি নিরখি অবিরাম॥
নাপিতিনী বলে "ধনি, দেখহ চরণ খানি,
ভাল মন্দ করহ বিচার।"
দেখি সুবদনী কহে, "কি নাম লিখিলা উহে,
পরিচয় দেও আপনার॥ (৪)

(১) বিভিন্ন পাঠ "চাঁকয়ে।"
(২) "বরণ একে"—পাঠান্তর। প্রা, কা, সং।
(৩) "আকুতে" পাঠও আছে।
(৪) বিভিন্ন পাঠ।
নাপিতিনী বাণী শুনি, দেখিয়া চরণ খানি,
তলে লেখা দেখে শ্যাম নাম।
তবে বুঝি আপন মনে, চাহে নাপিতিনী পানে,
বলে তুমি কহ আপন নাম॥ প্রা, কা, সং।

নাপিতিনী কহে "ধনি, শ্যাম নাম ধরি আমি,
বসতি যে তোমার নগরে।"
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়, এই নাপিতিনী নয়,
কামাইলা যাও নিজ ঘরে॥

সুহিনী।

নাপিতিনী কহে "শুন লো সই।
অনাথী জনের বেতন কই?
কহ তুমি যাই রাইয়ের কাছে।
বেতন লাগিয়া বসিয়া আছে॥
যদি কহে তবে নিকটে যাই।
যে ধন দেন তা সাক্ষাতে পাই॥"
শুনি সখী কহে রাইয়ের কাছে।
"নাপিতিনী বসি আছয়ে নাছে (১)"॥
রাই কহে "তবে আনহ তায়।
কতেক বেতন আমায় চায়?"
সখী যাই তবে ডাকয়ে "আইস।
আসিয়া রাইয়ের নিকটে বৈস॥"
বসিল দুঃখিনী নাপিতিনী শ্যামা। } (২)
"কহয়ে বেতন দেহ যে রামা॥" }
রাই কহে "কিবা হইবে তোর।"
সে কহে "বেতন নাহিক ওর॥"

---

(১) পশ্চাদ্বার।
(২) আসি নাপিতিনী কহয়ে তায়।
বেতন কেন না দেও আমায়। প, ক, ত।

হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী রাই।
"হেন নাপিতিনী দেখি যে নাই॥
এমতে ধন যে করেছ কত ?".
সে কহে "ভুবনে আছয় যত॥
এক ধন আছে তোমার ঠাঁই।
সে ধন পাইলে ঘরকে যাই॥
হৃদয়ে কনক কলস আছে।
মণিময় হার তাহার কাছে॥
তাহার পরশ রতন দেহ।
দরিদ্র জনারে কিনিয়া লহ॥" (১)
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গৌরী।
"ভাল নাপিতিনী পরাণ চুরি॥
পরশ রতন পাইবা বনে।
এখনে চলহ নিজ ভবনে॥"
চণ্ডীদাস কহে না কর লাজ।
নাপিতিনী নহে রসিক রাজ॥

সুহিনী।

এক দিন মনে রভস (২) কাজ।
মালিনী হইল রসিক রাজ (৩)॥

---

(১) বিভিন্ন পাঠ—
কুচযুগ গিরি মোর মনোনীত।
ইহা দিয়া মোরে করহ প্রীত॥
আর যে বেতন দেহ আমার।
পরশ রতন চাহি তোমার॥ প্রা, কা, সং।

(২) রহস্য। (৩) শ্রীকৃষ্ণ।

ফুলমালা গাঁথি ঝুলায়ে হাতে।
"কে নিবে, কে নিবে" ফুকারে (১) পথে॥
তুরিতে আইলা ভানুর বাড়ী।
রাই কহে "কত লইবে কড়ি?"
মালিনী লইয়া নিভৃতে বসি।
মালা মূল (২) করে ঈষৎ হাসি॥
মালিনী কহয়ে "সাজাই আগে।
পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে॥"
এত কহি মালা পরায় গলে।
বদন চুম্বন করিল ছলে॥
বুঝিয়া নাগরী ধরিলা করে।
"এত টীটপনা (৩) আসিয়া ঘরে?"
নাগর কহয়ে "নহি যে পর।"
চণ্ডীদাস কহে কি কর ডর॥

ভাটিয়ারী।

"গোকুল নগরে, ফিরি ঘরে ঘরে (৪),
বেড়াই চিকিৎসা করি।
যে রোগ যাহার, দেখি একবার,
ভাল যে করিতে পারি॥
শিরে শির শূল, পিরিতির জ্বর,
হয়ে থাকে যে রোগীর।
বচন না চলে, আঁখি নাহি মেলে,
তাহারে পিয়াই নীর॥

---

(১) চিৎকার করে। (২) মূল্য, দাম। (৩) চতুরতা।
(৪) বিভিন্ন পাঠ—"প্রতি ঘরে ঘরে" প, ক, ত।

কেবল একান্ত ধন্বন্তরি।
নাহি জানে বিধি, এমন ঔষধি,
পিয়াইলে যায় জ্বরি (১)॥
ঔষধ খেয়ে, ভাল যে হয়ে,
বট (২) দিও তবে পাছে।"
একজন তথা, শুনিয়া সে কথা,
কহিল রাধার কাছে॥
পরের মুখে, শুনিয়া সুখে,
হরষিত হলো মন।
বলে যে "যাইয়া, আনহ ডাকিয়া,
দেখি সে কেমন জন॥"
এ কথা শুনিয়া, বাহির হইয়া
কহে এক সখী ধাই।
"মোদের ঘরে, রোগী আছে জ্বরে,
দেখ একবার যাই॥"
এই বাড়ী হইতে, আসিছি তুরিতে,
কহে "হেথা থাক বসি।"
সাজ সাজাইতে, চলিল নিভৃতে,
চণ্ডীদাস কহে হাসি॥

(১) জ্বর। (২) কড়ি।

ভাটিয়ারী।

আপন বসন (১) ঘুচায়ে তখন,
লেপয়ে কেশেতে মাটী।
তবল্লক (২) ছাঁদে, বসন পিঁধে,
সঙ্গে চলয়ে হাটি॥
মনোহর ঝুলি কাঁধে।
তাহার ভিতর, শিকড় নিকর (৩),
যতন করিয়া বাঁধে॥
ঘুচাইয়া লাজে, চিকিচ্ছার কাজে,
বসিলা রোগীর কাছে।
ঘুচায়ে বসন, নিরখে বদন,
(বলে) "রোগ যে ইহার আছে॥"
বাম হাত ধরি, অঙ্গুলি মোড়ি,
দেখে ধাতু কিবা বয়।
"পিরিতের জ্বরে (৪), জ্বরেছে ইহারে,
পরাণ রহে কি না রয়॥"
হাসিয়া নাগরী, উঠি অঙ্গ মোড়ি,
"ভাল যে কহিলা বটে।
বল কি খাইলে, হইবে সবলে,
বেয়াধি কেমনে ছুটে॥"
"ঔষধ যে হয়, মনে করি ভয়,
এখনি খাওয়ায়ে যেতেম।

(১) "বরণ"—পাঠান্তর। (২) তকল্লুবী। (৩) রাশি।
(৪) "বিষে"—পাঠান্তর প, ক, ত।

ভাল যে হইত, জ্বর যে যাইত
যদি সে সময় পেতেম॥”
তখন নাগরী, বুঝিলা চাতুরী,
টাট নাগররাজ।
বাশুলী নিকটে, চণ্ডীদাস রটে,
এমন কাহার কাজ॥

বরাড়ী।

দেয়াশিনী বেশ সাজি বিনোদ রায়।
ধীরি ধীরি করি চলে হরষ অন্তর॥
গোকুল নগরে এই শব্দ উঠিল।
এক জন দেয়াশিনী ব্রজেতে আইল॥
তাহারে দেখিবার তরে লোকের গহন।
সব ব্রজবাসী চলে হরষিত মন॥
প্রণমিল দেয়াশিনীর চরণ কমলে।
বয়ান ভাসিল প্রেমে নয়নের জলে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসের মনে আনন্দ বাড়িল।
কোথা হইতে আইলা তুমি এ ব্রজ মণ্ডল॥

শ্রীরাগ।

মথুরা পুরেতে ধাম, কপটে বলয়ে শ্যাম,
আইলাম এই বৃন্দাবনে।
মম মনে বাঞ্ছা এই, সকল তোমারে কই,
শুন শুন বলি তোমা স্থানে॥

দেবী আরাধনা করি, ভিক্ষার লাগিয়া ফিরি,
আর করি তীর্থেতে ভ্রমন।
হই আমি তীর্থবাসী, সদাই আনন্দে ভাসি,
এই সত্য বলিহে বচন॥
জিজ্ঞাসা করিলা যেই, তাহাতে তোমারে কই,
ব্রজমাঝে রব কিছুকাল।
ইহা বলি দেয়াশিনী, চলে পুন একাকিনী,
ঘন ঘন বাজাইয়া গাল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে, আনন্দিত হয়ে মনে,
জিজ্ঞাসিল কোথা ভানুপুর (১)।
দেখিব তাহার ধাম, কপটে বলয়ে শ্যাম,
রস লাগি রসিক চতুর॥

সিন্ধুড়া।

দেয়াশিনী বেশে, মহলে প্রবেশে,
রাধিকা দেখিবার তরে।
সুরক্ত চন্দন, কপালে লেপন,
কুণ্ডল কাণেতে পরে॥
নাগর সাজী বাম করে ধরে।
পিঁধিয়া বিভূতি (২), সাজল মূরতি,
রুদ্রাক্ষ জপয়ে করে॥
কহে "জয় দেবী ব্রজপুর সেবি,
গোকুল রক্ষক নিতি।

(১) বৃষভানু রাজার বাড়ী। (২) ভস্ম।

গোপ গোয়ালিনী, সুভাগ্য দায়িনী,
পূজ দেবী ভগবতী॥”
আশীর্ব্বাদ শুনি, গোপের রমণী,
আইলা দেয়াশিনী কাছে।
জিজ্ঞাসা করয়ে, যত মনে লয়ে,
বোলে “গোপ ভাল আছে॥
সবাকার জয়, শত্রু হবে ক্ষয়,
মনে ভয় না ভাবিবে।
তোমাদের পতি, সুন্দর সুমতি,
সবাকার ভাল হবে॥”
সঙ্গেতে কুটিলা (১), আসিয়া জটিলা (২)
পড়য়ে চরণে ধরি।
“আমার বধূর, পতির মঙ্গল,
বর দেহ কৃপা করি॥”
শুনি দেয়াশিনী, হরষিত বাণী,
জটিলা সমুখে কয়।
“বর যে লইবে, ভালই হইবে,
নিকটে আনিতে হয়॥”
জটিলা যাইয়া, আনিল ধরিয়া,
আপন বধূর (৩) হাতে।
বসিলা হরষে, দেয়াশিনী পাশে,
ঘুচায়া বসন মাথে॥

(১) শ্রীরাধিকার ননদিনী। (২) শ্রীরাধিকার শ্বশ্রূ।
(৩) শ্রীরাধিকার।

দেখি দেয়াশিনী, বলে শুভ বাণী,
“সব সুলক্ষণযুতা (১)।
গন্ধর্ব্ব পাবনী, যশোদা নন্দিনী,
রাধা নাম ভানুসুতা॥”
ধরি ধনীর হাতে, মনের আকুতে (২),
নিরখে বদন তার।
দেখিতে দেখিতে, আনন্দিত চিতে,
মদন কৈল বিকার॥
সাজিটি খুলিয়া, ফুলটি তুলিয়া,
বাঁধেন নাগরী চুলে।
“আনন্দে থাকিবে, সকলি পাইবে,
কলঙ্ক নহিবে কুলে॥”
শুনিয়া সুন্দরী, কহে ধীরি ধীরি,
“এ কথা কহবি মোয়।
আমার হিয়ার, ব্যথাটি ঘুচয়ে,
তবে সে জানি যে তোয়॥
“একটি শপথি, রাখহ যুবতী,
কহিতে বাসি যে ভয়।
পরপতি (৩) সনে, বেঁধেছ পরাণে,
ইহাই দেবতা কয়॥”
হাসিয়া নাগরী, চাহে ফিরি ফিরি,
“দেয়াশিনী ঘর কোথা?”
“আমার ঘর, হয় যে নগর,
কহিব বিরল কথা॥”

---

(১) সুলক্ষণযুক্তা। (২) আগ্রহে। (৩) উপপতি।

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য।

সঙ্কেত বুঝিয়া, নয়ান ফিরিয়া,
তাক করে এক দিঠে।
নিরখি বদন, চিহ্নল তখন,
শ্যাম নাগর টীটে॥
ধীরি ধীরি করি, বসন সম্বরি,
মন্দিরে চলিলা লাজে।
চণ্ডীদাস কয়, সুবুদ্ধি যে হয়,
বেকত করয়ে কাজে॥

সিন্ধুড়া।

নাগর আপনি হৈলা বণিকিনী,
কৌতুক করিয়া মনে।
চুয়া যে চন্দন, আমলকী-বর্ত্তন (১),
যতন করিয়া আনে॥
কেশর, (২) যাবক, কস্তূরী, দ্রাবক,
আনিল বেণার জড়।
সোন্ধা সুকুঙ্কুম, কর্পূর চন্দন,
আনিল মূথা শিকড়॥
থালিতে করিয়া, আনিল ভরিয়া,
উপরে বসন দিয়া।
মিছামিছি করি, ফিরে বাড়ী বাড়ী,
ভানুর দুয়ারে গিয়া॥

---

(১) আমলকীর গুলি। ইহা মাথা ঘসিবার নিমিত্ত অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়।
(২) নাগকেশর (গন্ধদ্রব্য)।

চুবক লইয়ে, ফুকরি কহয়ে,
আইল দাসী যে তবে।
"মোদের মহলে, অসি দেহ" বোলে
"অনেক নিতে যে হবে॥
থালিতে ধরিয়া, আনিল লইয়া,
যেখানে নাগরী বসি।
"চুয়া, সুচন্দন, করহ রচন"
বেণ্যানী মনেতে খুসি॥
"চন্দন চুবক, লইবে কতেক,
জানিতে চাহি যে আমি।"
"সকলি লইব, বেতন সে দিব,
যতেক আনহ তুমি॥"
আমলকী হাতে, দিল যে মাথে,
ঘসিতে লাগিল কেশ।
ঘসিতে ঘসিতে, শ্রম যে হইল,
নাগরী পাইল ক্লেশ॥
সুমধুর বাণী, কহে সে বেণ্যানী,
চুয়া মাখিবার তরে।
চুল যে ঝাড়িয়া, হাত নামাইয়া,
মাথায় হৃদয়পরে॥
পরশে নাগরী, হইলা আগরী,
পড়িলা বেণ্যানী কোরে।
নিন্দ(১) সে আইল, অতি সুখ হইল,
সব শ্রম গেল দূরে॥

(১) নিদ্রা।

বেণ্যানী বলে, "গেল সে বেলে,
যাইতে চাহি যে ঘরে।"
উঠিলা নাগরী, বসন সম্বরি,
"কহে কি লাগিবে মোরে॥"
বট আনিবারে, কহিলা সখীরে,
শুনিয়া নাগর রাজে।
কহে "না লইব, আর ধন নিব,
না কহি তোমারে লাজে॥"
"কহ না কেনে, কি আছে মনে,
শুনিতে চাহি যে আমি।
থাকিলে পাইবে, নতুবা যাইবে,
থির হইয়া কহ তুমি॥"
বেণ্যানী কহয়ে, "হিয়ার ভিতরে,
বড় ধন আছে সেহ (১)।
কৃপা যে করিয়া, বাস উঘারিয়া (২),
সে ধন আমারে দেহ॥"
তখনে নাগরী, বুঝিলা চাতুরী,
হাসিয়া আপন মনে।
"গন্ধের বেতন, হইল এমন,
জীবন যৌবন টানে॥
কর সমাধান (৩), বুঝিলাম কান (৪),
আর না বলিহ মোরে।
এতেক গুণে, মারহ পরাণে,
কেবা শিখাইল তোরে॥

---

(১) সেই। (২) খুলিয়া। (৩) অবধান। (৪) কানু—শ্রীকৃষ্ণ।

পরের নারী, আশয়ে করি,
মরয়ে আপন মনে।
কোথা বা হৈয়াছে, কেবা বা পেয়েছে,
না দেখি যে কোন স্থানে॥"
চণ্ডীদাস কয়, কত ঠাঁই হয়,
যাহাতে যাহাতে বনে (১)।
যৌবন ধনে, কিবা বা মানে,
সুঁপে সে প্রাণে প্রাণে॥

ধানশী।

শুনিয়া মালার কথা রসিক সুজন (২)।
গ্রহ বিপ্র (৩) বেশে যান ভানুর ভবন॥
পাঁজি লয়ে কক্ষে করি ফিরে দ্বারে দ্বারে।
উপনীত রাই পাশে ভানু রাজ পুরে॥
বিশাখা দেখিয়া তবে নিবাস জিজ্ঞাসে।
শ্যামল সুন্দর লহু লহু করি হাসে (৪)॥
বিপ্র কহে ঘর মোর হস্তীনা নগর।
বিদেশে বেড়ায়ে খাই শুন হে উত্তর॥
প্রশ্ন দেখাবার তরে যে ডাকে আমারে।
তাহার বাড়ীতে যাই হরষ অন্তরে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে এই গ্রহাচার্য্য!
প্রশ্নেতে পারগ বড় গণনাতে আর্য্য॥
তোমাদের মনেতে যে আছে যে বলিবে
ইহারে জড়ায়ে ধর উত্তর পাইবে॥

---

(১) যাহার্ সহিত মনের মিল হয়। (২) শ্রীকৃষ্ণ।
(৩) আচার্য্য। (৪) অল্প অল্প হাসে—মুচকিয়া হাসে।

তুড়ি।

একদিন বর, নাগর শেখর,
কদম্ব তরুর তলে।
বৃষভানু সুতে, সখীগণ সাথে,
যাইতে যমুনাজলে॥
রসের শেখর, নাগর চতুর,
উপনীত সেই পথে।
শির পরশিয়া, বচনের ছলে,
সঙ্কেত করল তাতে॥
গোধন চালায়ে, শিশুগণ লয়ে,
গমন করিলা ব্রজে।
নীর ভরি কুম্ভে, সখীগণ সঙ্গে,
রাই আইলা গৃহমাঝে॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে,
শুন লো রাজার ঝিয়ে।
তোমা অনুগত, বঁধুর সঙ্কেত,
না ছাড় আপন হিয়ে॥

ধানশী।

যাইতে জলে, কদম্বতলে,
ছলিতে গোপের নারী।
কালিয়া বরণ, হিরণ পিঁধন,
বাঁকিয়া রহিল ঠারি (১)॥

(১) দাঁড়াইয়া

মোহন মুরলী হাতে।
যে পথে যাইবে, গোপের বালা,
দাঁড়াইল সেই পথে॥
"যাও আন বাটে (১), গেলে এ ঘাটে,
'বড়ই বাধিবে লেঠা।"
সখী কহে "নীতি, এ পথে যাই,
আজি ঠেকাইবে কেটা?"
হয় বোলা বুলি (২), করে ঠেলাঠেলি,
হৈল অরাজক পারা।
চণ্ডীদাস কহে, কালিয়া নাগর,
ছি ছি! লাজে মরি মোরা॥

(১) অন্যপথে। (২) বলা বলি।

প্রেম বৈচিত্ত।

সুহিনী।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আঁখর,
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া, ছানিয়া খাইনু,
তিতায় তিতিল দে (১)॥
সই এ কথা কহন নহে।
হিয়ার ভিতর, বসতি করিয়া,
কখন কি জানি কহে॥
পিয়ার পিরীতি, প্রথম আরতি (২),
তাহার নাহিক শেষ।
পুন নিদারুণ, শমন সমান,
দয়ার নাহিক লেশ॥
কপট পিরীতি, আরতি বাঢ়ায়া,
মরণ অধিক কাজে।

প্রেম বৈচিত্ত লক্ষণ :—

"প্রিয়ের নিকটে বসি প্রেমময়ী ধনী।
প্রেমের বিহ্বলে প্রিয় কোথা মনে গণি॥
চৌদিকে নেহারি কান্দে বিরহ হুতাশে।
প্রেম বৈচিত্ত ইহ হেরি হরি হাসে॥"

ভক্তমাল।

(১) দেহ তিক্ত হইয়া গেল। (২) আশক্তি; অনুরক্তি।

লোক চরচায়, কুলে রক্ষা দায়,
জগত ভরিল লাজে ॥
হইতে হইতে, অধিক হইল,
সহিতে সহিতে মনু।
কহিতে কহিতে, তনু জর জর,
পাগলী হইয়া গেনু ॥
এমতি পিরীতি, না জানি এ রীতি,
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি পরম, দুখময় হয়,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি সুখের, সাগর দেখিয়া,
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া, ফিরিয়া চাহিতে,
লাগিল দুখের বায় (১) ॥
কেবা নিরমিল, প্রেম সরোবর,
নিরমল তার জল।
দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর,
প্রাণ করে টলমল ॥
গুরুজন জ্বালা, জলের শিহালা,
পড়সী জীয়ল মাছে।

(১) হাওয়া।

কুল পানীফল, কাঁটা যে সকল,
সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়,
ছাঁকিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে, কুটুঁ কুটু করে,
সুখে দুখ দিল বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি,
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া, যে করে পিরীতি,
দুখ যায় তার ঠাঞি (১)॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, একটি কমল,
রসের সাগর মাঝে।
প্রেম পরিমল, লুবধ ভ্রমর,
ধায়ল আপন কাজে॥
ভ্রমরা জানয়ে, কমল মাধুরী,
তেঁহ সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে, রসের চাতুরী,
আনে কহে অপযশ॥
সই! একথা বুঝিবে কে?
যে জন জানয়ে, সে যদি না কহে,
কেমনে ধরিবে দে॥ ধ্রু।

(১) স্থান।

ধরম করম, লোক চরচাতে,
এ কথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আখর, যাহার মরমে,
সেই সে বলিতে পারে॥
চণ্ডীদাসে কহে, শুনল সুন্দরি
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের, রসিক নহিলে,
কি ছার পরাণ তার॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মূরতি,
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি না ছাড়ে,
পিরীতি গঢ়ল কে॥
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আঁখর,
না জানি আছিল কোথা।
পিরীতি কণ্টক, হিয়ায় ফুটিল,
পরাণ পুতলী যথা॥
পিরীতি পিরীতি, পিরীতি অনল,
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল, নিবাইল নহে (১),
হিয়ায় রহিল শেল॥

(১) নিবিল না।

চণ্ডীদাস বাণী, শুন বিনোদিনি,
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে,
পিরীতি মিলায় তথা॥

শ্রীরাগ।

সই! পিরীতি আখর তিন।
জনম অবধি, ভাবি নিরবধি,
না জানিয়ে রাতি দিন॥
পিরীতি পিরীতি, সব জনা কহে,
পিরীতি কেমন রীত।
রসের স্বরূপ, পিরীতি মূরতি,
কেবা করে পরতীত (১)॥
পিরীতি মন্তর, জপে যেই জন,
নাহিক তাহার মূল।
বন্ধুর পিরীতি, আপনা বেচিনু,
নিছি (২) দিনু জাতি কুল॥
সে রূপ সায়রে, নয়ন ডুবিল,
সে গুণে বাহিল হিয়া।
সে সব চরিতে, ডুবল যে চিতে,
নিবারিব কিনা দিয়া॥

(১) প্রত্যয়। (২) জলাঞ্জলি।

খাইতে খেয়েছি, শুইতে শুয়েছি,
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডীদাস কহে, ইঙ্গিত পাইলে,
অনল দিয়ে দুয়ারে॥

ধানশী।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
সিরজিল (১) কোন ধাতা।
অবধি জানিতে, সুধাই কাহাতে,
ঘুচাই মনের ব্যথা॥
পিরীতি মূরতি, পিরীতি রতন,
যার চিতে উপজিল।
সে ধনী কতেক, জনমে জনমে,
যজ্ঞ করিয়াছিল (২)॥
সই! পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে, জনমে জনমে,
কি সুখ জানয়ে তারা॥
যে জন যা বিনে, না রহে পরাণে,
সে যে হৈল কুলনাশী।
তবে কেনে তারে, কলঙ্কিনী বলে,
অবোধ গোকুলবাসী॥

(১) সৃজন করিল।
(২) পাঠান্তর—"ভাগ্য করিয়াছিল"। প, ক, ভ।

গোকুল নগরে, কেবা কি না করে,
অবুধ (১) মূঢ় সে লোকে।
চণ্ডীদাসে ভণে, মরুক সে জনে,
পর চরচায় (২) থাকে॥

ধানশী।

সুখের লাগিয়া, পিরীতি করিনু,
শ্যাম বন্ধুয়ার সনে।
পরিণামে এত, দুখ হবে বলে,
কোন্ অভাগিনী জানে॥
সই পিরীতি বিষম মানি।
এত সুখে এত, দুখ হবে বলে,
স্বপনে নাহিক জানি॥
সে হেন (৩) কালিয়া নিঠুর হইল,
কি শেল লাগিল যেন।
দরশন আশে, যেজন ফিরয়ে,
সে এত নিঠুর কেন॥
বলনা কি বুদ্ধি করিব এখন,
ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি,
কি দিলে হইবে ভাল॥
চণ্ডীদাস কহে, শুন বিনোদিনি,
মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের, সরবস (৪) ধন,
শ্যাম সে তোমার প্রাণ॥

(১) নির্ব্বোধ। (২) পরনিন্দায়। (৩) "কে হেন" পাঠও আছে। (৪) সর্ব্বস্ব।

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, রন্ধন করিনু,
জ্বালাতে জ্বলিল সে (১)।
স্বাদু নহিল, জাতি সে গেল,
ব্যঞ্জন খাইবে কে॥
সই! ভোজন বিস্বাদ হৈল।
কানুর পিরীতি, হেন রসবতী,
স্বাদ গন্ধ দূরে গেল॥ ধ্রু।
পিরীতি রসের, নাগর দেখিয়া,
আরতি বাঢ়াইনু তাতে।
তবে সে সজনি, দিবস রজনী,
অনল উঠিল চিতে॥
উঠিতে উঠিতে, অধিক উঠিল,
পিরীতে ডুবিল দেহ।
নিমে সুধা দিয়া, একত্র করিয়া,
ঐ ছন কানুর লেহ (২)॥
চণ্ডীদাস কয়, হিয়ায় সহয়,
সকলি গরল হৈল।
কিছু কিছু সুধা, বিষগুণা আধা,
চিরঞ্জীবী দেহ কৈল॥

---

(১) পাঠান্তর "জ্বালাতে জ্বলিল দে।"
(২) পিরীতি।

শ্রীরাগ।

সুখের পিরীতি, আনন্দ যে রীতি,
দেখিতে সুন্দর হয়।
মধুর পীযুষে (১), মদন সহিতে,
মাখিলে সে রসময়॥
সই! কিবা কারিগর সে।
এমত সংযোগে, করি অনুরাগে,
কেমতে গঠিল দে। ধ্রু॥
তিন তিন গুণে, বান্ধিলেক ঘুণে,
পাঞ্জর ধসিয়া গেল।
যতন করিয়া, অবলা বধিতে,
আনিল এমতি শেল॥
এমত অকাজ, করে কোন রাজ,
বুঝিতে নারিনু মোরা।
কুলের ধরমে, ত্যজিনু মরমে,
এমতি হউক তারা॥
চণ্ডীদাস কয়, মিছা গালি হয়,
না দেখি জনেক লোকে।
আপনা আপনি, বলহ কাহিনী,
আপন মনের সুখে॥

(১) অমৃতে।

শ্রীরাগ।

আপনা খাইনু, সোণা যে কিনিনু,
ভূষণে ভূষিতে দেহ।
সোণা যে নহিল, পিতল হইল,
এমতি কানুর লেহ॥
সই! মদন সোণারে না চিনে সোণা।
সোণা যে বলিয়া, পিতল আনিয়া,
গড়ি দিল যে গহনা। ধ্রু॥
প্রতি অঙ্গুলিতে, ঝলক দেখিতে,
হাসয়ে সকল লোকে।
ধন যে গেল, কাজ না হইল,
শেল রহি গেল বুকে॥
যেন মোর মতি, তেমনি এগতি,
ভাবিয়া দেখিনু চিতে।
খলের কথায়, পাথারে সাঁতারি,
উঠিতে নারিনু ভিতে (১)॥
অভাগিয়া জনে, ভাগ্য নাহি জানে,
না পূরয়ে সব সাধ।
খাইতে নাহিক ঘরে, সাধ বহু করে,
বিহি (২) করে অনুবাদ॥
চণ্ডীদাসে কহে, বাশুলী কৃপায়ে,
আর নিবেদিব কায়।
তবুত পিরীতি, নাহি পায় যদি,
পরাণে মরিয়া যায়॥

---

(১) ধারে, কিনারায়। (২) বিধি।

শ্রীরাগ।

কানুর পিরীতি, চন্দনের রীতি,
ঘষিতে সৌরভ ময়।
ঘষিয়া আনিয়া, হিয়ায় লইতে,
দহন দ্বিগুণ হয়॥
সই! কে বলে পিরীতি হীরা।
সোণায় জড়িয়া হিয়ায় করিতে,
দুখ উপজিলা ফিরা॥ ধ্রু।
পরশ পাথর, বড়ই শীতল,
কহয়ে সকল লোকে।
মুঞি (১) অভাগিনী, লাগিল আগুনি,
পাইনু এতেক দুখে॥
সব কুলবতী, করয়ে পিরীতি,
এমত না হয় কারে।
এ পাড়া পড়সী, ডাকিনী সদৃশী,
এমত না খায় তারে॥
গৃহের গৃহিণী, আর ননদিনী,
বোলয়ে বচন যত।
কহিলে কি যায়, কি করি উপায়,
পরাণে সহিবে কত॥
নান্নুরের মাঠে, গ্রামের হাটে,
বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে, কহে চণ্ডীদাস,
সুখ যে পাইব কোথা॥

(১) আমি।

শ্রীরাগ।

কানুর পিরীতি, মরমে বেয়াধি,
হইল এতেক দিনে।
মৈলে (১) কি ছাড়িবে, সঙ্গে না যাইবে,
কি না করিব বিধানে॥
সই! জীয়ন্তে এমন জ্বালা।
জাতি কুলশীল, সকলি ডুবিল,
ছাড়িলে না ছাড়ে কালা॥ ধ্রু।
শয়নে স্বপনে, না করিয়া মনে,
ধরম গণিয়ে থাকি।
আসিয়া মদন, দেয় কদর্থন (২),
অন্তরে জ্বালায় উকি॥
সরোবর মাঝে, মীন যে থাকয়ে,
উঠে অগ্নি দেখিবারে।
ধীবর কাল, হাতে লই জাল,
ত্বরিতে ঝাপয়ে তারে॥
কানুর পিরীতি, কালের বসতি,
যাহার হিয়ায় থাকে।
খলের খলনে, জারে সেই জনে,
কলঙ্ক ঘোষয়ে লোকে॥
চণ্ডীদাস মন, বাশুলী চরণ,
আদেশে রহুক নারী।
সহিতে সহিতে, কিছু না ভাবিবে,
রহিবে একান্ত করি॥

---

(১) মরিলে। (২) কুৎসিত অর্থকরণ।

ধানশী।

আমরা সরল পিরীতি গরল,
লাগিল অমিয়াময়।
মহানন্দ রতি বিছুরিনু (১) পতি
কলঙ্ক সবাই কয়॥
সই! দৈবে হৈল হেন মতি।
অন্তর জ্বলিল পরাণ পুড়িল,
ঐছন পিরীত রীতি॥ ধ্রু।
মাটি খেদাইয়া (২), খাল বানাইয়া,
উপরে দেওল চাপ।
আহার দিয়া, মারয়ে বান্ধিয়া,
এমন করয়ে পাপ॥
নৌকাতে চড়াঞা (৩), দরিয়াতে (৪) লৈঞা,
ছাড়য়ে অগাধ জলে।
ডুবু ডুবু করি, ডুবিয়া না মরি,
উঠিতে নারি যে কূলে॥
এমতি করিয়া, পরাণে মারিয়া,
চলিল আপন ঘরে।
চণ্ডীদাস কয়, এমতি সে নয়,
তুমি সে ভাবহ তারে॥

(১) ত্যাগ করিলাম। (২) কাটিয়া তুলিয়া।
(৩) চড়াইয়া। (৪) সমুদ্রে।

সুহিনী।

শুন সহচরি না কর চাতুরী,
সহজে দেহ উত্তর।
কি জাতি মূরতি কানুর পিরীতি,
কোথাই তাহার ঘর॥
চলে কি বাহনে, ঠিকে (১) কোন স্থানে,
সৈন্যগণ কেবা সঙ্গে।
কোন অস্ত্র ধরে পারাবার করে,
কেমনে প্রবেশে অঙ্গে॥
পাইয়া সন্ধান, হব সাবধান,
না লব তাহার বা (২)।
নয়নে শ্রবণে, বচনে তেজিব,
সোঙরি (৩) তাহার পা॥
সখী কহে সার দেখি নরাকার,
স্বরূপ কহিবে কে।
অনুরাগ ছুরী বৈসে মনোপরি,
জাতির বাহির সে॥
মন তার বাহন, রক্ষক মদন,
ভাবগণ তার সঙ্গে।
সুজন পাইলে না দেয় ছাড়িয়ে,
পিরীতি অদ্ভুত রঙ্গে॥

(১) থাকে; অবস্থান করে।
(২) হাওয়া।
(৩) স্মরণ করিয়া।

কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে,
ছাড়িতে কি কর আশ।
পিরীতি নগরে বসতি করেছ,
পরেছ পিরীতি বাস ॥

শ্রীরাগ।

বিবিধ কুসুম, যতনে আনিয়া,
গাঁথিনু পিরীতি মালা।
শীতল নহিল, পরিমল গেল,
জ্বালাতে জ্বলিল গলা ॥
সেই মালী কেন হেন হৈল।
মালায় করিয়া, বিষ মিশাইয়া,
হিয়ার মাঝারে দিল ॥
জ্বালায় জ্বলিয়া, উঠিল যে হিয়া,
আপাদ মস্তক চুল।
না শুনি না দেখি, কি করিব, সখি!
আগুণ হইল ফুল ॥
ফুলের উপর, চন্দন লাগল,
সংযোগ হইল ভাল।
দুই এক হৈয়া, পোড়াইল হিয়া,
পাঁজর ধসিয়া গেল ॥
ধসিতে ধসিতে, সকলি ধসিল,
নির্ম্মল হইল দেহ।
চণ্ডীদাসে কয়, কহিলে না হয়,
ঐছন কানুর লেহ ॥

শ্রীরাগ।

ভুবন ছানিয়া, যতন করিয়া,
আনিনু প্রেমের বীজ।
রোপণ করিতে, গাছ সে হইল,
সাধল মরণ নিজ॥
সই! প্রেম তনু কেন হৈল।
হাম অভাগিনী, দিবস রজনী,
সিঁচিতে জনম গেল॥
পিরীতি করিয়া, সুখ যে পাইব,
শুনিনু সখীর মুখে।
অমিয়া বলিয়া, গরল কিনিয়া,
খাইনু আপন সুখে॥
অমিয়া হইত, স্বাদু লাগিত,
হইল গরল ফলে।
কানুর পিরীতি, শেষে হেন রীতি,
জানিনু পুণ্যের বলে॥
যত মনে ছিল, সকলি পূরিল,
আর না চাহিব লেহা।
চণ্ডীদাস কহে, পরশন বিনে,
কেমনে ধরিব দেহা॥

সম্ভোগ মিলন।

ধানশী।

শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি,
উজর (১) সকল বন।
মল্লিকা মালতী, বিকশিত তথি (২),
মাতল ভ্রমরাগণ॥
তরুকুল ডাল, ফুল ভরি ভাল,
সৌরভে পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা, জগমনোলোভা,
ভুলিল নাগর রায়॥
নিধুবনে আছে, রতন বেদিকা,
মণি মাণিক্যেতে বাঁধা।
ফটিকের তরু, শোভিয়াছে চারু,
তাহাতে হীরার ছাঁদা॥
চারিপাশে সাজে, প্রবাল মুকুতা,
গাঁথনি আঁটনি কত।
তাহাতে বেড়িয়া, কুঞ্জ-কুটীর,
নিরমাণ শত শত॥
লেতের পতাকা, উড়িছে উপরে,
কি তার কহিব শোভা।

(১) উজ্জ্বল। (২) তথায়।

অতি রম্য স্থল, দেব অগোচর,
কি কহিব তার আভা॥
মাণিকের ঘটা, কিরণের ছটা,
এমতি মণ্ডপ ঘর।
চণ্ডীদাস বলে, অতি অপরূপ,
নাহিক তাহার পর॥

কামোদ।

রমণী মোহন, বিলসিতে মন,
হইল মরমে পুনি (১)।
গিয়া বৃন্দাবনে, বসিলা যতনে,
রমিতে বরজধনী (২)॥
মধুর মুরলী, পূরে (৩) বনমালী (৪),
রাধা রাধা বলি গান।
একাকী গভীর, বনের ভিতর,
বাজায় কতেক তান॥
অমিয়া নিছনি, বাজিছে সঘন,
মধুর মুরলী গীত।
অবিচল কুল (৫), রমণী সকল,
শুনিয়া হরল চিত॥

(১) পুনঃ। (২) ব্রজাঙ্গনা। (৩) শব্দ করে।
(৪) শ্রীকৃষ্ণ। (৫) রমণী সকল যাহারা কুলভ্রষ্টা নহে।

শ্রবণে যাইয়া, রহল পশিয়া,
বেকতে (১) বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি, ডাকয়ে মুরলী,
যেন ভেল (২) সুখ রাশি॥
আনন্দ অবশ, পুলক মানস,
সুকুমারী ধনী রাধে।
গৃহ কর্ম্ম যত, হৈল বিসরিত (৩),
সকল করিল বাধে॥
রাইয়ের অগ্রেতে, যতেক রমণী,
কহয়ে মধুর বাণী।
ওই ওই শুন, কিবা বাজে তান,
কেমন করিছে প্রাণী॥
সহিতে না পারি, মুরলীর ধ্বনি,
পশিল হিয়ার মাঝে।
বরজ তরুণী, হইল বাউরী,
হরিল কুলের লাজে॥
কেহ পতি সনে, আছিল শয়নে,
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ।
কেহ বা আছিল, সখীর সহিত,
কহিতে রভস (৪) রঙ্গ॥
কেহ বা অছিল, দুগ্ধ আবর্ত্তনে,
চুলাতে রাখি বেসালি।

---

(১) ব্যক্তে—স্ফুট ধ্বনিতে। (২) হইল।
(৩) বিস্মৃত। (৪) রহস্য।

ত্যজি আবর্ত্তন, হই আগুয়ান (১),
ঐছন সে গেল চলি॥
কেহ শিশু লয়ে, কোলেতে করিয়া,
দুগ্ধ করায় পান।
শিশু ফেলি ভূমে, চলি গেল ভ্রমে,
শুনি মুরলীর গান॥
কেহ বা আছিল, শয়ন করিয়া,
নয়নে আছিল নীদ।
যেমন চোরাই, হরণ করিল,
মানসে কাটিল সীঁদ॥ (২)
কেহ বা আছিল, রন্ধন করিতে,
তেমনি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণমুখী হৈয়া, মুরলী শুনিয়া,
সব বিসরিত ভেল॥
সকল রমণী ধাইল অমনি,
কেহ কাহা (৩) নাহি মানে।
যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে,
মিলল শ্যামের সনে॥
ব্রজ নারীগণে দেখিয়া তখন,
হাসিয়া নাগর রায়।
রাস বিলসন, করল রচন,
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

---

(১) অগ্রসর।
(২) মনের ভিতর সীঁদ কাটিয়া চোরে যেন হৃদয় চুরি করিল।
(৩) কাহাকে।

সুহই।

কদম্বের বন হৈতে,
কিবা শব্দ আচম্বিতে (১)
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি,
কি মাধুর্য্য পদাবলী,
কি জানি কেমন করে মনে॥
সখিরে! নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
হাহা কুলাঙ্গনাগণ,
গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ,
যাহে হেন দশা হৈল মোরে॥
শুনিয়া ললিতা কহে,
অন্য কোন শব্দ নহে,
মোহন মুরলী ধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে,
হৈলা তুমি বিমোহনে (২),
রহ নিজ চিতে ধরি থেহ॥ (৩)
রাই কহে কেবা হেন,
মুরলী বাজায় যেন,
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু,
কাঁপাইছে সব তনু,
শীতল করিয়া মোর হিয়া॥

---

(১) আচম্‌কায়, হঠাৎ। (২) বিমোহিত।
(৩) নিজের চিত্ত স্থির করিয়া থাক।

অস্ত্র নহে মন ফুটে,
কাটারিতে যেন কাটে,
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি,
পোড়ায় আমার মতি,
চণ্ডীদাস ভাবি না পায় ওর॥

ললিত।

ক শয়নে, ননদিনী সনে,
শুতিয়া (১) আছিনু, সই!
যে ছিল মরমে, বঁধুর ভরমে,
মরম তাহারে কই॥
নিদের আলসে, বঁধুর ধাধসে (২),
তাহারে করিনু কোরে (৩)।
ননদী উঠিয়া, রুষিয়া (৪) বলিছে,
বঁধুয়া পাইলি কারে॥
এত চীটপনা জানে কোন্ জনা,
বুঝিনু তোহারি রীতি।
কুলবতী হৈয়া, পরপতি লৈয়া,
এমতি করহ নিতি॥
যে শুনি শ্রবণে, পরের বদনে,
নয়ানে দেখিনু তাই।

(১) শুইয়া। (২) বঁধু ভ্রমে অর্থাৎ বঁধু মনে করিয়া।
(৩) কোলে। (৪) রাগ করিয়া।

দাদা ঘরে এলে, করিব গোচর,
ক্ষণেক বিরাজ রাই॥
নিঠুর বচনে, কাঁপিছে পরাণ,
মরিয়া রহিনু লাজে।
ফিরাইয়া আঁখি, গরবেতে থাকি,
সঘনে আমারে যজে (১)॥
এক হাতে সখী, কচালিয়া আঁখি,
নয়ানে দেখি যে আর।
চণ্ডীদাস কয়, কিবা কুল ভয়,
কানুর পিরীতি যার॥

ললিত।

আর এক দিন সখি শুতিয়া আছিনু।
বঁধুয়ার ভরমে ননদী কোরে নিনু (২)॥
বঁধু নাম শুনি সেই উঠিল রুষিয়া।
কহে তোর বঁধু কোথা গেল পলাইয়া?
সতী কুলবতী কুলে জ্বালি দিলি আগি (৩)।
আছিল আমার ভালে তোর বধভাগী॥
শুনিয়া বচন তার অথির (৪) পরাণি।
কাঁপয়ে শরীর, দেখি আঁখির তাজনি (৫)॥
কেমনে এড়াব সখি! তাপিনীর হাঁতে।
বনের হরিণী থাকে কিরাতের (৬) সাতে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি॥

---

(১) তর্জ্জন গর্জ্জন করে। (২) লইলাম। (৩) আগুণ।
(৪) অস্থির। (৫) তর্জ্জন। (৬) ব্যাধের।

বিভাস।

পরাণ বঁধুকে, স্বপনে দেখিনু,
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর, পরশ করিয়া,
ঈষৎ মধুর হাসে॥
পিঙল বরণ, বসন খানি,
মুখানি আমার মুছে।
শিথান হইতে, মাথাটী বাহুতে,
রাখিয়া শুতল কাছে॥
মুখে মুখ দিয়া, সমান হইয়া
বঁধুয়া করল কোলে।
চরণ উপরে, চরণ পসারি,
পরাণ পাইনু বোলে॥
অঙ্গ পরিমল, সুগন্ধি চন্দন,
কুঙ্কুম কস্তূরী পারা।
পরশ করিতে, রস উপজিল,
জাগিয়া হইনু হারা॥
কপোত পাখীরে, চকিতে বাঁটুল,
বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি হইলে,
আর কি পরাণ রয়॥

গান্ধার।

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে, বসিয়া ছিলাম রঙ্গে,
হেন কালে পাপ ননদিনী।

দেখিয়া আমাকে, তার কাছে ডাকে,
"আইসহ (১) শ্যাম সোহাগিনী॥"
রাধা বিনোদিনি! তোমারে বলিতে কি?
চাই দুই তিন কথা, যে কথা তোমার,
বড়ই শুনিয়াছি॥
তুমি কোন দিনে, যমুনা সিনানে,
গিয়াছিলা নাকি একা?
শ্যামের সহিতে, কদম্ব তলাতে,
হৈয়াছিল নাকি দেখা?
সেই দিন হৈতে, সেইত পথেতে,
করে নাকি আনাগোনা (২)?
রাধা রাধা বলি, বাজায় মুরলী,
তাহে হৈল জানা শুনা॥
যে দিন দেখিব, আপন নয়নে,
তা সঞে (৩) কহিতে কথা।
কেশ ছিঁড়ি বেশ, দূরে তেয়াগিব,
ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা॥
একি পরমাদ, দেয় পরিবাদ,
এছার পাড়ার লোকে।
পর চরচায় (৪), যে থাকে সদায়,
সাপে খাক্ তার বুকে॥
গোকুল নগরে, গোপের মাঝারে,
এত দিন বসি মোরা।

---

(১) আইস। (২) যাতায়াত। (৩) সঙ্গে। (৪) চর্চ্চায়।

কভু না জানিনু, কভু না শুনিনু,
শ্যাম কাল কি গোরা॥
বড়ুয়ার ঝিয়ারী, বড় নাম ধরি,
তাহে বড়ুয়ার বৌ।
নিরমল কুলে, এ কথা যে তোলে,
সেই নারী গরল খাউ (১)॥
চিত দড় করি, থাকলো সুন্দরি,
যেন কভু নাহি টলে।
কাহার কথায়, কার কিবা হয়,
বড়ু চণ্ডীদাস বলে॥

সুহই।

এক দিন যাইতে ননদিনী সনে।
শ্যাম বন্ধুর কথা পড়ি গেল মনে॥
ভাবে ভরল মন চলিতে না পারি।
অবশ হইল তনু, কাঁপে থর হরি॥
কি করিব সখি সে হইল বড় দায়।
ঠেকিনু বিপাকে আর না দেখি উপায়॥
ননদী বোলয়ে হেঁলো কি না তোর হইল?
চণ্ডীদাস বলে উহার কপালে যা ছিল॥

(১) খাউক।

শ্রীরাগ।

আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই।
যে হয়, তাহার চিতে স্বতন্তরী (১) নই॥
তাহার গলার, ফুলের মালা,
আমার গলায় দিল।
তার মত, মোরে করি,
সে মোর মত হৈল॥
তুমি সে আমার, প্রাণের অধিক,
তেঞি (২) সে তোমারে কহি।
এ যে কাজ, কহিতে লাজ,
আপন মনেই রহি॥
তাহার প্রেমের, বশ হৈয়া,
যে কহে তাহাই করি।
চণ্ডীদাস, কহয়ে ভাষ,
বালাই লইয়া মরি॥

সিন্ধুড়া।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ, কোরে দূর মানি (৩)॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা (৪)*।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥

(১) ছাড়া, বিচ্ছিন্না। (২) তাই।
(৩) চক্ষের নিমিষ পড়িলে যুগ বলিয়া মনে করে এবং এমন কি কোলে করিয়াও দূর মনে করে।
(৪) হাওয়া, বাতাস।

এক তনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই (১)।
সুখের সাগরে ডুবি, অবধি না পাই॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়॥
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে ধনি সব পরমাণ (২)॥ *

সিন্ধুড়া। (৩)

"আমি যাই যাই" বলি বোলে তিন বোল।
কত না চুম্বন দেই, কত দেই কোল॥
পদ আধ যায় পিয়া, চায় পালটিয়া। (৪)
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া॥
করে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে।
পুনঃ দরশন লাগি কত চাটু (৫) বোলে॥
নিগূঢ় পিরীতি পিয়ার আরতি বহু।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ার মাঝারে রহু॥

মল্লার।

এ ঘোর রজনী মেঘের ছটা,
কেমনে আইল বাটে (৬)।
আঙ্গিয়ার মাঝে, বঁধুয়া ভিজিছে (৭),
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥

---

(১) কাটাই। (২) প্রামাণ্য।
* পদসমুদ্র গ্রন্থে জ্ঞানদাসের ভণিতাযুক্ত দৃষ্ট হয়।
(৩) কৌরাগিণী:—প, ক, ত।
(৪) পিয়া এক পা আধ পা যায় এবং ফিরিয়া ফিরিয়া চায়।
(৫) প্রিয় বাক্য। (৬) পথে।
(৭) পাঠান্তর—"আঙ্গিনার কোণে, তিতিছে বঁধুয়া"।—প্রা, কা, সং।

সই! কি আর বলিব তোরে।
বহু পুণ্য ফলে, সে হেন বঁধুয়া,
আসিয়া মিলল মোরে॥
ঘরে গুরুজন, ননদী দারুণ (১),
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি, সঙ্কেত করিয়া,
কত না যাতনা দিনু॥
বঁধুর পিরীতি, আরতি দেখিয়া,
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া,
আনল ভেজাই ঘরে॥ (২)
আপনার দুঃখ সুখ করি মানে,
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে, বঁধুর পিরীতি (৩),
শুনিয়া জগৎ সুখী॥

বিভাস।

শ্যামলা বিমলা, মঙ্গলা অবলা (৪),
আইল রাইয়ের পাশে।
যদি স্বতন্তরে, তথাপি রাধারে,
পরাণ অধিক বাসে॥

---

(১) বিভিন্নপাঠ—"নহি স্বতন্তরী, গুরুজন ডরে"।—প্রা, কা, সং।
(২) ঘরে আগুণ দিই।
(৩) পাঠান্তর—"শ্যামের পিরীতি"।—প্রা, কা, সং।
(৪) রাধার সখীগণ।

দেখি সুবদনী, উঠিলা অমনি,
মিলিল গলায় ধরি।
কত না যতনে, রতন আসনে,
বসায় আদর করি॥
রাই মুখ দেখি, হৈয়া মহাসুখী,
কহয়ে কৌতুক কথা।
রজনী-বিলাস, শুনিতে উল্লাস,
অমিয় (১) অধিক গাথা॥
হাস পরিহাসে, রসের আবেশে,
মগন হইলা রাধা।
চণ্ডীদাস বাণী, নিশির কাহিনী,
শুনিতে লাগয়ে সাধা (২)॥

বিভাস।

একলি মন্দিরে, আছিলা সুন্দরী,
কোরহি শ্যামর চন্দ (৩)।
তবহুঁ (৪) তাহার, পরশ না ভেল,
এ বড়ি (৫) মরম ধন্ধ॥
সজনী পাওল পিরীতি ওর (৬)।
শ্যাম সুন্দর, পিরীতি শেখর,
কঠিন হৃদয় তোর॥

(১) অমৃত। (২) সাধ। (৩) কোলে শ্যামচাঁদ
(৪) তথাপি। (৫) বড়। (৬) সীমা।

কস্তূরী চন্দন, অঙ্গের ভূষণ,
দেখিতে অধিক জোরি।
বিবিধ কুসুমে, বাঁধিল কবরী,
শিথিল না ভেল তোরি॥
এমন কমল, বিমল মধুর,
না ভেল পুলক সাজ।
হেরইতে বলি, কবরী হেরলী (১),
বুঝি না করলি কাজ॥
কিয়ে ঋতুপতি, বসতি বিষয়,
তেজিয়া, দেয়লি ভঙ্গ।
চণ্ডীদাস কহে, এ দোষ কাহার,
দৈবে সে না ভেল সঙ্গ॥

সওয়ারি।

নিতই (২) নূতন, পিরীতি দুজন,
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়।
ঠাঞি (৩) নাহি পায়, তথাপি বাড়ায়,
পরিণামে নাহি খায়॥
সখি হে! অদ্ভুত দুহুঁ প্রেম।
এত দিন ঠাঞি, অবধি না পাই,
ইথে কি কষিল হেম॥
উপমার গণ, সব কৈল আন,
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।

(১) দেখিলি। (২) নিত্য। (৩) স্থান।

এ কি অপরূপ, তাহার স্বরূপ,
সবারে করিল অন্ধ ॥
চণ্ডীদাস কহে, দুহুঁ সম নহে,
এখানে সে বিপরীত।
এ তিনভুবনে, হেন কোন জনে,
শুনি না দরবে (১) চিত ॥

সুহই।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনি আপনি ॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥
জল বিনু মীন জনু কবহুঁ (২) না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥
ভানু কমল বলি, সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রহে ॥
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥
কুসুমে মধুপ কহি, সে নহে তুল (৩)।
না আইলে ভ্রমর, আপনি না যায় ফুল ॥
কি ছার চকোর চাঁদ, দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে ॥

(১) দ্রবীভূত। (২) কখনও। (৩) তুলনা।

সুহই।

একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা॥
অকথন বেয়াধি এ, কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম, ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায়॥
পুছয়ে (১) কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥
চণ্ডীদাস কহে কাঁদ কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তোর হৃদয়ে জাগিয়া॥

(১) জিজ্ঞাসা করে।

কুঞ্জভঙ্গ।

কামোদ।

পদউধ (১) কাক, কোকিলের ডাক,
জানাইল রজনী শেষ (২)।
তুরিতে নাগরী, গেলা নিজ ঘরে,
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ॥
অবশ আলিসে, ঠেসনা বালিসে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
বসন ভূষণ, হৈয়াছে বদল,
তখন উঠিয়া দেখি॥
ঘরে মোর বাদী, শাশুড়ী ননদী
মিছা তোলে পরিবাদ।
জানিলে এখন, হইবে কেমন,
বড় দেখি পরমাদ॥ (৩)
চণ্ডীদাস কহে, শুনলো সুন্দরি,
তুমি সে বড়ুয়ার বহু (৪)।
শ্যামের মোহন, গুণের (৫) কারণ,
লখিতে নারিবে কেহু (৬)॥

---

(১) দৈয়াল। (২) পাঠান্তর—"জাগিয়া যামিনী শেষ।" প, ক, ত।

(৩) পাঠান্তর—"কানুর পিরীতি, কি জানি হইল,
বড় দেখি পরমাদ॥" প্রা, কা, সং।

(৪) বধূ। (৫) পাঠান্তর—"মায়ার।" প্রা, কা, সং।

(৬) বিভিন্ন পাঠ—"রাখিতে না পারে কেহু॥" প, ক, ত।

ধানশী।

প্রভাতকালের কাক, কোকিল ডাকিল
দেখিয়া রজনী শেষ।
উঠিয়া নাগর, তুরিত গেল যে,
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ॥
সই তোরে সে বলিয়ে কথা।
সে বঁধু কালিয়া, না গেল বলিয়া,
মরমে রহল ব্যথা॥
রহিয়া আলিসে ঠেসনা বালিসে,
ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি।
বসনে বসনে বদল হৈয়াছে,
এখন উঠিয়া দেখি॥
ঘরে মোর বাদী, শ্বাশুড়ী ননদী,
মিছা করে পরিবাদ।
ইহাতে এমন, করিব কেমন,
কি হইল পরমাদ॥
চণ্ডীদাস কহে, মনের আহ্লাদে,
শুনহে রসিক জন।
সদা জ্বালা যার, তবে সে তাহার,
মিলয়ে পিরীতি ধন॥

সিন্ধুড়া।

আজুকার নিশি, নিকুঞ্জে আসি,
করিল বিবিধ রাস।
রসের সাগরে, ডুবাইল মোরে,
বিহানে চলিল বাস॥
শুনহে সুবল সখা।
সে হেন সুন্দরী, গুণের আগরি, (১)
পুন কি পাইব দেখা?
মদনে আগুলি, গলে গলে মিলি,
চুম্বন করল যত।
কেশ বেশ যদি, বিথার (২) হইল,
তাহা বা কহিব কত?
অশেষ বিশেষ, বচন কহিয়া,
আবেশে লইয়া কোরে।
অঙ্গের পরশে, হিয়া ডুবাইল,
কেমনে পাসরি তারে?
চণ্ডীদাস কহে, শুনহে নাগর!
এ বড় লাগল ধন্ধ।
সে রাধা রমণী, রস শিরোমণি,
তোমারে করল বন্ধ॥

(১) আগার—ডালি। (২) বিস্তার—বিস্তৃত।

রসোদ্গার।

ধানশী।

রজনী বিলাস কহয়ে রাই।
সব সখীগণ বদন চাই॥
আঁখি ঢুলু ঢুলু অলস ভরে।
ঢুলিয়ে পড়িল সখীর কোরে॥
নয়নের জলে ভাসয়ে মুখ।
দেখি সখী কহে, কহনা দুঃখ॥
ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে কাঁদয়ে রাধা।
কহে চণ্ডীদাস নাগর ধান্দা॥

সিন্ধুড়া।

রাই, আজু কেন হেন দেখি।
আঁখি ঢুলু ঢুলু, ঘুমেতে আকুল,
জাগিয়াছ বুঝি নিশি॥
রসের ভরেতে, অঙ্গ নাহি ধরে,
বসন পড়িছে খসি।
স্বরূপ করিয়া, কহনা আমারে,
মনের মরম সখি॥
এক কহিতে, আন কহিতেছে,
বচন হইয়া হারা।

রসিয়ার (১) সনে, কিবা রস রঙ্গে,
সঙ্গ হয়েছে পারা॥
ঘন ঘন তুমি, মুড়িতেছ অঙ্গ,
সঘনে নিশ্বাস ছাড়।
স্বরূপ করিয়া, কহনা কহসি,
কপট কেন বা কর॥
ভালের সিন্দূর, আধেক আছয়ে,
নয়নে আধ কাজল।
চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া, এমন করিয়া,
কেবা নিল এ সকল॥
চণ্ডীদাসে কয়, যেবা সেই হয়,
ভালে ভুলাইলে কাজ।
সঙ্গের সঙ্গিনী, বঞ্চিতে নারিবে,
কিবা কর আর লাজ॥ *

ধানশী।

ঐছন শুনইতে, মুগধ রমণী।
সখীগণ ইঙ্গিতে, অবনত বয়নী॥
লাজে বচন নাহি করে পরকাশ।
সখীগণে কহইতে, প্রিয়তম ভাষ॥
কহইতে না কহসি, রজনীকো কাজ।
আমার শপথি তোয়ে যদি কর লাজ॥

---

(১) রসিকের।

* পদকল্পতরুতে কৃষ্ণপ্রসাদের ভণিতাযুক্ত দৃষ্ট হয় বস্তুতঃ তাহা নহে। পদসমুদ্র গ্রন্থে চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে। পদসমুদ্র ১৬০৫।

পহিল (১) সমাগমে, হইল যত সুখ।
পুনহি মিলনে পাওব কত সুখ॥
ঐছন বচন শুনি, কহে মৃদু ভাষি।
চণ্ডীদাস ইহ রস পরকাশী॥ *

সুহই।

কহে সুবদনী, শুন গো সজনি,
দুঃখ কি বলিব আর।
কি করি এখন, জুড়াই জীবন,
বদন দেখিব তার॥
তাহার আরতি (২) কিবা দিবা রাতি,
ভুলিতে নাহিক পারি।
মনে হলে মুখ, ফাটে মোর বুক,
গুমরে গুমরে মরি॥
সহেনাক আর, করি অভিসার (৩)
আজি হই বলরাম।
যশোদা মন্দিরে, যাইব সত্বরে,
ভেটিব (৪) নাগর কান॥
শুনিয়া ললিতা, হাসি কহে কথা,
বলাই সাজিলে পরে।
চণ্ডীদাস ভণে, যশোদা যতনে
সঁপিবে তোমার করে॥

(১) প্রথম। (২) আশক্তি; আদর। * পদসমুদ্র ১৬০৬।
(৩) নায়ক সহবাসার্থ সঙ্কেত স্থানে গমন। (৪) সাক্ষাৎ করিব।

বিভাস।

প্রথম পহর নিশি, সুস্বপন রাশি। ধ্রু।
সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিয়া কদম্ব তলে, সে কানু করিছে কোলে,
চুম্ব দিছে বদন কমলে॥
অঙ্গে দেই চন্দন, বলে মধুর বচন,
আরে বাঁশী বায় (১) সুমধুরে।
চাহিলেন সুরতি (২), না দিনু যে পাপমতি,
দেখিনু কানু দোয়জ (৩) পহরে॥
তৃতীয় পহর নিশে, শ্যামের কোলেতে বসি,
নেহারনু সে চাঁদ বদনে।
ঈষৎ হাসন করি, প্রাণ মোর নিল হরি,
বেয়াকুলি হইনু মদনে॥
চতুর্থ পহরে কান, করিল অধর পান,
মোরে ভেল রতি অশোয়াসে।
দারুণ কোকিল নাদে, ভাঙ্গিল মোহর নিদে,
রহ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

(১) বাজে। (২) রতিক্রীড়া। (৩) দ্বিতীয়।

অনুরাগ।—সখী সম্বোধনে।

ধানশী।

ভাদরে (১) দেখিনু নটচাঁদে (২)।
সেই হৈতে উঠে মোর কানু পরিবাদে
এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে।
স্বামী ছায়াতে মারে বাড়ী।
তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাশুড়ী॥
ননদিনী দেখয়ে চোকের বালী।
শ্যাম নাগর! তোমায় পাড়ে গালি॥
এ দুঃখে পাঁজর হৈল কাল।
ভাবিয়া দেখিনু এবে মরণ সে ভাল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে পুনঃ কয়।
পরের বচনে কি আপন পর হয়?

(১) ভাদ্রে। (২) নষ্টচন্দ্রে।

সিন্ধুড়া।

যখন পিরীতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা,
আপনি করিতা মোর বেশ।
আঁখির আড় নাহি কর, হিয়ার উপরে ধর,
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥ (১)
একে হাম পরাধিনী, তাহে কুল কামনী,
ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এত পরমাদে প্রাণ, না যায় তবুত আন,
আর কত কহিব বিশেষ॥
ননদী বিষের কাঁটা, বিষ মাখা দেয় খোঁটা,
তাহে তুমি এত নিদারুণ।
কবি চণ্ডীদাস কয়, কিবা তুমি কর ভয়,
বন্ধু তোর নহে অকরুণ॥

ধানশী।

যখন নাগর, পিরীতি করিলা,
সুখের না ছিল ওর।
সোতের সেঁওলা, ভাসাইয়া কালা,
কাটিলা প্রেমের ডোর॥
মুগ্ধিত অবলা, অখলা হৃদয়,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, চিত্রেতে লিখিয়া,
বিশাখা দেখালে আনি॥

---

(১) এখন তোমার সম্বাদ পাওয়া যায় না।

পিরীতি মূরতি, কোথা তার স্থিতি,
বিবরণ কহ মোরে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
এত পরমাদ করে॥
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
ভুবনে আনিল কে?
অমৃত বলিয়া, গরল ভক্ষিণু,
বিষেতে জ্বারিল দে॥
নদীর উপরে, জলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপর, রসিকের বসতি,
পিরীতি না জানে কেউ॥
চণ্ডীদাস কয়, দুই এক হয়,
ভাবে সে পিরীতি রয়।
(নতু) খলের পিরীতি, তুষের আনল,
ধিকি ধিকি যেন রয়॥

পঠমঞ্জরী।

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ রায়!
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায় (১)॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি॥
গুরু জন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে (২) হিয়া॥

(১) দীপ্তি পায়। (২) দ্রব হয়। "দড়বড়ে" পাঠও আছে।

পুলকে পূরয়ে (১) অঙ্গ, আঁখে ঝরে জল।
তাহা নেহারিয়ে (২) আমি হইয়ে বিকল (৩)॥
নিশি দিশি বন্ধু তোমায় পাসরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি॥

সুহই।

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥
কোন বিধি সিরজিল সোতের সেঁওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয়॥

তুড়ি।

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই॥

(২) দেখিয়া। (৩) বিহ্বল, কাতর।

অণুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে (১) সকলে।
নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে॥ (২)
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ?
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখিব চাঁদ মুখ?
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুক।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ॥
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবার চায়?
চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না যুয়ায়॥

সুহই।

হেদে হে বিনোদ রায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলা পিরীতের দায়॥
ভাবিতে গণিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ।
জগ ভরি কলঙ্ক রহিল চির দিন॥ (৩)
তোমার সনে প্রেম করি কি কাজ করিনু।
মৈলাম লাজে মিছা কাজে দগদগি হৈনু॥
না জানি অন্তরে মোর হৈল কিবা ব্যথা।
একে মরি নানা দুঃখে আর নানা কথা॥ (৪)
শয়নে স্বপনে বন্ধু, সদা করি ভয়।
কাহার অধীন যেন তোমার প্রেম নয়॥

(১) গঞ্জনা দেয়। (২) নিশ্চয় জানিও আমি বিষ খাইব।

বিভিন্ন পাঠ—

(৩) "জগভরি কলঙ্ক রহিল এই চিন।" প, ক; ত। জগ—জগৎ।

(৪) "একে মরি মনোদুঃখে আর নানা কথা।" প, ক, ত।

ঘায়ে না মরিয়ে বন্ধু মরি মিছা দায়।
চণ্ডীদাস কহে কার কথায় কিবা যায়॥

শ্রীরাগ।

সকলি আমার দোষ, হে বন্ধু,
সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি, কৈরাছি পিরীতি,
কাহারে করিব রোষ॥
সুধার সমুদ্র সমুখে দেখিয়া
আইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে, গরল হইবে,
পাইব এতেক দুখে॥
সো যদি জানিতাম, (১) অলপ ইঙ্গিতে,
তবে কি এমন করি।
জাতি কুল শীল, মজিল সকল,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি॥
অনেক আশার, ভরসা মরুক,
দেখিতে করয়ে সাধ।
প্রথম পিরীতি, তাহার নাহিক
বিভাগের আধের আধ॥
যাহার লাগিয়া, যে জন মরয়ে,
সেই যদি করে আনে।
চণ্ডীদাস কহে এমনি পিরীতি,
করয়ে সুজন সনে॥

(১) পাঠান্তর—"মো যদি জানিতাম।" প, ক, ত।

কামোদ।

বন্ধু কহিলে বাসিবে মনে দুখ।
যতেক রমণী ধনী, বৈঠয়ে জগত মাঝে,
না জানি দেখয়ে তুয়া মুখ.॥
লোক মুখে জানিনু, লখি (১) আগে না দেখিনু,
আমারে কুমতি দিল বিধি।
না বুঝিয়া করে কাজ, তার মুণ্ডে পড়ে বাজ,
দুঃখ রহে জনম অবধি॥
কেন হেন বেশ ধর, পরের পরাণ হর,
স্ত্রী বধেতে ভয় নাহি কর?
গগন ইন্দু আনিয়া, করে করে দর্শাইয়া,
এবে কেন এমতি আচর?
পিরীতি পরশে যার, হিয়া নাহি দরবয়ে,
সে কেনে পিরীতি করে সাধ?
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, মোর মনে হেন লয়,
ভাঙ্গিলে গড়িতে পরমাদ॥

ভাটিয়ারি।

তুমি ত নাগর, রসের সাগর,
যেমত ভ্রমর রীত।
আমি ত দুঃখিনী, কুল কলঙ্কিনী,
হইনু করিয়া প্রীত॥

(১) লক্ষ করিয়া

গুরু জন ঘরে, গঞ্জয়ে আমারে,
তোমারে কহিব কত।
বিষম বেদন, কহিলে কি যায়,
পরাণ সহিছে যত॥
অনেক সাধের, পিরীতি বন্ধু হে,
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে, পরাণে মরিব,
এমনি সে মনে লয়॥
চণ্ডীদাস কহে, পিরীতি বিষম,
শুনহ বড়ুয়ার বহু।
পিরীতি বিষদ (১) হইলে বিপদ,
এমত না হউ কেহু॥

(১) বিষদাতা

অনুরাগ।—সখী সম্বোধনে।

তুড়ি।

কানড় কুসুম জিনি, কালিয়া বরণ খানি,
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
ছাড়িয়া সকল কাজ, জাতি কুল শীল লাজ,
মরিবে কালিয়া অনুরাগে॥
সই! আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ন কোণে, না চাহিও তার পানে,
কালিয়া বরণ যার দেখ॥
পিরীতি আরতি মনে, যে করে কালিয়া সনে,
কখন তাহার নহে ভাল।
কালিয়া ভূষণ কালা (১), মনেতে গাঁথিয়া মালা,
জপিয়া জপিয়া প্রাণ গেল॥ (২)
নিশি দিশি অনুক্ষণ, প্রাণ করে উচাটন,
বিরহ অনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয়, পরিণামে কিবা হয়,
কি মোহিনী জানে কালা কানু॥
দারুণ মুরলী স্বর, না মানে আপন পর,
মরমে ভেদিয়া যায় থাকে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, তনু মন তার নয়,
যোগিনী হইবে সেই পাকে॥

---

(১) পাঠান্তর—"কালিয়া রভস কালা"। প, ক, ত।
(২) পাঠান্তর—"জাগিয়া জপিয়া প্রাণ গেল। ঐ।

শ্রীরাগ।

সজনি লো সই!
ক্ষণেক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই॥
শ্যামের বাঁশিটি, দুপুরে ডাকাতি,
সরবস হরি লৈল। (১)
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি,
কেন বা এমতি কৈল॥
খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে,
বধির করিল বাঁশী।
সব পরিহরি, করিল বাউরী,
মানয়ে যেমন দাসী॥
কুলের করম, ধৈরজ ধরম,
সরম মরম ফাঁসী।
চণ্ডীদাসে ভণে, এই সে কারণে,
কানুর সরবস বাঁশী॥

সুহই।

বিষম বাঁশীর কথা কহন না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয় (২)॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে
পিয়াসে হরিণ যেন পড়য়ে শঙ্কটে॥

(১) সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইল। (২) করে।

হারে সই শুনি যবে বাঁশীর নিশান।
গৃহকাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান॥
সতী ভুলে নিজপতি মুনি ভুলে মৌন।
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা॥

ধানশী।

কুলের বৈরী, হইল মুরলী,
করিল সকল নাশে।
মদন কিরাতি (১), মধুর যুবতী,
ধরিতে আইল দেশে॥
সই জীবন মন নেয় বাঁশী।
পিরীতি আটা, ননদী কাঁটা,
পড়সি হইল ফাঁসি॥
বৃন্দাবন মাঝে, বেড়ায় সাজে,
ধরিতে যুবতী জনা।
যমুনার কূলে, গাছের তলে,
বসিয়া করিল থানা॥
এক পাশ হৈয়া, থাকি লুকাইয়া,
দেখি যে বসিল পাখী।
ধীরে ধীরে যাই, তাহা পানে চাই,
আনলা চালায় দেখি॥

---

(১) মদন ব্যাধ।

গাছের ডালে, বসিয়া ভালে,
তাক করে এক দিঠে।
জড়াল আটা, লাগায় কাঁটা,
লাগিল পাখীর পীঠে॥
পড়িয়া ভুঁমেতে, ধর-ফড়াইতে,
কিরাতে ধরিল পাখে।
পাখে পাখা দিয়া, বাঁধিল টানিয়া,
ঝুলিতে ভরিয়া রাখে॥
চণ্ডীদাস কয়, মহাজন হয়,
কিনিয়া লয় সে পাখী।
ছাড়িয়া দেয়, পাখায় ধোয়ায়,
তবে সে এড়ান দেখি॥

তুড়ি।

মুরলীর স্বরে, রহিবে কি ঘরে,
গোকুল যুবতীগণে ?
আকুল হইয়া, বাহির হইবে,
না চাবে কুলের পানে॥
কি রঙ্গ লীলা, মিলায় শিলা,
শুনিলে সে ধ্বনি কাণে। (১)
যমুনা পবন, স্থগিত গমন (২),
ভুবন মোহিত গানে॥

---

(১) পাঠান্তর—"শুনিতে সুন্দর কাণে"। প, ক, ত।
(২) পাঠান্তর—"থাকিত গগন"। প, ক, ত।
"চৌদিকে গগন"। প্রা, কা, সং।

আনন্দ উদয়, শুধু সুধাময়,
ভেদিয়া অন্তর টানে।
মরমে জ্বালা, জীয়ে কি অবলা,
হানয়ে (১) মদন বাণে॥
কুলবতী কুল, করে নিরমূল,
নিষেধ নাহিক মানে।
চণ্ডীদাস ভণে, রাখিও মরমে,
কি মোহিনী কালা জানে॥

ধানশী।

কালা গরলের জ্বালা, আর তাহে অবলা,
তাহে মুঞি কুলের বৌহারী (২)।
অন্তরে মরম ব্যথা কাহারে কহিব কথা (৩),
গুপতে গুমরি মরি মরি॥
সখিহে বংশী দংশিল মোর কাণে।
ডাকিয়া চেতন হরে, পরাণ না রহে ধড়ে,
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে॥
মুরলী সরল হয়ে, বাঁকার মুখেতে রয়ে,
শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, সঙ্গ দোষে কিনা হয়,
রাহু মুখে শশী মসি লাভ॥

(১) হানে। (২) বধূ।
(৩) পাঠান্তর—"না শুনে ধরম কথা।" প্রা, কা, সং।

ধানশী।

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহ-কাজে।
নিশি দিশি কাঁদি, কিন্তু হাসি লোক লাজে॥
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল, প্রাণ নিল বাঁশী॥
হাঁরে সখি কি দারুণ বাঁশী।
যাচিয়া যৌবন দিয়া হনু শ্যামের দাসী!
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়া জাল।
সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল॥
অন্তরে অসার (১) বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর সুধা উগারে গরল॥
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তারি লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও॥ (২)
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বংশী কি করিবে।
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে॥ (৩)

(১) পাঠান্তর—"কঠিন"। প্রা, কা, সং।

(২) পাঠান্তর—

"যে না দেশে বাঁশীর ঘর সেই দেশে যাব।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব॥" } প্রা, কা, সং।

(৩) পাঠান্তর—

দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে বংশী যে কি করে।
আপন করম দোষ, দোষ দিবে কারে॥" } প্রা, কা, সং।

সিন্ধুড়া।

তোমরা মোরে, ডাকিয়া সুধাও না,
প্রাণ আন চান বাসি।
কেবা নাহি, করে প্রেম
আমি হইলাম দোষী॥
গোকুল নগরে, কেবা কি না করে,
তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী,
কানু কলঙ্কিনী রাধা॥
বাহির হইতে, লোক চরচায়,
বিষ মিশাইল ঘরে।
পিরীতি করিয়া, জগতের বৈরী,
আপনা বলিব কারে॥
তোমরা পরাণের, ব্যথিত আছিলা,
জীবন মরণে সঙ্গ।
অনেক দোষের, দোষিণী হইলে,
কে ছাড়ে আপন সঙ্গ॥
নন্দের নন্দন, গোকুল কানাই,
সবাই আপনা বলে।
সোপুন ইছিয়া (১), নিছিয়া লইনু,
অনাদি জনম কালে॥
রাধা বলি আর, ডাকি না সুধাও,
এখনি এখানে মৈলে।

---

(১) ইচ্ছা করিয়া।

চণ্ডীদাস কহে, সকলি পাইবা,
বঁধুয়া আপন হৈলে॥

সিন্ধুড়া।

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে॥
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে দেশে ভরমিব (১) যোগিনী হইয়া॥
কাল মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু গুণ যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু-অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে লেপিব॥
চণ্ডীদাস কহে কেন হইলা উদাস।
মরণের সাথি যেই, সে কি ছাড়ে পাশ!

তুড়ি।

আগুনি (২) জ্বালিয়া, মরিব পুড়িয়া,
কত নিবারিব মন।
গরল ভখিয়া মো (৩) পুনি মরিব,
নতুবা লউক সমন॥
সই! জ্বালহ অনল চিতা!
সীমন্তিনী (৪) লইয়া, কেশ সাজাইয়া,
সিন্দুর দেহ যে সীঁথায়॥ ধ্রু।

---

(১) ভ্রমিব। (২) আগুন। (৩) আমি। (৪) সধবা স্ত্রী।

তনু তেয়াগিয়া, সিদ্ধ যে হইব,
সাধিব মনের যত।
মরিলে সে পতি, আসিবে সংহতি,
আমারে সেবিবে কত ॥
তখন জানিবে, বিরহ বেদনা
পরের লাগিয়া যত।
তাপিত হইলে, তাপ যে জানয়ে,
তাপ হয় যে কত ॥
বিরহ বেদন, না জানে আপন,
দরদের (১) দরদী নয়।
চণ্ডীদাস ভণে, পর দরদের,
দরদী হইলে হয় ॥

ধানশী।

সই না কহ ও সব কথা।
কালার পিরীতি, যাহার লাগিল,
জনম হইতে ব্যথা ॥
কালিন্দীর (২) জল, নয়ানে না হেরি,
বয়ানে (৩) না বলি কালা।
তথাপি সে কালা, অন্তরে জাগয়ে, (৪)
কালা হৈল জপমালা ॥
বঁধুর লাগিয়া, যোগিনী হইব,
কুণ্ডল পরিব কাণে।

---

(১) ব্যথার। (২) যমুনার। (৩) বদনে।
(৪) পাঠান্তর।—"অন্তর না ছাড়ে।" প্রা, কা, সং।

সবার আগে, বিদায় হইয়া, (১)
যাইব গহন বনে॥
গুরু পরিজন, বলে কুবচন,
না যাব লোকের পাড়া।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি,
জাতি কুলশীল ছাড়া॥

সুহই।

কাস জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়ন স্বপনে॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়ানে না পরি॥
আলো সই মুঞি শুনিলাম নিদান।
বিনোদ বঁধুয়া বিনে না রহে পরাণ॥
মনের দুখের কথা মনে সে রহিল।
ফুটিল সে শ্যাম শেল বাহির নহিল॥
চণ্ডীদাস কহে রূপ শেলের সমান।
নাহি বাহিরায় (২) শেল দগধে পরাণ॥

বড়ারী।

কাল কুসুম করে, পরশ না করি ডরে,
এবড় মনের মনো ব্যথা।

---

(১) পাঠান্তর—"কহিয়া বলিয়া।" প্রা, কা, সং।
(২) বাহির হয়।

যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঁই,
কাণাকাণি শুনি এই কথা ॥ (১)
সই! লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম, জলদে না হেরি গো,
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ ॥ (২)
যমুনা সিনানে যাই, আঁখি মেলি নাহি চাই,
তরুয়া কদম্ব তলা পানে।
যথা তথা বসে থাকি, বাঁশীটি শুনিয়ে যদি,
দুটি হাত দিয়া থাকি কাণে ॥
চণ্ডীদাস ইথে কহে, সদাই অন্তর দহে,
পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতে দেখিতে হরে, তনু মন চুরি করে,
না চিনি যে কালা কিংবা গোরা ॥

তুড়ি।

পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না যায় গো।
না দেখি তাহার রূপ মনে কেন টানে গো ॥
খাইতে বসি যদি খাইতে কেন নারি গো।
কেশ পানে চাহি যদি নয়ান কেন ঝুরে গো ॥
বসন পরিয়া থাকি চাহি বসন পানে গো।
সমুখে তাহার রূপ সদা মনে ঝাপে গো ॥

---

(১) পাঠান্তর—"সদাই শুনিতে পাই, কাণে কাণে কহে তুয়া কথা।"
প্রা, কা, সং।

(২) শ্রীকৃষ্ণের রূপ মেঘের মত সেই জন্য লজ্জায় আমি মেঘের দিকে তাকাই না। কাজরও আর পরি না, কেন না কাজর দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মনে পড়ে।

ঘরে মোর সাধ নাই কোথা আমি যাব গো।
না জানি তাহার সঙ্গ কোথা গেলে পাব গো॥
চণ্ডীদাস কহে মন নিবারিয়া থাক গো।
সে জনা তোমার চিতে সদা লাগি আছে গো॥ *

সুহই।

এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি ছুটে॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল। (১)
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥ (২)
যথা তথা যাই আমি যতদূর পাই।
চাঁদমুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই॥
সে হেন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥ (৩)
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক॥

(১) পাঠান্তর—গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত জন"। প্রা, কা, সং।
(২) পাঠান্তর—"ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় সুজন"। ঐ
(৩) বিভিন্ন পাঠ—
"সে হেন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গিবে।
অবলা রাধার বধ তাহারে লাগিবে॥" ঐ

* লীলাসমুদ্র।

শ্রীরাগ।

কানু পরিবাদ, মনে ছিল সাধ,
সফল করিল বিধি।
কুজন বচনে, ছাড়িতে নারিব,
সে হেন গুণের নিধি॥
বঁধুর পিরীতি, শেলের ঘা,
পহিলে (১) সহিল বুকে।
দেখিতে দেখিতে, ব্যথাটী বাড়িল,
এ দুখ কহিব কাকে॥
অন্য ব্যথা নয়, বোধে শোধে যায়,
হিয়ার মাঝারে থুয়া।
কোন কুলবতী, কুল মজাইয়া,
কেমনে রৈয়াছে শুয়া ? (২)
সকল ফুলে, ভ্রমরা বুলে,
কি তার আপন পর।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি,
কেবল দুঃখের ঘর॥

ধানশী।

সখিরে! মনের বেদনা, কাহারে কহিব,
কেবা যাবে পরতীত।
কানুর পিরীতে, ঝুরি দিবা রাতে,
সদাই চমকে চিত॥

---

(১) (হিন্দী) প্রথমে। (২) কেমনে শুইয়া রহিয়াছে।

কুল তেয়াগিনু, ভরম (১) ছাড়িনু,
লইনু কলঙ্কের ডালা।
যে জন যে বল, আমারে বল,
ছাড়িতে নারিব কালা॥ (২)
সে ডালি মাথায় করি, দেশে দেশে ফিরি,
মাগিয়া খাইব যবে।
সতী চরচার, কুলের বিচার,
তবে সে আমার যাবে॥
চণ্ডীদাস কয়, কলঙ্কে কি ভয়,
যে জন পিরীতি করে।
পিরীতি লাগিয়া, মরে সে ঝুরিয়া,
কি তার আপন পরে॥

ধানশী।

আগো সই কে জানে এমন রীত।
শ্যাম বঁধুর সনে, পিরীতি করিয়া,
কেবা যাবে পরতীত॥
খাইতে পিরীতি, শুইতে পিরীতি,
পিরীতি স্বপনে দেখি।

(১) পাঠান্তর—"ধরম"। প্রা, কা, সং।
(২) বিভিন্ন পাঠ—
সই ছাড়িতে নারিব কালা।
কুল তেয়াগিনু, ভরম ছাড়িনু,
লইনু কলঙ্কের ডালা॥ লী, স।

পিরীতি লহরে, আকুল হইয়া,
পরাণ পিরীতি সাক্ষী॥
পিরীতি আঁখর, জপি নিরন্তর,
এক পণ তার মূল।
শ্যাম বন্ধুর সনে, পিরীতি করিয়া,
নিছিয়া (১) দিলাম কুল॥
চণ্ডীদাস কয়, অসীম পিরীতি,
কহিতে কহিব কত।
আদর করিয়া, যতেক রাখিবে,
পিরীতি পাইবা তত॥

তুড়ি।

আমার মনের কথা শুন গো সজনি।
শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥
কিবা গুণে কিবা রূপে মোর মন বান্ধে।
মুখেতে না স্বরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে॥
চিতের অনল কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ [illegible] কি বলিব॥
চণ্ডীদাস বলে প্রে[illegible]টিলতা রীত।
কুল ধর্ম্ম লোক লজ্জা নাহি মানে চিত॥

(১) জলাঞ্জলী।

ধানশী।

জাতি জীবন ধন কালা।
তোমরা আমারে, যে বল সে বল,
কালিয়া গলার মালা॥
সই! ছাড়িতে যদি বল তারে।
অন্তর সহিত, সে প্রেম জড়িত,
কে তারে ছাড়িতে পারে॥
যেদিন যেখানে, যে সব পিরীতি
লীলা করয়ে কানু।
সঙ্গের সঙ্গিনী, হৈয়া রহিনু,
শুনিতাম মধুর বেণু (১)॥
এত রূপে নহে, হিয়া পরতীত,
যাইতাম কদম্বের তলা।
চণ্ডীদাস কহে, এত প্রাণে সহে,
বচন বিষের জ্বালা॥

সিন্ধুড়া।

বলে বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন।
ছাড়িতে নারিব মুই শ্যাম চিকণ ধন॥
সে রূপ লাবণ্য মোর হৃদয়ে লাগি আছে।
হিয়া হৈতে পাঁজর কাটী লইয়া যায় পাছে॥
সই অই ভয় মনে বড় বাসি।
অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবানিশি॥

---

(১) বাঁশী।

অলস আইসে, নিদ যদি আইসে ইথে।
শয়ন করিয়া থাকি ভুজ দিয়া মাথে॥
এমত পিয়ারে মোর ছাড়িতে লোকে বলে।
তোমরা বলিবে যদি খাইব গরলে॥
কালা রূপের নিছনি (১) নিছিয়া (২) দিনু কুলে।
এত দিনে বিহি মোহে (৩) হৈল অনুকূলে॥
পূরুক মনের সাধ, ধরম যাউক দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাল ভাবিয়াছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥

দাস পাড়িয়া।

দূর দূর কলঙ্কিনী বলে সব লোকে গো।
না জানি কাহার ধন নিলাম আমি গো॥
কার সনে না কহি কথা থাকি ভয় করি গো।
তবুত দারুণ লোকে কহে সেই কথা গো॥
তার সনে মোর দেখা নাই, রটে মিছা কথা গো।
দেখা হইলে কইত যদি তার বোলে সইত গো॥
মিছা কথা কহিয়া পরের মন ভারি করে গো।
পর কুচ্ছা (৪) অধর্ম্ম বিনা কেমন করে রহে গো॥
চণ্ডীদাস কয় লোকে মিছা কথা কয় গো।
হয় কি না হয় মনে আপনি বুঝে দেখ গো॥ *

(১) বালাই; ছবি। (২) জলাঞ্জলী। (৩) বিধি মোরে।
(৪) পর কুৎসা। * লীলা সমুদ্র।

তুড়ি।

সুজন কুজন, যে জন না জানে,
তাহারে বলিব কি?
অন্তর বেদনা, যে জন জানয়ে,
পরাণ কাটিয়া দি॥
সই কহিতে যে বাসি ডর।
যাহার লাগিয়া, সব তেয়াগিনু,
সে কেন বাসয়ে পর॥
কানুর পিরীতি, বলিতে বলিতে,
পাঁজর ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খ বণিকের, করাত যেমতি,
আসিতে যাইতে কাটে॥
সোণার গাগরি, যেন বিষভরি,
দুধেতে পূরিয়া মুখ।
বিচার করিয়া, যে জন না খায়,
পরিণামে পায় দুঃখ॥
চণ্ডীদাসে কয়, শুনহ সুন্দরি,
এ কথা বুঝিবে পাছে।
শ্যাম বন্ধু সনে, করিয়া পিরীতি,
কেবা কোথা ভাল আছে? *

পিয়ার পিরীতি লাগি যোগিনী হৈনু।
তবুত দারুণ চিতে সোয়াস্তি না পানু॥

* পদসমুদ্র।

কি হইল কলঙ্ক রঙ্গ শুনি যথা তথা।
কেন বা পিরীতি কৈনু খাইয়া আপন মাথা ॥
না বল, না বল সই সে কানুর গুণ।
হাতের কালি গালে দিলাম মাখিলাম চূণ ॥
আর না করিব পাপ পিরীতির লেহা।
পোড়া করি সমান করিনু নিজ দেহা ॥
বিধিরে কি দিব দোষ করম আপনা।
সুজনে করিনু প্রেম হইল কুজনা ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে না কর ভাবনা।
সুজনে সুজন মিলে, কুজনে কুজনা ॥ *

তুড়ি।

এক জ্বালা গুরু জন (১) আর জ্বালা কানু।
জ্বালাতে জ্বলিল দে (২) সারা হৈল তনু ॥
কোথায় যাইব সই (৩) কি হবে উপায় ?
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায় ॥
কাহারে কহিব কেবা যাবে পরতীত।
মরণ অধিক হৈল কানুর পিরীত ॥
জারিলেক তনু মন কি করে ঔষধে।
জগত ভরিল কালা কানু পরিবাদে ॥
লোক মাঝে ঠাঁই নাই অপযশ দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

---

(১) বিভিন্ন পাঠ—"এক জ্বালা ঘরে হৈল"। প, ক, ত।
(২) দেহ। পাঠান্তর—"প্রাণ"। প্রা, কা, সং।
(৩) পাঠান্তর—"কোথা যাব কি করিব"। ঐ
* পদসমুদ্র।

সিন্ধুড়া।

এ দেশে বসতি নৈল (১) যাব কোন্ দেশে।
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তারে পাব কিসে ?
বল না উপায় সই বল না উপায়।
জনম অবধি দুখ রহল হিয়ায়॥
তিতা কৈল দেহ মোর ননদী বচনে (২)।
কত না সহিব জ্বালা এ পাপ পরাণে (৩)॥
বিষ খায়া দেহ যাবে রব রবে দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

সিন্ধুড়া।

সই! একি সহে পরাণে।
কি বোল বলিয়া, গেল ননদিনী,
শুনিলা আপন কাণে॥
পরের কথায়, এত কথা কহে,
ইহাতে করিব কি ?
কানু পরিবাদে, ভুবন ভরিল,
বৃথায় জীবনে জী॥ (৪)
কানুরে পাইত, এ সব কহিত,
তবে বা সে বোলে ভাল ?
মিছা পরিবাদে, বাদিনী হইয়া,
জর জর প্রাণ হৈল॥

---

(১) পাঠান্তর—"নাহি"। প্রা, কা, সং।
(২) পাঠান্তর—"ননদীর বোলে"। প, ক, ত।
(৩) পাঠান্তর—"শাশুড়ীর বোলে"। ঐ।
(৪) বৃথা বাঁচিয়া আছি।

কে আছে বুঝায়া, শ্যামেরে কহিয়া,
এ দুখে করিবে পার ?
চণ্ডীদাস কহ, ধৈর্য্য ধরি রহ,
কে কিবা করিবে কার ?

শ্রীরাগ।

পর পুরুষে, যৌবন সঁপিলে,
আশা না পূরয়ে তায়।
আপন পতি, বিছুরিলে কতি,
দ্বিগুণ সুখ সে পায় ?
সই ! বিধি করিল এমত রীতি !
কুলবতী হইয়া, পতি তেয়াগিয়া,
পর পতি সনে প্রীতি॥
পড়সী সকল এবে সে জানিল,
দুকুল ভাসিল জলে।
পিরীতি করিতে, আসিবে চটাই,
দুই কুল ফাক্ হলে॥
দুদিকে ভাসিতে, উঠু ডুবু করিতে,
কিনারা হইল দেখি।
মহাজন ঘরে, চোরে চুরি করে,
পড়সী দেয় সে সাখী॥
তলাস করিয়া, বেড়ায় ফিরিয়া,
ধনের না পায় লেশ।
মনে যে বুঝিয়া, দেখিনু ভাবিয়া,
তাহারি কপাল দোষ॥

এমন তাকতি, কানুর পিরীতি,
হরি'নিল মোর মন।
আপন পর যে, দূষিল সব,
তেজিল গৃহ গুরু জন॥
রাখ চিহ্ন পায়, চণ্ডীদাস হিয়ায়,
দোসর বোধিক জনা।
সকলি পাইবে, কুশলে রহিবে,
আসিবে নন্দনন্দনা॥ *

সিন্ধুড়া।

গোকুল নগরে, আমার বন্ধুরে,
সবাই ভাল বাসে।
হাম অভাগিনী, আপন বলিলে,
দারুণ লোকেতে হাসে॥
সই! কি জানি কি হইল মোরে।
আপন বলিয়া, দুকুল চাহিয়া,
না দেখি দোসর পরে॥
কুলের কামিনী, হম্ অভাগিনী,
নহিল দোসর জনা।
রসিক নাগর, গুরু জনা বৈরী
এ বড় মুরখপণা॥
বিধির বিধান, এমন করল,
বুঝিনু করম দোষে।
আগে পাছে বুঝি, না কৈলে সমঝি,
কহে চণ্ডীদাসে॥ †

* পদসমুদ্র। † পদসমুদ্র।

গান্ধার।

পিরীতি লাগিয়া হম্ সব তেয়াগিনু।
তবুত শ্যামের সঙ্গে গোঙা'তে নারিনু॥
বিধিরে কি দিব দোষ আপন করম।
কি খেনে করিনু প্রেম না জানি মরম॥
ঘরে পরে বাহিরে কুলটা বলি খ্যাতি।
কানু সঙ্গে প্রেম করি না পোহা'ল রাতি॥
চল চল আর দেখি ওঝা বাড়ী যাও।
কালকুট বিষ আনি হাতে তুলি দাও॥
পিরীতি মরতে করি যে বা করে আশ।
পিরীতি লাগিয়া মরে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥ *

পঠ মঞ্জরী।

নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।
বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী॥
বিনি ছলে ছলয়ে, সদাই ধরে চুলি।
হেন মনে করে জলে প্রবেশিয়া মরি॥
সতী সাধে দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার (১)।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
পোড়া(২)লোক না জানে পিরীতি বোলে কারে।
তুমি যদি বল, সমাধান দেই ঘরে॥

(১) প্রকার। (২) পাঠান্তর—"পাড়ার" প, ক, ত এবং লী স

* পদসমুদ্র।

চণ্ডীদাস বলে শুন আমার যুকতি।
অধিক জ্বালা যার তার অধিক পিরীতি॥

সিন্ধুড়া।

তাহারে বুঝাই সই! পেলে তার লাগি।
ননদী-বচনে যেন বুকে উঠে আগি (১)॥
কাহারে না কহি কথা রহি দুখে ভাসি।
ননদী দ্বিগুণ বাদী এ পোড়া পড়সি॥
কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা।
কার সনে কব আর কালা কানুর কথা?
যত দূরে যায় মন তত দূরে যাব।
পিরীতি পরাণভাগী কোথা গেলে পাব॥
তাহারে কহিব দুখ বিনয় করিয়া।
চণ্ডীদাসে কহে তবে জুড়াইবে হিয়া॥

শ্রীরাগ।

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণধন,
এ দুটি নয়ান-তারা।
হিয়ার মাঝারে, পরাণ পুতলি,
নিমিখে নিমিখ হারা॥
তোরা কুলবতী, ভজ নিজ পতি,
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিলাম, শ্যাম বঁধু বিনে,
আর কেহ মোর নয়॥

(১) আগুন।

কি আর বুঝাও, ধরম করম,
মন স্বতন্তরী (১) নয়।
কুলবতী হইয়া, পিরীতি আরতি,
আর কার জানি হয়॥
যে মোর করম, কপালে আছিলা,
বিধি মিলাওল তায়।
তোরা কুলবতী, ভজ নিজ পতি,
থাক ঘরে কুল লই॥
গুরু দুরজন, বলে কুবচন,
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে, এ তনু বেচিনু,
তিল তুলসী দিয়া॥
পড়সি দুর্জ্জন, বলে কুবচন,
না যাব সে লোক পাড়া।
চণ্ডীদাসে কয়, কানুর পিরীতি,
জাতি কুল শীল ছাড়া॥

ধানশী।

কে আছে বুঝিয়া শুঝিয়া বলিবে,
আমার পিয়ার পাশে (২)?
গোপত (৩) পিরীতি না করে বেকতি,
শুনিয়া লোকেতে হাসে॥
গোপত বলিয়া, কেন বা বলিলে,
এমত করিল কেনে।

---

(১) স্বতন্ত্র। (২) নিকটে। (৩) গুপ্ত—গোপনীয়।

এমত ব্যাভার, না বুঝি তাহার,
পিরীতি যাহার সনে॥
সই! এমতি কেন না হৈল।
পরের নারী, মনে যে হরি,
নিচয় ছাড়িয়া গেল॥
মোরা অভাগিনী, দিবস রজনী,
সোঙরি সোঙরি মরি।
কুলের কলঙ্ক, করিনু সালঙ্ক (১),
তবু যে না পানু হরি॥
পুরুষ পরশ, হইল দুরস,
বিছুরিলে আপন রীতি।
জনম অবধি, না পাই সোয়াতি (২),
কাঁদিয়া মরি যে নিতি॥
চণ্ডীদাস কয়, সুজন যে হয়,
এমতি না করে সে।
তাহার পিরীতি, পাষাণে লেখতি (৩),
মুছিলেও নাহি ঘুচে॥

ধানশী।

সই! কেমনে ধরিব হিয়া?
আমার বঁধুয়া, আন বাড়ী যায়,
আমার আঙ্গিনা দিয়া!
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে?

---

(১) অলঙ্কার। (২) সোয়াস্তি। (৩) লিখিত।

আমার অন্তর, যেমন করিছে,
তেমতি হউক সে॥
যাহার লাগিয়া, সব তেয়াগিনু,
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণ নিধি, ছাড়িঁয়া পিরীতি,
আর জানি কার হয়?
আপনা আপনি, মন বুঝাইতে,
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণ, হরণ করিলে,
কাহার পরাণে সয়?
যুবতী হইয়া, শ্যাম ভাঙাইয়া,
এমতি করিল কে?
আমার পরাণ, যে মতি করিছে,
সে মতি হউক সে॥
কহে চণ্ডীদাস, করহ বিশ্বাস,
যে শুনি উত্তম মুখে।
কেবা কোথা ভাল, আছয়ে সুন্দরী;
দিয়া পরমনে দুখে॥

গান্ধার।

দেখিব যে দিনে, আপন নয়নে,
কহিতে তা সনে কথা।
বেশ দূর করিব, কেশ ঘুচাইব,
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥

সই! কেমনে ধরিব হিয়া।
এত সাধের বন্ধুয়া আমার,
দেখিলে না চায় ফিরিয়া॥
সে হেন কালিয়া, যা বিনেক হিয়া,
এমতি করিলে কে।
হৃদি সীদতি (১), আমার যে মতি,
তেমতি পুড়ুক সে॥
কহে চণ্ডীদাস, কেন কর ত্রাশ,
সে ধন তোমারি বটে।
তার মুখে ছাই দিয়া সে কানাই,
আসিবে তোমা নিকটে॥

ধানশী।

সই! তাহারে বলিব কি?
যেমতি করিয়া, শপথি করিল,
বৃথায় জীবন জী॥
ধরম গুণে, ভয় না মানে,
এমন ডাকাতি সেহ।
বুঝিলাম মনে, ডাকাতিয়া সনে,
ঘুচিল ভাল যে দেহ॥
বিনি যে পরখি (২), রূপ যে দরখি (৩),
ভুলিনু পরের বোলে।
পিরীতি করিয়া, কলঙ্ক হইল,
ডুবিনু অগাধ জলে॥

---

(১) হৃদয় শিহরিতেছে। (২) পরীক্ষা কথার অপভাষ। (৩) নিরখিয়া।

গুরুর গঞ্জন, সহি সদাতন (১),
না জানিনু সেই রসে।
অমিঞা হইয়া, গরল হইল
এমতি বুঝিলাম শেষে ॥
আগে যদি জানিতুঁ (২), সতর্কে থাকিতুঁ (৩),
এমত না করিতুঁ (৪) মনে।
সে হেন পিরীতি, হবে বিপরীতি,
এমন মনে কে জানে ॥
চণ্ডীদাস কহ, ধৈর্য্য ধরি রহ,
কাহারে না কহ কথা।
কথা যে কহিবে, যথা সে যাইবে,
মনেতে পাইবে ব্যথা ॥

ধানশী।

পিরীতি পসার, লইয়া ব্যভার,
দেখি যে জগৎ ময়।
যতেক নাগরী, কুলের কুমারী,
কলঙ্কী আমারে কয় ॥
সই! জানি কি হইবে মোর?
সে শ্যাম নাগর, গুণের সাগর,
কেমনে বাসিব পর?

(১) সর্ব্বদা। (২) জানিতাম।
(৩) থাকিতাম। (৪) করিতাম।

সে গুণ সোঙরিতে, যাহা করে চিতে,
তাহা বা কহিব কত।
গুরু জনা কুলে, ডুবাইয়া মূলে
তাহাতে হইব রত॥
থাকিলে যে দেশে, আমারে হাসে
কহিতে না পারি কথা।
অযোগ্য লোকে, তত দেয় শোকে
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥
কহে চণ্ডীদাস, বাশুলীর পাশ,
এমন যদি হয় মনোরীত।
যার সনে হয়, পিরীতি করয়,
কহিলে সে হয় পরতীত॥

শ্রীরাগ।

সই! মরম কহিএ তোকে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
কভু না আনিব মুখে॥
পিরীতি মূরতি, কভু না হেরিব
এ দুটি নয়ান কোণে।
পিরীতি বলিয়া, নাম শুনইতে,
মুদিয়া রহিব কাণে॥
পিরীতি নগরে বসতি তেজিয়া,
থাকিব গহন বনে।
পিরীতি বলিয়া. এ তিন আখর,
যেন না পড়য়ে মনে॥

পিরীতি পাবক (১), পরশ করিয়া
পুড়িছি এ নিশি দিবা।
পিরীতি বিচ্ছেদ, সহনে না যায়,
কহে চণ্ডীদাস কিবা॥

ধানশী।

শুন শুন সই! কহি তোরে।
পিরীতি করিয়া কি হৈল মোরে॥
পিরীতি পাবক কে জানে এত। সদাই পুড়িছে সহিব কত॥
পিরীতি দুরন্ত কে বলে ভাল। ভাবিতে পাঁজর হইল কাল॥
অবিরত বহে নয়ানে নীর। নিলাজ পরাণে না বান্ধে থির॥ (২)
দোষর ধাতা পিরীতি হইল। সেই বিধি মোরে এতেক কৈল॥
চণ্ডীদাস কহে সে ভাল বিধি। এই অনুরাগে সকল সিধি (৩)॥

শ্রীরাগ।

ও সই! আর না বলিহ মোরে।
পিরীতি বলিয়া, দারুণ আখর,
বলিতে নয়ন ঝুরে॥
পিরীতি আরতি, কভু না স্মরিব,
শয়ন স্বপন মনে।
পিরিতি নগরে, বসতি তেজিব,
রহিব গহন বনে॥

(১) আগুন। (২) নিলাজ প্রাণ স্থির হয় না।
(৩) সিদ্ধি।

পিরীতি অবশ, পরাণ লাগিয়া,
তেজিব নিকুঞ্জ বাস।
পিরীতি বেয়াধি, ছাড়িলে না ছাড়ে
ভালে (১) জানে চণ্ডীদাস॥

পঠমঞ্জরী।

কি বুকে দারুণ ব্যথা!
সে দেশে যাইব, যে দেশে না শুনি,
পাপ পিরীতির কথা॥
সই! কে বলে পিরীতি ভাল?
হাসিতে হাসিতে, পিরীতি করিয়া,
কাঁদিতে জনম গেল॥
কুলবতী হৈয়া, কুলে দাঁড়াইয়া,
যে ধনী (২) পিরীতি করে।
তুষের অনল, যেন সাজাইয়া,
এমতি পুড়িয়া মরে॥
হাম অভাগিনী, এ দুখে দুখিনী,
প্রেমে ছল ছল আঁখি। (৩)
চণ্ডীদাস কহে, য়েমতি হইল,
পরাণে সংশয় দেখি॥ (৪)

---

(১) ভাল।

(২) পাঠান্তর—"জন"। প্রা, কা, সং।

(৩) পাঠান্তর—"সদাই ঝরয়ে আঁখি।" পদকল্পলতিকা।

(৪) পাঠান্তর—চণ্ডীদাস কহে, যে দুখ উঠিল,
জীবন সংশয় দেখি॥ ঐ।

সিন্দুড়া।

এ দেশে না রব সই দূর দেশে যাব।
এ পাপ পিরীতির কথা শুনিতে না পাব॥
না দেখিব নয়নে পিরীতি করে যে।
এমতি বিষম চিতা জ্বালি দিবে সে॥
পিরীতি আখর তিন না দেখি নয়ানে।
যে কহে তাহারে আর না হেরি বয়ানে॥
পিরীতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি।
চণ্ডীদাসে কহে রামি ইহার গুরু তুমি॥

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু,
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল॥
সখি! কি মোর কপালে (১) লেখি!
শীতল বলিয়া, চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু, (২),
পড়িনু অগাধ জলে
লছমী চাহিতে, (৩) দারিদ্র বেঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে॥

(১) পাঠান্তর—"করমে।" প্রা, কা, সং।
(২) পাঠান্তর—"উচল হইতে, নিচলে চাপিয়া।" ঐ।
(৩) পাঠান্তর—"সেবিতে।" ঐ

নগর বসালেম, সাগর বাঁধিলাম,
মাণিক পাবার আশে!
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল,
অভাগীর করম দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু,
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যামের পিরীত, } (১)
মরমে বহল শেল॥ (২)

শ্রীরাগ।

যাবত জনমে, কি হৈল মরমে,
পিরীতি হইল কাল।
অন্তরে বাহিরে, পশিয়া রহিল,
কেমতে হইবে ভাল?
সই! বল না উপায় মোরে।
গঞ্জনা সহিতে নারি আর চিতে,
মরম কহিনু তোরে॥
ননদী বচনে, জ্বলিছে পরাণে,
আপাদ মস্তক চুল।
কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া,
পাথারে ভাসাব কুল॥

---

(১) এই পদটি জ্ঞানদাসের বলিয়া উল্লিখিত আছে—প, ক, ত। লী, স।
(২) জ্ঞানদাসের ভণিতা এইরূপ—
"পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু,
পাইনু বজর তাপে।
জ্ঞানদাস কহে, পিরীতি করিয়া,
পাছে কর অনুতাপে॥ প, ক, ত। লী, স।

ভাসিয়া যায়, ঘুচয়ে দায়,
এ বোল এ ছার লোকে।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি হইলে,
মরিবে তাহার শোকে॥

সুহই।

পাপ পরাণে কত সহিবেক জ্বালা!
শিশুকালে মরি গেলে হইত যে ভালা॥
এ জ্বালা জঞ্জাল সই তবে সে পরিহরি (১)।
ছেদন করিয়া দেও পিরীতের ডরি (২)॥
তেমতি নহিলে, যার এমতি ব্যভার।
কলঙ্ক-কলসী লৈয়া ভাসিব পাথার॥
চণ্ডীদাস কহে ইহা বাশুলী কৃপায়।
পিরীতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায় (৩)॥

শ্রীরাগ।

শুন গো মরম সই!
যখন আমার, জনম হইল,
নয়ন মুদিয়া রই॥
দিতে ক্ষীর সর, জননী আমার,
নয়ন মুদিত দেখি।
জননী আমার করে হাহাকার,
কহিল সকলে ডাকি॥

(১) ভুলিতে পারি। (২) দড়ী। (৩) সমুদ্রে।

শুনি সেই কথা, জননী যশোদা,
বঁধুরে লইয়া কোরে।
আমারে দেখিতে, আইল তুরিতে,
সুতিকা মন্দির ঘরে॥
দেখিয়া জননী, কহিছেন বাণী,
এই কি ছিল কপালে।
করিয়া সাধনা পেলেম অন্ধকন্যা,
বিধি এত দুখ দিলে॥
উঠ উঠ বলি, করে ধরি তুলি,
বসান যতন করে।
হেনই সময়ে, মায়ে তেয়াগিয়ে,
বন্ধু পরশিল মোরে॥
গায়ে দিতে হাত, মোর প্রাণনাথ,
অন্তরে বাঢ়ল সুখ।
হাসিয়া কান্দিয়া আঁখি প্রকাশিয়া,
দেখিনু বঁধুর মুখ॥
ঘুচিল অন্ধ, বাঢ়িল আনন্দ,
জননী যশোদার মনে।
আমার কল্যানে, আনন্দিত মনে,
করিল বিবিধ দানে॥
সুজন যে জন, জানে সেই জন,
কুজন নাহিক জানে।
অনুরাগে মন, সদাই মগন,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে॥

তুড়ি।

শুন কমলিনি, চল কুল রাখি,
আর না করিও নাম।
সে যে, কালিয়া মূরতি, কালিয়া প্রকৃতি,
কালা খল নাম শ্যাম॥
জনক জননী, তেজিয়া আপনি,
অন্যের হইয়া মজে।
রাম অবতারে, জানকি সীতারে,
বিনি অপরাধে ত্যজে॥
উহার চরিত, আছয়ে বিদিত,
বালী বধিবার কালে।
বলীকে ছলিয়া, পাতালে লইল,
কি দোষ উহার পেলে?
উহার চরিত, আছয়ে বিদিত,
হৃদয় পাষাণময়।
উহার শরণে, যে মত রাবণে,
যোই সে শরণ লয়॥
চণ্ডীদাস ভণে, মরুক সে জনে,
যেবা পর চরচায় থাকে।
পিরীতি লাগিয়া, মরে সে ঝুরিয়া,
কুলেতে কি করে তাকে?

শ্রীরাগ।

আপনা আপনি, দিবস রজনী
ভাবিয়ে কতেক দুখ।

যদি পাখা পাই, পাখী হয়ে যাই,
না দেখাই পাপ মুখ॥
সই বিধি দিল মোরে শোকে।
পিরীতি করিয়া, আশা না পূরল,
কলঙ্ক ঘোষিল (১) লোকে॥
হাম অভাগিনী, তাতে একাকিনী, (২)
নহিল দোসর জনা।
অভাগিয়া লোকে, যত বোলে মোকে,
তাহা যে না যায় শুনা॥
বিধি যদি শুনিত, মরণ হইত,
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডীদাসে কয়, এমতি হইলে,
পিরীতির কিবা সুখ॥

শ্রীরাগ।

পরের রমণী, ঘুচিবে কখনি (৩),
এমনি করিবে ধাতা (৪)।
গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
না শুনি পিরীতি কথা॥
সই যে বোল সে বোল মোরে।
শপতি (৫) করিয়া, বলি দাঁড়াইয়া,
না রব এ পাপ ঘরে॥

(১) ঘোষণা করিল।
(২) পাঠান্তর—"এতেক কামিনী, আমি অভাগিনী"। প্রা, কা, সং।
(৩) কথন। (৪) বিধাতা। (৫) শপথ।

গুরুর গঞ্জন, মেঘের গর্জ্জন,
কত না সহিব প্রাণে।
ঘর তেয়াগিয়া, যাইব চলিয়া,
রহিব গহন বনে॥
বনে যে থাকিব, শুনিতেঁ না পাব,
এ পাপ জনের কথা।
গঞ্জন ঘুচিবে, হিয়া জুড়াইবে,
ঘুচিবে মনের ব্যথা॥
চণ্ডীদাস কয়, স্বতন্তরী হয়,
তবে সে এমন বটে।
যে সব কহিলে, করিতে পারিলে,
তবে সে এ পাপ ছুটে॥

সুহই।

না জানে পিরীতি যারা নাহি পায় তাপ।
পরসে (১) পিরীতি আঁধার ঘরে সাপ॥
সই পিরীতি বড়ই বিষম।
না পাই মরমি জনা কহিতে মরম॥
গৃহে গুরু গঞ্জন কুবচন জ্বালা।
কত না সহিবে দুখ পরাধিনী বালা?
পিরীতি বেয়াধি যদি অন্তরে শামাইল (২)।
ঔষধ খাইতে তবে পরাণ জারি গেল॥

(১) পরসে—(সে—হিন্দী—)পরের সঙ্গে অথবা পর হইতে। প্রা, কা, সং।
(২) প্রবেশ করিল।

চণ্ডীদাস কহে প্রেম বড়ই বিষম।
জীয়ন্তে এমন করে, লউক শমন॥

ধানশী।

দৈব যুকতি, বিশেষ গতি,
যাহারে লাগয়ে তায়।
আন আন জনে, করিয়া যতনে,
প্রেমেতে গড়ায়ে দেয়॥
সই! এমনি কানুর রসে।
জনম অবধি, রহিবে পিরীতি,
বিচ্ছেদ না হবে শেষে॥
যেই মনে ছিল, তাহা না হইল,
সোঙরিতে প্রাণ কাঁদে।
লেহ দাবানলে, বন যেন জ্বলে,
হরিণী পড়িল ফাঁদে॥
পলাইতে চায়, পথ নাহি পায়,
দেখে যে আনলময়।
বনের মাঝারে, ছটফট করে,
কত বা পরাণে সয়॥
বাহিরে আসিয়া, বাণ যে খাইয়া,
পশিতে তাহাতে পুন।
গরল আনলে, শরীর বিবল,
শামাইতে নারে যেন॥
করীবর আদি, না পায় সমাধি,
ফিরিয়া চীৎকার করে।

একে কুল নারী, ফুকারিতে নারি,
ননদী আছয়ে ঘরে ॥
এমতি আকার, পিরীতি তাহার,
বহিয়া দহিছে মনে। (১)
ননদী বচনে, দগধে পরাণে,
পাঁজর বিন্ধিল ঘুণে ॥
নয়নে নয়নে, নয়ন পীঁজরে (২),
রাখয়ে আপন কাছে।
জলে যাই যবে, সঙ্গে চলে তবে,
শ্যামেরে দেখি যে পাছে ॥
চণ্ডীদাস কয়, বাশুলীর সায়,
মনেতে থাকয়ে যদি।
যে জন যা বিনে (৩), না জীয়ে পরাণে,
তার কি করে ননদী ॥

ধানশী।

জনম অবধি, পিরীতি বেয়াধি,
অন্তরে রহিল মোর।
থেকে থেকে উঠে, পরাণ ফাটে,
জ্বালার নাহিক ওর (৪) ॥
সই! এ বড় বিষম কথা।
কানুর কলঙ্ক, জগতে হইল,
জুড়াইব আর কোথা?

(১) পাঠান্তর—"রহিতে সহিছে মনে"। প্রা, কা, সং।
(২) খাঁচায়। (৩) যাহা বিহনে। (৪) সীমা।

বেয়াধি অবধি, সমাধি করিয়ে,
পাই এবে যার লাগি।
এমতি ঔষধ হয়, অল্প মূল্য লয়,
হিয়ার ঘুচায় আগি॥
জনম অবধি, কণ্টক ননদী,
জ্বালাতে জ্বালাল মন।
তাহার অধিক, দ্বিগুণ জ্বালায়,
খলের পিরীতি শুন॥
খলের সংহতি (১), ছাড়িনু পিরীতি,
ছাড়িনু সকল সুখ।
চণ্ডীদাস কয়, যদি দেখা হয়,
এবে কেন বাস দুখ?

সিন্ধুড়া।

সখি! কেমনে জীব গো আর!
বুকে খেয়েছি, শ্যামের শেল,
পীঠে হৈল পার॥
মনু মনু মৈলাম, গো সখি,
কালিয়া বাঁশীর গানে।
সুজন দেখিয়া, পিরীতি করিনু,
এমতি হবে কে জানে?
সকল গোকুল, হইল আকুল,
শুনিয়া বাঁশীর কথা।

(১) সঙ্গে।

খলের সহিতে, পিরীতি করিয়া,
কি হৈল অন্তরে ব্যথা ॥
স্থির হৈতে নারি, প্রাণের সখি গো,
বুকে খেয়েছি ঘা।
আঁখির জলে, পথ নাহি দেখি,
মুখে না নিঃসরে রা (১) ॥
পিরীতি রতন, করিব যতন,
পিরীতি গলার হার।
শ্যাম বঁধুয়ার নিদারুণ বাঁশী,
পরাণ বধে আমার ॥
কে জানে কেমন, পিরীতি এমন,
পিরীতে কৈল সব নাশ।
গঞ্জে গুরু জনে, আনন্দিত মনে,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

ধানশী।

যতন করিয়া, বেসালি (২) ধুইয়া,
সাঁজে (৩) সাজাইনু (৪) দুধ।
দধি সে নহিল, জল সে হইল,
পাইনু বড়ই দুঃখ ॥
সই দধি কেন ছিঁড়ি গেল ? (৫)
কানুর পিরীতি, কুলের করাতি,
পরাণ টানিয়া নিল ॥

---

(১) বাক্য। (২) দুগ্ধ আবর্ত্তনের নিমিত্ত মৃত্তিকার পাত্র বিশেষ।
(৩) সন্ধ্যার সময়। (৪) পাতিলাম। (৫) সই দধি কেন নষ্ট হইল ?

পিরীতি ঘুচিল, আরতি না পূরিল,
না ঘুচিল কলঙ্ক জ্বালা।
তবু অভাগিনী, না ঘুচায় কাহিনী,
পরিবাদ হৈল কালা॥
বুঝিলাম যতনে, প্রবোধিনু পরাণে,
ছাড়িনু তাহার আশ।
চিতে আর কত, ভাবি অবিরত,
দৈবে করিল নৈরাশ॥
আর কেহ বলে, ঝাঁপ দিব জলে,
তেজিব এ পাপ দেহ।
চণ্ডীদাস কহে, ছাড়িলে ছাড়ন নহে,
শুধু সুধাময় লেহ॥

ধানশী।

না বল না বল সখি না বল এমনে।
পরাণ বান্ধিয়া আছি সে বন্ধুর সনে॥
ত্যজিলে কুল শীল এ লোক লাজ।
কি গুরু গৌরব গৃহের কাজ॥
ত্যজিয়া সব লেহা (১) পিরীতি কৈনু।
যে হইবে বিরতি ভাবে ত্যজিয়া মৈনু॥
যে চিতে দাঁড়াঞাছি সই সে হয়।
ক্ষেপিল বাণ যে রাখিল নয়॥

(১) সাধ।

ঠেকিল প্রেম ফাঁদে সকলি নাশ।
ভালে সে চণ্ডীদাস না করে আশ॥ (১)

ধানশী।

ইক্ষু রোপিনু, গাছ যে হইল,
নিঙ্গাড়িতে রসময়।
কানুর পিরীতি, বাহিরে সরল,
অন্তরে গরল হয়॥
সই কে বলে ইক্ষুরস গুড়!
পরের বচনে, চাকিনু বদনে,
খাইনু আপন মুড় (২)॥
চাকিতে চাকিতে, লাগিল জিহ্বাতে,
পহিলে লাগিল মীঠ (৩)।
মোদক আনিয়া, ভিয়াঁন করিয়া,
এবে সে লাগিল সীঠ (৪)॥
মশল্লা (৫) আনিনু, আগুনে চড়ানু,
বিছুরিনু আপন ভাব।
কানুর পিরীতি, বুঝিনু এমতি,
কলঙ্ক হইল লাভ॥
আপন করমে, বুঝিনু মরমে,
বস্তুর নাহিক দোষ।

(১) গীতকল্পতরু এবং পদকল্পতরু গ্রন্থে এই পদটি জ্ঞানদাসের ভণিতা যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। (২) মাথা।
(৩) মিষ্ট। (৪) সার বিহীন দ্রব্য। (৫) মসলা।

চণ্ডীদাস কহে, পিরীতি করিয়া,
কেবা পাইল কোথা যশ?

মল্লার।

দিবস রজনী গুণ গণি গণি,
কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
খলের বচনে, পাতিয়া শ্রবণে,
খাইনু আপন মাথা॥
কে বলে পিরীতি ভাল গো সখি,
কে বলে পিরীতি ভাল? (১)
সে ছার পিরীতি, ভাবিতে ভাবিতে,
সোণার বরণ কাল॥
সোণার গাগরী (২), বিষ জল ভরি,
কেবা আনি দিল আগে।
করিনু আহার, না করি বিচার,
এ বধ কাহারে লাগে॥
নীর লোভে মৃগী, পিয়াসে ধাইতে,
ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের সফরী, আহার করিতে,
বড়শী লাগিল মুখে॥

(১) পাঠান্তর—"শুন শুন দূতি, কি কহ মো প্রতি,
বচন না লাগে ভাল।" প, ক, ত।

(২) কলস, পশ্চিম অঞ্চলে এখনও লোকে গাগরী কহিয়া থাকে।

নবঘন (১) হেরি, পিয়াসে চাতকী,
চঞ্চু পসারল (২) আশে।
বারিক কারণ (৩), বহল পবন,
কুলিশ (৪) মিলল শেষে॥
লাখ হেম পায়া, যতনে বাঁধিতে,
পড়ল অগাধ জলে।
হেন অনুচিত, করে পাপ বিধি,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

(১) মেঘ। (২) ঠোঁট বাড়াইল।
(৩) জলের নিমিত্ত। (৪) বজ্র।

অনুরাগ—আত্ম প্রতি।

ধানশী।

হিয়ার মাঝারে, যতনে রাখিব,
বিরল মনের কথা।
মরম না জানে ধরম বাখানে,
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥
যারে না দেখি, জনম স্বপনে,
না দেখি নয়ন কোণে।
অবুধ সে জনি, দিবস রজনী,
সদাই পড়িছে মনে॥
হাম অভাগিনী, পরের অধিনী,
সকলি পরের বশে।
সদাই এখনি, পরাণ পোড়নি,
ঠেকিনু পিরীতি রসে॥
অনুক্ষণ মন, করে উচাটন,
মুখে না নিঃসরে কথা।
চণ্ডীদাসের মন, অরুণ নয়ন,
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা॥

গান্ধার।

কেন বা পিরীতি কৈনু কালা কানুর সনে।
ভাবিতে রসের তনু জারিলেক ঘুণে॥

কত ঘর বাহির হইব দিবা রাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পিরীতি॥
না রুচে ভোজন পান কি মোর শয়নে।
বিষ মিশাইল মোর এ ঘর করণে (১)॥
ঘরে গুরু দুরজন ননদিনী আগি।
দু আঁখি মুদিলে বলে কাঁদে শ্যাম লাগি॥
আকাশ যুড়িয়া ফাঁদ যাইতে পথ নাই।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস মিলিবে হেথাই (২)॥

—

সুহই।

ধরম করম গেল গুরু গরবিত।
অবশ করিল কালা কানুর পিরীত॥
ঘরে পরে কি না বলে করিব হাম কি।
কেবা না করয়ে প্রেম আমি সে কলঙ্কী॥
বাহির হইতে (৩) নারি লোক চরচাতে।
হেন মনে করে বিষ খাইয়া মরিতে॥ (৪)
একে নারী কুলবতী অবলা বলে লোকে।
কানু পরিবাদ হৈল পুড়িয়া মরি শোকে॥ (৫)
খাইতে নারি যে কিছু রহিতে নারি ঘরে।
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সাঁধাইল (৬) অন্তরে॥

(১) অদ্যাপি লোকে "ঘরকরণা" শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে।
(২) হেথায়—এথানে।
(৩) পাঠান্তর—"বাহিরে বেড়াতে।" প্রা, কা, সং।
(৪) পাঠান্তর—"এমতি করয়ে মন বিষ খাই জীতে।" ঐ।
(৫) পাঠান্তর—"একে নারী কুলবতী পুড়ে মরি শোকে।
তাহে কানু পরিবাদ দেয় পাপ লোকে॥" প্রা, কা-সং।
(৬) প্রবেশ করিল।

জারিলেক তনু মন ব্যাপিল শরীর।
চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে সুস্থির॥

তুড়ি।

কি হৈল কি হৈল মোর কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি॥
শুইলে সোয়াস্তি নাই নিদ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
নবীন পানীর মীন (১) মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত ধৈরজ (২) না মানে॥
এ না রস যে না জানে সে না আছে ভাল।
হৃদয়ে রহিল মোর কানু প্রেম শেল॥
নিগূঢ় পিরীতি খানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস বড় হইল ফাঁফর॥

ধানশী।

সেই হইতে মোর মন,
নাহি হয় সম্বরণ,
নিরন্তর ঝুরে দুটি আখি!
একলা মন্দিরে থাকি,
কভু তারে নাহি দেখি,
সে কভু না দেখে আমারে।
আমি কুলবতী বামা,
সে কেমনে জানে আমা,
কোন ধনী কহি দিল তারে॥

---

(১) নূতন জলের মাছ। (২) পাঠান্তর—"নিষেধ।" প্রা, কা, সং।

না দেখিয়া ছিনু ভাল,
দেখিনু অকাজ হলো,
না দেখিলে প্রাণ কেন কান্দে।
চণ্ডীদাস কহে ধনি,
কানু সে পরশমণি,
ঠেকে গেলা মোহনিয়া ফান্দে॥

গান্ধার।

জনম গোঙানু (১) দুখে, কত বা সহিব বুকে,
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব।
অন্তরে রহিল ব্যথা, কুলশীল গেল কোথা,
কানু লাগি গরল ভখিব॥
কানু দিনু তিলাঞ্জলি, গুরু দিঠে দিনু বালি,
কানু লাগি এমতি করিনু।
ছাড়িনু গৃহের সাধ, কানু কৈল পরিবাদ,
তাহার উচিত ফল পাইনু॥
অবলা না গণে কিছু, এমতি হইবে পিছু,
তবে কি এমন প্রেম করে।
ভাল মন্দ নাহি জানে, পর মুখে যেবা শুনে,
তেঁঞিত (২) অনলে পুড়ে মরে॥
বড়ু চণ্ডীদাসে কয়, প্রেম কি আনন্দ হয়,
শুধুই সে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ, এমতি দারুণ লেহ,
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥

(১) কাটাইলাম। (২) সেইত।

ধানশী।

কাহারে কহিব, মনের মরম,
কেবা যাবে পরতীত ?
হিয়ার মাঝারে, মরম বেদনা,
সদাই চমকে চিত॥
গুরু জন আগে, দাঁড়াইতে নারি,
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে,
সব শ্যামময় দেখি॥
সখীর সহিতে, জলেরে যাইতে,
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল, করে ঝল মল,
তাহে কি পরাণ রয় ? (১)
কুলের ধরম, রাখিতে নারিনু,
কহিলাম সবার আগে।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যাম সুনাগর,
সদাই হিয়ায় জাগে॥

সুহই।

আনিয়া অমিঞা (২) পানা দুধে মিশাইয়া
লাগিল গরল যেন মীঠ তেয়াগিয়া॥

(১) এখানে যমুনার জলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রূপের তুলনা করা হইয়াছে এবং সেই জন্ম শ্রীরাধিকা যমুনার জল ঝলমল করা দেখিয়া এত অস্থির।

(২) অমিয়া।

তিতায় তিতিল দেহ মীঠ হবে কেন।
জ্বলন্ত অনলে মোর পুড়িছে পরাণ॥
বাহিরে অনল জ্বলে দেখে সর্ব্ব লোকে।
অন্তর জ্বলিয়া উঠে তাপ লাগে বুকে॥
পাপ দেহের তাপ মোর ঘুচিবেক কিসে?
কানুর পরশে যাবে কহে চণ্ডীদাসে॥

।

একে কাল হৈল মোর নয়লি(১) যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল॥
আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ।
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।
কার কোন দোষ নাই সব এক জন(২)॥

—

সুহই।

কেন বা কানুর সনে পিরীতি করিনু।
না ঘুচে দারুণ লেহা ঝুরিয়া মরিনু॥
আর জ্বালা সৈতে নারি কত উঠে তাপ।
বচন নিঃসৃত নহে(৩) বুকে খেলে সাপ॥

(১) নূতন। (২) শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিতেছেন। (৩) বাক্য সরে না।

জন্ম হইতে কুল গেল ধর্ম্ম গেল দূরে।
নিশি দিশি প্রাণ মোর কানু গুণে ঝুরে॥
নিষেধিলে নাহি মানে ধরম বিচার।
বুঝিনু পিরীতির হয় স্বতন্ত্র আচার॥
করমের দোষে এ জনমে কিবা করে।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে॥

শ্রীরাগ।

যাহার সহিত, যাহার পিরীতি,
সেই সে মরম জানে।
লোক চরচায়, ফিরিয়া না চাই,
সদাই অন্তরে টানে॥
গৃহ কর্ম্মে থাকি, সদাই চমকি,
গুমরে গুমরে মরি।
নাহি হেন জন, করে নিবারণ,
যেমত চোরের নারী॥
ঘরে গুরুজনা, গঞ্জয়ে নানা,
তাহা বা কহিব কি।
মরণ সমান, করে অপমান,
বন্ধুর কারণ সে॥
কাহারে কহিব, কেবা নিবারিবে,
কে জানে মরম দুখ।
চণ্ডীদাস কহে, করহ ঘোষণা,
তবে সে পাইবে সুখ॥

গান্ধার।

ধিক রহুঁ জীবনে যে পরাধীন জীয়ে। (১)
তাহার অধিক ধিক পরবশ হয়ে॥
এ পাপ কপালে বিধি এমতি লিখিল।
সুধার সাগরে মোর গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভরিয়া যেন উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈনু কোলে।
এ দেহ অনল তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি যাই যদি তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তনু লতা পাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
অতএ (২) সে এ ছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিমু মুই (৩) এ গরল বিষে॥
চণ্ডীদাস কহে দৈব গতি নাহি জানে।
দারুণ পিরীতি মোর বধিল পরাণে॥ (৪)

শ্রীরাগ।

কালিয়া কালিয়া, বলিয়া বলিয়া,
জনম বিফল পাইনু।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি,
মনের অনলে মৈনু॥

---

(১) পরের অধীন হইয়া যে বাঁচিয়া থাকে তাহার জীবনে ধিক।
(২) অতএব। (৩) আমি নিশ্চয় খাইব।
(৪) পাঠান্তর—"দারুণ পিরীতি সেই ধরয়ে পরাণে।" প, ক, ত।

চণ্ডীদাস।

মরিনু মরিনু, মরিয়া গেনু,
ঠেকিনু পিরীতি রসে।
আর কেহ জানি, এ রসে ভুলে না,
ঠেকিলে জানিবে শেষে॥
এ ঘর করণ, বিহি নিদারুণ,
বসতি পরের বশে।
মাগো এই বর, মরণ সফল,
কি আর এ সব আশে॥
অনেক যতনে, পেয়েছি সে ধনে,
তাহা জানে চণ্ডীদাসে।
এখনি জানিলে, আর কি জানিবে,
জানিবে পিরীতি শেষে॥

সুহই।

পিরীতি লাগিয়া দিনু পরাণ নিছনি।
কানু বিনু দোসর দুকাণে নাহি শুনি॥
মনোদুখে হৃদয়ে সদাই সোঙরিয়ে।
কানু পরসঙ্গ বিনু তিলেক না জীয়ে॥
যাহার লাগিয়া আমি কাঁদি দিবা রাতি।
নিছিয়া লৈয়াছি তারে কুলশীল জাতি॥
আর যত অভিমান দিনু বঁধুর পায়।
বড়ু চণ্ডীদাস কহে যেবা যারে ভায়॥

গান্ধার।

যদি বা পিরীতি সুজনের হয়।
নয়ানে নয়ন, হইল মিলন,
তবে কেন প্রেম ফিরিয়া না লয়॥
যে মোর পরাণে, মরম ব্যথিত,
তারে বা কিসের ভয়?
অতি দুরন্তর, বিষম পিরীতি,
সকলি পরাণে সয়॥
অবলা হইয়া, বিরলে রহিয়া,
না ছিল দোসর জনা।
হাসিতে হাসিতে, পিরীতি করিয়া,
পরাণ উপরে হানা॥ (১)
যেন মলয়জ, ঘসিতে শীতল,
অধিক সৌরভ ময়।
শ্যাম বঁধুয়ার, পিরীতি ঐছন,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

সিন্ধুড়া।

(২) এমত ব্যাভার, না জানি তাহার,
পিরীতি যাহার সনে।
গোপত করিয়া, কেনে না রাখিলে,
বেকত করিলে কেনে॥

---

(১) পাঠান্তর—"হাসিতে হাসিতে গীতের ঝমরু,
এ বড় সুগড় পনা"। প্রা, কা, সং।

(২) পদ কল্পতরুতে এই পদটি পাওয়া যায়। অন্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

মনের মরম জানিবে কে।
সেই সে জানে, মনের মরম,
এ রসে মজিল যে॥
চোরের মা যেন, পোয়ের লাগিয়া,
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া, পিরিতি করিলে,
এমতি শঙ্কট তারে॥
কে আছে ব্যথিত, যাবে পরতীত,
এ দুখ কহিব কারে।
হয় দুখ ভাগি, পাই তার লাগি,
তবে সে কহি যে তারে॥
পর কি জানয়ে, পরের বেদন,
সে রত আপন কাজে।
চণ্ডীদাস কহে, বনের ভিতরে,
কভু কি রোদন সাজে?

গান্ধার।

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানু পথে ধায় রে॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥
এ ছার নাসিকা মুই কত করু (১) বন্ধ।
তবুত দারুণ নাসা পায় তার গন্ধ॥ (২)

---

(১) করি।

(২) পাঠান্তর—"তবুত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ"। প, ক, ত।

সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কাণ॥
ধিক রহুঁ এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥
কহে চণ্ডীদাসে রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কাহে জানি পুছ॥

শ্রীরাগ।

কোন বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।
সদা পরাধীন ঘরে রহে একেশ্বরী॥
ধিক রহুঁ হেন জন হ'য়ে প্রেম করে।
বৃথা সে জীবন রাখে তখনি না মরে॥
বড় ডাকে কথাটী কহিতে যে না পারে।
পর পুরুষেতে রতি (১) ঘটে কেন তারে॥
এ ছার জীবনের মুঞি ঘুচাইনু আশ।
চণ্ডীদাস কহে কেন ভাবহ উদাস?

বিহাগড়া।

ধাতা কাতা বিধাতার কপালে দিয়াছি ছাই। (২)
জনন হৈতে একা কৈল দোসর দিল নাই॥
না দিল রসিক মূঢ়, পুরুষের সনে।
এমতি আছয়ে ত এ পাপ বিধানে॥

---

(১) আশক্তি।

(২) পাঠান্তর—"ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে দিয়াছি ছাই।" প, ক, ত

যার লাগি প্রাণ কাঁদে তার নাই দেখা।
এ পাপ করমে মোর এমতি লেখা জোকা॥
ঘর দুয়ারে আগুণ দিয়া যাব দূর দেশে।
আরতি পূরিবে কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে॥

শ্রীরাগ।

কাহারে কহিব দুঃখ কে জানে অন্তর?
যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর॥
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।
এত দিনে বুঝিনু সে ভাবিয়া অন্তরে॥
মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুণ সেই জ্বালি দেয় মোরে॥
এত দিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাহি আপন বলিয়া॥
এ দেশে না রব একা যাব দূর দেশে।
সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

ধানশী।

শিশুকাল হৈতে, শ্রবণে শুনিনু,
সহজে পিরীতি কথা।
সেই হইতে মোর, তনু জর জর,
ভাবিতে অন্তর ব্যথা॥
দৈবের ঘটিতে(১), বন্ধুর সহিতে,
মিলন হইবে যবে।

(১) ঘটনায়।

মান অভিমান, বেদের বিধান,
ধৈরজ ভাঙ্গিবে তবে॥
জাতি কুল বলি, দিলাম তিলাঞ্জলি,
ছাড়িনু পতির আশ।
ধরম, করম, সংরম, ভরম,
সকলি করিনু নাশ॥
কুলে কলঙ্কিনী, বলি দেয় গালি,
গুরু পরিজন মেলি।
কাতর হইয়ে, আদর করিয়ে,
লইনু কলঙ্কের ডালি॥
চোরের মা যেন, পোয়ের লাগিয়া,
ফুকরি কান্দিতে নারে।
কুলবতী হয়ে, পিরীতি করিলে,
এমতি ঘটিবে তারে॥
মুঞি অভাগিনী, কেবল দুখিনী,
সকলি পরের আশে।
আপনা খাইয়া, পিরিতি করিনু,
লোকে শুনি কেন হাসে॥
চণ্ডীদাস বলে, পিরীতি লক্ষণ,
শুন গো বরজ নারী।
পিরীতি ঝুলিটি, কান্ধেতে করিয়া
পিরীতি নগরে ফিরি॥

শ্রীরাগ।

কালার পিরীতি, গরল সমান,
না খাইলে থাকে সুখে।
পিরীতি অনলে, পুড়িয়া মরে যে,
জনম যায় তার দুখে॥
আর বিষ খেলে, তখনি মরণ,
এ বিষে জীবন শেষ।
সদা ছটফট, ঘূরুণি নিপট (১),
লট পট তার বেশ॥
নয়নের কোণে, চাহে যাঁহা পানে,
সে ছাড়ে জীবনের আশ।
পরশ পাথর, ঠেকিয়া রহিল,
কহে বড়ু চণ্ডীদাস॥

সিন্ধুড়া।

যে জন না জানে, পিরীতি মরম,
সে কেন পিরীতি করে?
আপনি না বুঝে, পরকে মজায়,
পিরীতি রাখিতে নারে॥
যে দেশে না শুনি, পিরীতি মরম,
সেই দেশে হাম যাব।
মনের সহিত, করিয়া যতন,
মনকে প্রবোধ দিব॥

---

(১) নিতান্ত।

পিরীতি রতন, করিয়া যতন,
পিরীতি করিব তায়।
দুই মন এক, করিতে পারিলে,
তবে সে পিরীতি রয়॥
কহে চণ্ডীদাসে, মনের উল্লাসে,
এমতি হইবে যে।
সহজ ভজন, পাইবে সে জন,
সহজ মানুষ সে॥

সিন্ধুড়া।

পিরীতি বিষম কাল।
পরাণে পরাণ, মিলাইতে জানে,
তবে সে পিরীতি ভাল॥
ভ্রমরা সমান, আছে কত জন,
মধু লোভে করে প্রীত।
মধু ফুরাইলে, উড়ি যায় চলি,
এমতি তাদের রীত॥
হেন ভ্রমরার, সাধ নহে কভু,
সে মধু করিতে পান।
অজ্ঞানী পাইতে, পারয়ে কি কভু,
রসিক জ্ঞানীর সন্ধান॥
মনের সহিত, যে করে পিরীতি,
তারে প্রেম কৃপা হয়।
সেই সে রসিক, অটল রূপের
ভাগ্যে দরশন পায়॥

মনের সহিতে, করিয়া পিরীতি,
থাকিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ হইতে, ও রূপ পাইব,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

বরাড়ী।

কেনে কৈনু পিরীতের সাধ!
পিরীতি অঙ্কুর হৈতে, যত দুখ পাইনু চিতে,
শুনিলে গণিবে পরমাদ॥
মুঞি যদি জানিতুঁ এত, তবে কেন হব রত,
না করিতুঁ হেন সব কাজ।
ভুলিনু পরের বোলে, কুলটা হইনু কুলে,
জগৎ ভরিয়া রইল লাজ॥
যখন পিরীতি কৈল, আনি চাঁদ হাতে দিল,
পুন হাতে না পাই দেখিতে।
কি করিতে কি না করি, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি,
অবশেষে প্রাণ চায় নিতে॥
পিরীতি আখর তিন, যাহার হৃদয়ে চিন(১),
কিবা তার লাজ কুল ভয়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস, যে করে পিরীতি আশ,
তার বুঝি এই সব হয়॥ (২)

(১) চিহ্ন। (২) পাঠান্তর—"তার বুঝি এই দশা হয়।" লী, স।

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন সার।
এই মোর মনে, হয় রাতি দিনে,
ইহা বই নাহি আর॥
বিহি এক চিতে (১) ভাবিতে ভাবিতে,
নিরমাণ কৈল "পি"।
রসের সাগর, মন্থন করিতে,
তাহে উপজিল (২) "রী"!
পুনঃ যে মথিয়া, অমিয়া হইল,
তাহে ভিয়াইল "তি"।
সকল সুখের, এ তিন আখর,
তুলনা দিব যে কি?
যাহার মরমে, পশিল যতনে,
এ তিন আখর সার।
ধরম করম, সরম ভরম,
কিবা জাতি কুল তার॥
এ হেন পিরীতি, না জানি কি রীতি,
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি বন্ধন, বড়ই বিষম,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

(১) বিধি এক মনে। (২) উৎপত্তি হইল।

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি, মধুর পিরীতি,
এ তিন ভুবনে কয়।
পিরীতি করিয়ে, দেখিলাম ভাবিয়ে,
কেবল গরল ময়॥
পিরীতেরি কথা, শুনিব হে যেথা(১),
তথাতে নাহিক যাব।
মনের সহিত, করিয়া পিরীত,
স্বরূপে চাহিয়া র'ব॥
এমতি করিয়া, সুমতি হইয়া,
রহিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ প্রভাবে, সে রূপ মিলিবে,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

শ্রীরাগ।

শ্যামের পিরীতি, মূরতি হইলে,
তবে কি পরাণ ফলে!
পরাণ পিরীতি, সমান করিলে,
কে তারে জীয়ন্ত বলে?
যদি হাম শ্যাম বঁধু লাগি পাউ (২),
তবে সে এ দুখ টুটে।
আন মত গুণি, মনের আগুণি,
ঝলকে ঝলকে উঠে॥

---

(১) যেখানে। (২) পাই।

পরাণ রতন, পিরীতি পরশ (১),
জুকিনু হৃদয় তুলে।
পিরীতি রতন, অধিক হইল,
পরাণ উঠিল চুলে॥
জাতি কুল বলি, দিনু জলাঞ্জলি,
আর সতী চরচাতে।
তনু ধন জন, জীবন যৌবন,
নিছিনু (২) কালা পিরীতে॥
হিয়ায় রাখিব, কারে না কহিব,
পরাণে পরাণ যোড়া।
কি জানি কি ক্ষণে, কি দিয়া কি কৈল,
মরিলে না যায় ছাড়া॥
তিলেকে মরিয়ে, যদি না দেখিয়ে,
শয়নে স্বপনে বন্ধু।
কহে চণ্ডীদাস, মরমে রহল,
পিরীতি অমিয়া সিন্ধু॥

তিওট, বিহাগড়া।

বিধির বিধানে হাম আনল ভেজাই (৩)।
যদি সে পরাণ বঁধু তার লাগি পাই॥
গুরু দুরজন (৪) যত বঁধুর দ্বেষ করে।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি তার বুকে পড়ে॥

(১) পাঠান্তর—"পরাণ সমান, পিরীতি রতন।" প, ক, ত।
(২) অর্পণ করিলাম। (৩) বিধাতার বিধানে আমি আগুণ দিই
(৪) দুর্জ্জন।

আপন দোষ না দেখিয়া পরের দোষ গায়।
কাল সাপিনী যেন তার বুকে খায়॥
আমার বন্ধুকে যে করিতে চাহে পর।
দিবস দুপরে যেন পুড়ে তার ঘর॥
এতেক যুবতী আছে গোকুল নগরে।
কে না বঁধুরে দেখে বুক ফেটে মরে॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
তোমার বঁধু তোমার আছে গালি পাড়িছ কেনে?

শ্রীরাগ।

এ ছার দেশে বসতি নৈল নাহিক দোসর জনা
মরমের মরমী নহিলে না জানে মরমের বেদনা॥
চিত উচাটন সদা কত উঠে মনে। (১)
ননদী বচনে মোর পাঁজর বিঁধে ঘুণে॥
জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি।
বঁধু হইল বিমুখ ননদী হৈল বৈরী॥
গুরুজন কুবচন সদা শেলের ঘায়।
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি করি উপায়?
বাশুলী আদেশে কবি চণ্ডীদাসের গীত।
আপনা আপনি চিত করহ সম্বিত (২)॥

(১) পাঠান্তর—"রহিতে না পারি ঘরে চিত উচাটনে।" প্রা, কা, সং।
(২) সম্বরণ।

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি, সব জন কহে,
পিরীতি সহজ কথা!
বিরিখের ফল (১) নহেত পিরীতি,
নাহি মিলে যথা তথা॥
পিরীতি অন্তরে, পিরীতি মন্তরে (২),
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি রতন লভিল যে জন,
বড় ভাগ্যবান সে॥
পিরীতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া,
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন, করিতে পারিলে,
পিরীতি মিলয়ে তারে॥
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আঁখর,
বিদিত ভুবন মাঝে।
তাহে যে পশিল, সেই সে জানিল,
কি তার কুল ভয় লাজে!

---

(১) বৃক্ষের ফল। (২) মন্ত্রে।

বেদ বিধি পর, সব অগোচর,
ইহা কি জানে আনে।
রসে গর গর, রসের অন্তর,
সেই সে মরম জানে॥
দুহুঁক অধর, সুধারস বাণী,
তাহে উপজিল পি।
হিয়ায় হিয়ায়, পরশ করিতে,
তাহার তুলনা কি॥
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি,
পিরীতি রসেতে ভোর।
পিরীতি করিয়া, ছাড়িতে নারিবে,
আপনি হইবে চোর॥

সুহিনী।

পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মুরতি,
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি না ছাড়ে,
পিরীতি গড়ল কে?
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
না জানি আছিল (১) কোথা?
পিরীতি কণ্টক, হিয়ায় ফুটল,
পরাণ পুতলী যথা॥

---

(১) ছিল।

পিরীতি পিরীতি, পিরীতি অনল,
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল, নিবাইলে নহে,
হিয়ায় রহল শেল॥
চণ্ডীদাস বাণী, শুন বিনোদিনি,
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে,
পিরীতি মিলয়ে তথা॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি নগরে, বসতি করিব,
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া, পড়শী করিব,
তা বিনু (১) সকল পর॥
পিরীতি দ্বারের, কবাট করিব,
পিরীতে বাঁধিব চাল।
পিরীতি আসকে (২), সদাই থাকিব,
পিরীতে গোঙাব কাল॥
পিরীতি পালঙ্কে, শয়ন করিব,
পিরীতি শিথান (৩) মাথে।
পিরীতি বালিসে, আলিস (৪) ত্যজিব,
থাকিব পিরীতি সাথে॥

---

(১) তাহা বিনা। (২) আশক্তিতে।
(৩) মাথার বালিস। (৪) আলস্য।

পিরীতি সরসে (১), সিনান (২) করিব,
পিরীতি অঞ্জন লব।
পিরীতি ধরম, পিরীতি করম,
পিরীতে পরাণ দিব॥
পিরীতি নাসার, বেশর (৩) করিব,
ঢুলিবে নয়ন কোণে।
পিরীতি অঞ্জন, লোচনে পরিব,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

(১) সরোবর। (২) স্নান। (৩) নাসিকার আভরণ।

বাসক সজ্জা।

গান্ধার।

রাধিকা আদেশে, মনের হরষে (১)
কুসুম রচনা করে।
মল্লিকা মালতী, আর জাতী যূথি,
সাজাইছে থরে থরে॥
আজ রচয়ে বাসক শেজ (২)।
মুনিগণ চিত, হেরি মুরছিত,
কন্দর্পের ঘুচে তেজ॥
ফুলের আচির, ফুলের প্রাচীর,
ফুলেতে ছাইল ঘর।
ফুলের বালিস, আলিস কারণ,
প্রতি ফুলে ফুলশর॥
শুক পিক (৩) দ্বারী, মদন প্রহরী,
ভ্রমর ঝঙ্কারে তায়।
ছয় ঋতু মত্ত, সহিত বসন্ত,
মলয় পবন বায়॥

বাসক সজ্জা লক্ষণ :—

"প্রিয়ার সহিত বিলাসের আশ করি। গৃহ শয্যা মাল্য তাম্বুল সিগ্ধ বারি॥
চন্দনাদি মালা গন্ধ বসন ভূষণ। সাজায় করিয়া সাধ প্রিয়ার কারণ॥"

—ভক্তমাল।

(১) আনন্দে। (২) শয্যা। (৩) কোকিল।

উজোরল (১) রাতি, মণিময় বাতি
কর্পূর তাম্বূল বারি।
চণ্ডীদাস ভণে, রাখি স্থানে স্থানে,
শয়ন করল গোরি ॥

(১) উজ্জ্বল হইল।

বিপ্রলব্ধা।

ধানশী।

বন্ধুর লাগিয়া, শেজ (১) বিছাইনু,
গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজনু (২), দীপ উজারিনু (৩),
মন্দির হইল আলা॥
সই! পাছে এ সব হবে আন।
সে হেন নাগর, গুণের সাগর'
কাহে না মিলল কান (৪)?
শাশুড়ী ননদে, বঞ্চনা করিয়া,
আইনু গহন বনে।
বড় সাধ মনে, এ রূপ যৌবনে,
মিলিব বন্ধুর সনে॥
পথ পানে চাহি, কত না রহিব,
কত প্রবোধিব মনে?
রস শিরোমণি, আসিবে এখনি,
বড়ু চণ্ডীদাস ভণে॥

বিপ্রলব্ধা লক্ষণ:—
"সখীর আশ্বাসে ধনী স্থির করি মন। প্রিয় আগমন পথ করি নিরীক্ষণ॥
বৃক্ষের পত্রে পত্রে যদি শব্দ হয়। এই আইসে প্রিয় বলি উঠিয়া বৈঠয়॥
দূতী পাঠাইয়া দিলা প্রিয়ার কারণে। ফিরিয়া আইলা দূতী বজ্র হেন মানে॥
এই রূপ বিচ্ছেদ বিষাদে নিশি যায়। * * * *॥"

—ভক্তমাল।

(১) শয্যা। (২) পান সাজিলাম। (৩) উজ্জ্বল করিলাম। (৪) কানু।

শ্রীরাগ।

দ্বারের আগে, ফুলের বাগ,
কি সুখ লাগিয়া রুইনু।
মধু খাইতে খাইতে, ভ্রমর মাতল,
বিরহ জ্বালাতে মৈনু॥
জাতী রুইনু, যূথি রুইনু,
রুইনু গন্ধ মালতী।
ফুলের বাসে (১), নিদ্ নাহি আসে,
পুরুষ নিঠুর জাতি॥
কুসুম তুলিয়া, বোঁটা তেয়াগিয়া,
শেজ বিছাইনু কেনে?
যদি শুই তাই, কাঁটা ভুকে গায়,
রসিক নাগর বিনে॥
রতন মন্দিরে, সখীর সহিতে,
তা সনে করিনু প্রেম।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি,
যেন দরিদ্রের হেম॥ *

ধানশী।

দুকাণ পাতিয়া, ছিল এতক্ষণ,
বঁধু পথ পানে চাই।
পরভাত নিশি, দেখিয়া অমনি,
চমকি উঠিল রাই॥

---

(১) সৌগন্ধে।

* পদসমুদ্র।

পাতায় পাতায়, পড়িছে শিশির,
সখীরে কহিছে ধনী।
বাহির হইয়া, দেখলো সজনি,
বঁধুর শবদ শুনি॥
পুন কহে রাই, না আঁসিল বঁধু,
মরমে রহল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব, পাষাণে ধরিয়া,
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
ফুলের এ ডালা, ফুলের এ মালা,
শেজ বিছাইনু ফুলে।
সব হৈল বাসি, আর কেন সই,
ভাসাগে যমুনাজলে॥
কুঙ্কুম কস্তূরী, চুবক চন্দন,
লাগিছে গরল হেন।
তাম্বুল বিরস, ফুলহার ফণী,
দংশিছে হৃদয়ে যেন॥ (১)
সকল লইয়া, যমুনায় ডার (২),
আর ত না যায় দেখা।
ললাটের সিন্দূর, মুছি কর দূর,
নয়ানের কাজর রেখা॥
আর না রাখিব, এছার পরাণ,
না যাব লোকের মাঝে।

(১) ফুলের হার সর্প হইয়া যেন হৃদয়কে দংশন করিতেছে।
(২) ফেলিয়া দাও।

থির হও রাই (১), চলু চণ্ডীদাস,
আনিতে নিঠুর রাজে (২)॥

সুহিনী।

সে যে বৃষভানু সুতা।
মরমে পাইয়া ব্যথা॥
সজল নয়ান হৈয়া।
রহে পথপানে চাইয়া॥
ফুল শেজ বিছাইয়া।
রহয়ে ধেয়ানী হৈয়া॥ (৩)
উজর চাঁদনি রাতি।
মন্দিরে রতন বাতি॥
কহে সব ভেল আন।
কাহে না মিলল কান॥
সকল বিফল হৈল।
আধ রজনী গেল॥
শ্যাম বঁধুয়ার পাশ।
চলু (৪) বড়ু চণ্ডীদাস॥

(১) রাই স্থির হও। (২) নিঠুর রাজা—শ্রীকৃষ্ণ।
(৩) মৌনী হইয়া রহে। (৪) চলিল।

খণ্ডিতা।

কামোদ।

(চন্দ্রাবলীর উক্তি।)

এই পথে নিতি, কর গতায়তি (১),
নূপুরের ধ্বনি শুনি।
রাধা সঙ্গে বাস, আমারে নৈরাশ,
আমি বঞ্চি (২) একাকিনী॥
বন্ধু হে! ছাড়িয়া নাহিক দিব।
হিয়ার মাঝারে, রাখিব তোমারে,
সদাই দেখিতে পাব॥
শুন সখীগণ, করিয়া যতন,
লয়ে চল নিকেতনে।
আজকার নিশি, রাধিকা রূপসী,
বঞ্চুক নাগর বিনে॥
এতেক শুনিয়া, করেতে ধরিয়া,
লইয়া চলিল বাস।
রাধা ভয়ে হরি, কাঁপে থরহরি,
ভণে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

খণ্ডিতা লক্ষণ :—
"অন্য নায়িকা ভোগ করিয়া নায়ক। আইসে অঙ্গেতে নখ চিহ্নাদি যাবক॥
দেখিয়া কুপিত মনে ভৎ‍র্সনাদি করি। উপেক্ষা করয়ে খণ্ডিতাবনতা নারী॥
—ভক্তমাল।

(১) যাতায়াত। (২) কাটাই।

শ্রীরাগ।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

চন্দ্রাবলী (১)! আজি ছাড়ি দেহ মোরে।
শ্রীদাম ডাকিছে, যাব তার কাছে,
এই নিবেদন তোরে॥
কাল আসি হাম, পুরাইব কাম (২),
ইথে (৩) নাহি কর রোষ।
চন্দ্রাবলী নাথ, ভুবনে বিদিত,
জগতে ঘোষয়ে দোষ॥
তুমি যে আমার, আমি যে তোমার,
বিবাদে কি ফল আছে?
লোক জানাজানি, কেন কর ধনি!
পিরীতি ভাঙ্গিবে পাছে?
দাদা বলরাম, করে অন্বেষণ,
ভ্রময়ে নগর মাঝে।
চণ্ডীদাসে কয়, সে যদি জানয়,
সবাই পড়িবে লাজে॥

বিহাগড়া।

(চন্দ্রাবলীর উক্তি।)

কে বলে আমার, তুমি সে রাধার,
তাহার দুখের দুখী।
করিয়া চাতুরী, যাবে বুঝি হরি,
রাধারে করিতে সুখী॥

---

(১) বৃষভানু রাজার ভ্রাতা রত্নভানু রাজার কন্যা।
(২) কামনা। (৩) ইহাতে।

বঁধু হে! তুমিত রাধার নাথ!
তব ভারিভূরি (১), ভাঙ্গিব মুরারি,
রাখিব আপন সাথ॥
এতেক বলিয়া, করেতে ধরিয়া,
চুম্বয়ে বদন চাঁদে।
রসিক নাগর, হইয়া ফাঁফর,
পড়িল বিষম ফাঁদে॥
হেথা সুবদনী (২), সখী সঙে (৩) বাণী,
কহয়ে কাতর ভাষে।
নিশি পোহাইল, পিয়া না আইল,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

ধানশী।

চন্দ্রাবলী সনে, কুসুম শয়নে,
সুখেতে ছিলেন শ্যাম।
প্রভাতে উঠিয়া, ভয়ে ভীত হৈয়া,
আসিলা রাধার ঠাম (৪)॥
গলে পীতবাস, করিয়া সাহস,
দাঁড়াইল রাইয়ের আগে।
দেখে ফুলমালা, তাম্বুলের ডালা,
ফেলিয়াছে রাই রাগে॥
নাগরে দেখিয়া, মানিনী না চান,
আছেন আপন কোপে।

---

(১) আত্ম শ্লাঘা,—জাঁক। (২) শ্রীরাধিকা।
(৩) সঙ্গে। (৪) নিকটে।

ভয়ে যে ভুরুর, ভঙ্গিম দেখিয়া
নাগর তরাসে (১) কাঁপে ॥
রোষেতে নাগরী, থাকিতে না পারি,
নাগরেরে পাড়ে গালি (২)।
চণ্ডীদাস ভণে, লম্পটের সনে,
কথা কৈলে তবু ভালি (৩) ॥

ললিত।

ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে (৪)।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে ॥
বঁধু তোমায় বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদ মুখ চাই ॥
আই আই পড়েছে মুখে কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দূর তোমার মুনির মনোলোভা ॥
খর নখ দশনে অঙ্গ জর জর।
ভালে সে কঙ্কণ দাগ হিয়ার উপর ॥
নীল পাটের শাটী (৫) কোচার বলনী।
রমণী রমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী ॥
সুরঙ্গ যাবক (৬) রঙ্গ উরে (৭) ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা কাযে ॥ (৮)
চারি দিকে চায় নাগর আঁচলে মুখ মুছে।
চণ্ডীদাস কহে লাজ ধুইলে না ঘুচে ॥

---

(১) ত্রাশে। (২) শ্রীকৃষ্ণকে গালি দেন। (৩) ভাল।
(৪) প্রাতঃকালে। (৫) শাড়ী। (৬) আলতা।
(৭) বক্ষঃস্থলে। (৮) প, ক, ত ও পদামৃত সমুদ্র।

রামকেলী।

ছুঁইওনা ছুঁইওনা বন্ধু ঐখানে থাক।
মুকুর (১) লইয়া চাঁদ মুখ খানি দেখ॥ ধ্রু॥

নয়ানের কাজর, বয়ানে লেগেছে,
কালর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া, ওমুখ দেখিলাম,
দিন যাবে আজ ভাল॥
অধরের তাম্বুল, বয়ানে লেগেছে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাও, ফিরিয়া দাঁড়াও,
নয়ন ভরিয়া দেখি॥
চাঁচর কেশের, চিকণ চূড়া,
সে কেন বুকের মাঝে।
সিন্দূরের দাগ, আছে সর্ব্বগায়,
মোরা হলে মরি লাজে॥
নীলকমল, ঝামরু (২) হইয়াছে,
মলিন হইয়াছে দেহ।
কোন্ রসবতী, পেয়ে সুধানিধি,
নিঙড়ে (৩) লয়েছে সেহ॥
কুটিল নয়ানে, কহিছে সুন্দরী,
অধিক করিয়া ত্বরা।
কহে চণ্ডীদাস, আপন স্বভাব,
ছাড়িতে না পারে চোরা॥

(১) দর্পন। (২) মলিন। (৩) নিঙ্গাড়িয়া।

বিভাস।

হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে (১) পরের বাড়ী কোন্ লাজে আস?
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন কলাবতী (২) আজি পেয়েছিল লাগ?
নখ পদ বিরাজিত রুধিরে পূরিত।
আহা মরি কিবা শোভায় করিল ভূষিত॥
কপালে সিন্দূর রেখা অধরে কাজল।
সে ধনী বিহনে তোমার আঁখি ছল ছল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনি।
না ছুঁইও আমি ইহার সব রঙ্গ জানি॥

সিন্ধুড়া।

বঁধু কহনা রসের কথা শুনি!
কেমন কামিনী সঙ্গে, যাপিলা (৩) যামিনী রঙ্গে,
কত সুখে পোহালা রজনী?
নীল নলিনী আভা, কে নিলে অঙ্গের শোভা,
কাজরে মলিন অঙ্গ খানি।
চিকণ চূড়ার ছাঁদ, কে নিলে বরিহা (৪) ফাঁদ,
আজি কেন পিঠে দোলে বেণী?
ধন্য সে বরজ বধূ, যে পিয়ে অধর মধু,
পাষাণে নিশান তার সাখী (৫)।

---

(১) প্রাতে। (২) রসিকা। (৩) কাটাইলে।
(৪) (হিন্দী) উৎকৃষ্ট। (৫) সাক্ষী।

রক্ত উৎপল ফুলে, যৈছে ভ্রমর বুলে,
ঐছন ফিরয়ে দুন আঁখি ॥
রচিয়া সিন্দূরের বিন্দু, কে নিল অমিয়া সিন্ধু,
নাসার ছলে নাকের মুকুতা।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, এ কথা অন্যথা নয়,
ভালে জানে বৃষভানু সুতা ॥

রামকেলী।

এস এস বন্ধু, করুণার সিন্ধু,
রজনী গোঙালে (১) ভালে।
রসিকা রমণী, পেয়ে গুণমণি,
ভালত সুখেতে ছিলে ?
নয়নে কাজর, কপালে সিন্দুর,
ক্ষত বিক্ষত হে হিয়া (২)।
আঁখি ঢর ঢর, পরি নীলাম্বর,
হরি এলে হর সাজিয়া ॥
ধিক্ ধিক্ নারী, পর আশাধারী,
কি বলিব বিধি তোয়।
এমত কপট, ধৃষ্ট, লম্পট, শঠ,
হাতেতে সোঁপিলি মোয় ॥
কাঁদিয়া যামিনী, পোহালাম আমি,
তুমিত সুখেতে ছিলে ?
রতি চিহ্ন সব, লইয়া মাধব,
প্রভাতে দেখাতে এলে ?

(১) কাটাইলে। (২) হৃদয়, বক্ষ।

এই মিনতি রাখ, ঐ খানেতে থাক,
আঙ্গিণাতে না আইস।
ছুঁইলে তোমারে, ধরমে আমারে,
না করিবে পরশ॥
লোক মুখে কত, শুনিতাম যত,
প্রতীত আজি হ'ল সব।
চণ্ডীদাস কয়, নাগর দয়াময়,
এত দয়ার স্বভাব॥

ললিত।

আরে মোর আরে মোর সোণার বঁধুর।
অধরে কাজর দিল কপালে সিন্দূর॥
বদনকমলে কিবা তাম্বুল শোভিত।
পায়ের নখর ঘায় হিয়া বিদারিত॥
না এস না এস বঁধু আঙ্গিণার কাছে।
তোমারে দেখিলে (১) মোর ধরম যাবে পাছে॥
শুনিয়া পরের মুখে নহে পরতীত।
এবে সে দেখিনু তোমার এই সব রীত॥
সাধিলা মনের সাধ যে ছিল তোমারি। (২)
দূরে রহু দূরে রহু (৩), প্রণাম হামারি॥ (৪)

(১) পাঠান্তর—"ছুঁইলে"। প্রা, কা, সং।
(২) বিভিন্ন পাঠ "সাধিলা মনের সাধ কি আর বিচার।" প, ক, ত।
(৩) পাঠান্তর—"দূরে দূরে রহু বঁধু"। প্রা, কা, সং।
(৪) বিভিন্ন পাঠ—"প্রণতি আমার"। প, ক, ত।

চণ্ডীদাস কহে ইহা বলিলা কেমনে ?
চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে ॥ (১)

ললিত।

আহা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে মুখ।
কে সাজাল হেন সাজে হেরে বাসি দুখ ॥
কপালে কঙ্কণ দাগ আহা মরি মরি !
কে করিল হেন কাজ কেমন গোঁয়ারী ?
দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে।
রক্তোৎপল ভাসে যেন নীল সরঃ মাঝে ॥
কেমন পাষাণী যার দেখি হেন রীতি।
কে কোথা শিখাল তারে এ হেন পিরীতি ॥
ছল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই।
কাছে ব'স আঁচলেতে মুখানি মুছাই ॥
বড় কষ্ট পাইয়াছ রজনী জাগিয়া।
চণ্ডীদাস কহে শোও হিয়ায় আসিয়া ॥

রামকেলী।

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।)

শুন শুন সুনয়নি আমার যে রীত।
কহিতে প্রতীত নহে জগতে বিদিত ॥
তুমি না মানিবে তাহা আমি ভাল জানি।
এতেক না কহ ধনি অসম্ভব বাণী ॥
সঙ্গত হইলে ভাল শুনি পাই সুখ।

---

(১) পাঠান্তর—"চোর ধরিলে কেবা ছাড়য়ে এমনে ?" প্রা, কা, সং।

অসঙ্গত হইলে পাইব বড় দুখ ॥ (১)
মিছা কথায় কত পাপ জানহ আপনি।
জানিয়া না মানে যে সেইত পাপিনী ॥
পরে পরিবাদ দিলে ধরমে সয়ে (২) কেনে ?
তাহার এমত বাদ হইবে তখনে ॥
চণ্ডীদাস বলে যেবা মিছা কথা কবে।
সেই সে ঠেকিবে পাপে তোমার কি যাবে ॥

রামকেলী।

(শ্রীরাধিকার প্রত্যুত্তর।)

ভাল ভাল, কালিয়া নাগর,
শুনালে ধরম কথা ?
পরের রমণী মজালে যখন,
ধরম আছিল কোথা ?
চোরার মুখেতে, ধরম কাহিনী,
শুনিয়া পায় যে হাসি।
পাপ পুণ্য জ্ঞান, তোমার যতেক,
জানয়ে বরজবাসী ॥
চলিবার তরে, দেও উপদেশ,
পাতর চাপিয়া পিঠে।
বুকেতে মারিয়া, চাকুর ঘা,
তাহাতে লুণের ছিটে ॥

---

(১) পাঠান্তর—"অসঙ্গত কৈলে কি লাভ শুনিতে না হয় সুখ"।
প্রা, কা, সং

(২) সহিবে।

আর না দেখিব, ওকাল মুখ,
এখানে রহিলে কেনে।
যাও চলি যথা, মনের মানুষ,
যেখানে মন যে টানে॥
কেন দাঁড়াইয়া, পাপিনীর কাছে,
পাপেতে ডুবিবা পাছে!
কহে চণ্ডীদাস, যাও চলি যথা,
ধরমের থলী আছে॥

ধানশী।

(পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

না কর না কর ধনি এত অপমান।
তরুণী হইয়া কেন একে দেখ আন?
বংশী পরশি আমি শপথ করিয়ে।
তোমা বিনু দিবা নিশি কিছু না জানিয়ে॥
ফাগু (১) বিন্দু দেখি সিন্দূর বিন্দু কহ।
কণ্টকে কঙ্কণ দাগ মিছাই ভাবহ॥
এত কহি বিনোদ নাগর চলি যায় ঘর।
চণ্ডীদাস কহে রাই কাঁপে থর থর॥

ধানশী।

ললিতা কহয়ে শুনহে হরি।
দেখে শুনে আর রহিতে নারি॥

(১) আবীর।

শুন শুন ওহে রসিক রাজ।
এই কি তোমার উচিত কাজ॥
উচিত কহিতে কাহার ডর।
কিবা সে আপন কিবা সে পর॥
শিশু কাল হ'তে স্বভাব চুরি।
সে কি পারে রহিতে ধৈর্য্য ধরি॥
এক ঘরে যদি না পোশে তায়।
ঘরে ঘরে ফিরে পায় কি না পায়॥
সোণা লোহা তামা পিতল কি বাছে।
চোরের কি কখন নিবৃত্তি আছে॥
এ রস দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
চোরের কখন মন শুদ্ধ নয়॥ *

ধানশী।

কনক — বরণ (১) করিয়া মনে।
ভ্রমই মাধব গহন বনে॥
হিমকর হেরি মূরছি পড়ি॥ (২)
ধূলায় ধূসর যাওত গড়ি॥
অপরাধী আমি কোথায় যাব?
রাই সুধামুখী কেমনে পাব?
এতেক কহিতে মিললি রাই।
চণ্ডীদাস তব জীবন পায়॥ †

---

(১) শ্রীরাধিকা।

(২) চন্দ্রকে দেখিয়া শ্রীরাধার মুখচন্দ্র মনে উদয় হইয়া শ্রীকৃষ্ণ মূচ্ছিত হইলেন।

* পদার্ণব সারাবলী। † লীলাসমুদ্র।

মান।

ভাটিয়ারি।

রামা হে কি আর বলিব আন।
তোহারি চরণে শরণ সো হরি
অবহুঁ (১) না মিটে মান॥
গোবর্দ্ধন গিরি বাম করে ধরি,
যে কৈল গোকুল পার।
বিরহে সে ক্ষীণ, করের কঙ্কণ
মানয়ে গুরুয়া ভার॥
কালীয় দমন করল যেমন,
চরণ যুগল বরে।
এবেসে ভুজঙ্গ, ভরমে ভুলল,
হৃদয়ে না ধরে হারে॥
সহজে চাতক না ছাড়য়ে প্রীত,
না বৈসে নদীর তীরে।
নব জলধর, বরিখন বিন্দু,
না পিয়ে তাহার নীরে॥
যদি দৈব দোষে, অধিক পিয়াসে,
পিবয়ে হেরিয়ে থোর।
তবহুঁ তাহারি নাম সোঙরিয়া,
গলয়ে শতগুণ লোর॥

---

(১) এখনও।

চণ্ডীদাস বাণী, শুন বিনোদিনি,
কি আর করহুঁ মান।
তুয়া অনুগত, শ্যাম মরকত,
তো বিনু ভাবে না আন ॥ *

সুহই

শুনলো	রাজার	ঝি।
লোকেনা	বলিবে	কি ?
মিছই	করসি	মান। (১)
তোবিনু	জাগল	কান ॥
আনত	সঙ্কেত	করি।
তাহা	জাগাইলা	হরি ॥
উলটি	করসি	মান।
বড়ু	চণ্ডীদাস	গান ॥

বসন্ত।

এ ধনি মানিনি মান নিবার (২)।
আবীরে অরুণ শ্যাম অঙ্গ মুকুর পর,
নিজ প্রতিবিম্ব নেহার (৩) ॥

পাঠান্তর { চণ্ডীদাস ভণে, শুন বিনোদিনী, কি আর বলিব তোয়।
শ্যাম রতন, জগত জীবন, না ঠেল মানেতে মোয় ॥

* হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ। (১) মিছা মান করিতেছ।
(২) নিবারণ কর—ত্যাগ কর। (৩) দেখ।

তুহুঁ এক রমণী, শিরোমণি রসবতী,
কোন্ ঐছে জগমাহ ? (১)
তোহারি সমুখে, শ্যাম সহ বিলসব (২),
কৈছন রস নিরবাহ (৩) ?
ঐছন সহচরী বচন হৃদয়ে ধরি,
সরমে ভরমে মুখ ফেরি।
ঈষৎ হাসি সনে, মান তেয়াগল,
উলসিত (৪) দুহেঁ দোঁহা হেরি ॥
পুন সব জন মেলি করয়ে বিনোদ কেলি,
পিচকারি করি হাতে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস * আবীর যোগাওত,
সকল সখীগণ সাথে ॥

ধানশী।

আপন শির হাম, আপন হাতে কাটিনু,
কাহে (৫) করিনু হেন মান ?
শ্যাম সুনাগর, নটবর শেখর,
কাঁহা সখি করল পয়ান ? (৬)
তপ বরত কত, করি দিন যামিনী,
যো (৭) কানু, কো (৮) নাহি পায়।

---

(১) তুমি রসিকা রমণীর শিরোমণি, তোমার তুল্য জগতের মধ্যে কে আছে।
(২) বিলাস করিবে। (৩) নির্ব্বাহ। (৪) উল্লাসিত।
(৫) কেন। (৬) সখী কোথায় গমন করিল ?
(৭) যে। (৮) কেহ।
* গীতরত্নাবলী এবং পদসমুদ্র গ্রন্থে দ্বিজ হরি দাসের ভণিতাযুক্ত দৃষ্ট হয়।

হেন অমূল ধন মঝু (১) পদে পড়ায়ল,
কোপে মুঞি ঠেলিনু পায় ॥
আরে সই! কি হবে উপায়?
কহিতে বিদরে হিয়া, ছাড়িনু সে হেন পিয়া,
অতি ছার মানের দায় ॥
জনম অবধি মোর, এশেল রহিবে বুকে,
এ পরাণ কি কাজ রাখিয়া?
কহে বড়ু চণ্ডীদাস কি ফল হইবে বল,
গোড়া কেটে আগে জল দিয়া?

শ্রীরাগ।

রাই মুখে শুনল ঐছন বোল।
সখীগণ কহে ধনি নহ উতরোল (২) ॥
তুয়া মুখ দরশন পায়ল সেহ।
কৈছে আছল কছু সমুঝল এহ ॥
তুহুঁ কাহে এত উৎকণ্ঠিত ভেল।
তোহে হেরি সো আকুল ভৈ গেল (৩) ॥
ঐছে বিচার করত যাঁহা রাই।
তুরিতহি এক সখী মিলল তাই ॥
"এ ধনি পদুমিনি (৪) কর অবধান।
তোহারি নিয়ড়ে (৫) মুঝে ভেজল কান ॥
চণ্ডীদাস কহে বিধুমুখী রাই।
অতিশয় ব্যাকুল ভেল কানাই ॥ *

(১) আমার। (২) নহ উতরোল—ব্যাকুল হইও না।
(৩) হইয়া গেল। (৪) পদ্মিনী। (৫) নিকটে।
* হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ।

ধানশী।

রাইক ঐছন সকরুণ ভাষ।
শুনি সখী আয়ল কানুক পাশ॥
কহইতে সকল সম্বাদ।
গদ গদ করই বিষাদ॥
চল চল নাগর রস শিরোমণি।
তুয়া বিনু রাধিকা অধিক তাপিনী॥
চণ্ডীদাস কহে বিনোদ রায়।
ঝাট চল রাইক মাঝ হৃদয়॥ *

শ্রীরাগ।

আসি সহচরী, কহে ধিরি ধিরি,
শুনহ নাগর রায়।
অনেক যতনে, ঘুচাইলাম মানে,
ধরিয়া রাইয়ের পায়॥
তবে যদি আর, মান থাকে তার,
মানবি আপন দোষ।
তোমার বদন, মলিন দেখিলে,
ঘুচিবে এখনি রোষ॥
তুরিত গমনে, এস আমা সনে,
গলেতে ধরিয়া বাস।
সো হেন নাগর, হইয়া কাতর,
দাঁড়াইল রাইয়ের পাশ॥

---

* হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ।

রাই কমলিনী, হেরি গুণমণি,
বঁধুয়া লইল কোলে।
তুহুঁক হৃদয়ে আনন্দ বাড়িল,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে॥

ধানশী।

ললিতার বাণী, শুনি বিনোদিনী
প্রসন্ন বদনে কয়।
আমিত কেবল তোদের অধীন,
যা বল শুনিতে হয়॥
সখি তোরা মোর কর এহি হিতে।
আর যেন কখন, না করে এমন,
পুছ উহায় ভাল মতে॥
পুন যদি আর, এমত ব্যাভার
করয়ে এ ব্রজ ভূমে।
উহার প্রণতি শ্রবণ গোচরে
না করিব এ জনমে॥
এত শুনি হরি গলে বাস ধরি
কহয়ে কাতর বাণী।
শুন বিনোদিনি জনমে জনমে
আমি আছি প্রেমে ঋণী॥
এত শুনি গোরি (১), দু বাহু পসারি (২)
বঁধুয়া করিল কোলে।

(১) শ্রীরাধিকা। (২) প্রসারণ করিয়া।

এই খানে হয়, রসামৃত ময়,
চণ্ডীদাসে ইহা বলে॥

ধানশী।

ছিছি মানের লাগি, শ্যাম বঁধুরে,
হারাইয়া ছিলাম।
শ্যামল স্থন্দর, মধুর মূরতি,
পরশে শীতল হৈলাম॥
শ্রীমধুমঙ্গলে (১), আন কুতূহলে,
ভুঞ্জাও (২) ওদন (৩) দধি।
হারাধন যেন, পুনহি মিলল,
সদয় হইল বিধি॥
নিজ স্থখরসে, পাপিনী পরশে,
না জানে পিয়াক স্থখ।
কহে চণ্ডীদাসে, এ লাগি আমার,
মনেতে উঠয়ে দুখ॥

স্থহই।

ছিছি দারুণ, মানের লাগিয়া,
বঁধুরে হারাইয়া ছিলাম।
শ্যাম স্থন্দর, রূপ মনোহর,
দেখিয়া পরাণ পেলাম॥

---

(১) "বিশেষ রহস্যকারী বিদূষক দল। তার মধ্যে বিশেষতঃ শ্রীমধুমঙ্গল। শ্রীকৃষ্ণ থাকেন যবে প্রিয়গণ সনে। তথায় যাইতে নারে নর্ম্ম সখাগণে॥"
—ভক্তমাল।

(২) ভোজন করাও। (৩) অন্ন।

সই ! জুড়াইল মোর হিয়া।
শ্যাম অঙ্গের, শীতল পবন,
তাহার পরশ পাইয়া ॥ ধ্রু।
তোরা সখিগণ, করাহ সিনান,
আনিয়া যমুনা নীরে।
আমার বন্ধুর, যত অমঙ্গল,
সকল যাউক দূরে ॥
শ্রীমধু মঙ্গলে, আনহ সকলে,
ভুঞ্জাহ (১) পায়স দধি।
বন্ধুর কল্যাণে, দেহ নানা দানে, (২)
আমারে সদয় বিধি ॥
কহে চণ্ডীদাস, শুনহ নাগর,
এমত উচিত নয়।
না দেখিলে যুগ শতেক মানয়ে,
ইথে কি পরাণ রয় ॥

শ্রীরাগ।

রাইয়ের বচন, শুনি সখীগণ,
আনল যমুনা বারি :
নাগর সুন্দর, সিনান করল,
উলসিত ভেল গোরি ॥ (৩)

(১) ভোজন করাও। (২) নানা প্রকার দান কর।
(৩) শ্রীরাধিকা পুলকিত হইলেন।

ললিতা আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
পরায়ল পীত বাস।
পরিয়া বসন, হরষিত মন,
বসিলা রাইক পাশ॥
রাই বিনোদিনী, তেড়ছ চাহনি,
হানল বন্ধুর চিতে।
নাগর সুন্দর, প্রেমে গর গর,
অঙ্গ চাহে পরশিতে॥
মনে আছে ভয়, মানের সঞ্চয়,
সাহস নাহিক হয়।
অতি সে লালসে, না পায় সাহসে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥

কলহান্তরিতা।

ধানশী।

আসিয়া নাগর, সমুখে দাঁড়াইল,
গলে পীতবাস লৈয়া।
সোচান্দ বদনে, ফিরি না চাহলি,
তো বড়ি নিঠুর মায়্যা॥ (১)
সো শ্যাম নাগর, জগত দুর্ল্লভ,
কিসের অভাব তার।
তোমাহেন কত, কুলবতী সতী,
দাসী হইয়াছে যা'র॥
তার চূড়া মেনে, সুখেতে থাকুক,
তাহে ময়ূরের পাখা।
তোমা হেন কত, কুলবতী সতী,
দুয়ারে পাইবে দেখা॥
অভিমানী হৈয়া, মোরে না কহিয়া,
তেজলি (২) আপন সুখে।
আপনার শেল, যতনে আপনি,
হানিলি আপন বুকে॥

"মান অন্তে প্রিয়ের বিচ্ছেদে যে সূচন।
অনুতাপে সেই কলহান্তরিতার লক্ষণ॥"

—ভক্তমাল।

(১) তুই বড়ই নিষ্ঠুর মেয়ে। (২) ত্যাগ করিলি।

মনের আগুণে, মরহ পুড়িয়া,
নিভাইবা আর কিসে?
শ্যাম জলধর, আর না মিলিবে,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

বিভাস।

উহাঁর নাম করো না নামে মোর নাহি কাজ।
উনি করেছেন ধর্ম্ম নষ্ট ভুবন ভরি লাজ॥
উনি নাটের গুরু সই উনি নাটের গুরু।
উনি করেছেন কুলের বাহির নাচাইয়া ভুরু॥
এনে চন্দ্র হাতে দিল যখন ছিল উহাঁর কাজ।
এখন উহাঁর অনেক হলো আমরা পেলাম লাজ॥
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলী আদেশে।
উহাঁর সনে লেহ, (১) করে তনু হইল শেষে॥ *

(১) পিরীতি।

* হস্তলিখিত পুস্তক।

প্রবাস।

ধানশী।

ললিতার কথা শুনি, হাসি হাসি বিনোদিনী
কহিতে লাগিল ধনী রাই।
"আমারে ছাড়িয়া শ্যাম, মধু পুরে যাইবেন,
এ কথাত কভু শুনি নাই॥
হিয়ার মাঝারে মোর, এ ঘর মন্দিরে গো,
রতন পালঙ্ক বিছা আছে।
অনুরাগের তুলিকায়, বিছান হয়েছে তায়,
শ্যাম চাঁদ ঘুমায়ে রয়েছে॥
তোমরা যে বল শ্যাম, মধুপুরে যাইবেন,
কোন পথে বন্ধু পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে, বাহির করিয়া দিব,
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে?"
শুনিয়া রাইয়ের কথা, ললিতা চম্পকলতা,
মনে মনে ভাবিল বিস্ময়।
চণ্ডীদাসের মনে, হরষ হইল গো,
ঘুচে গেল মাথুরের ভয়॥ *

প্রবাস লক্ষণ :—

"প্রেয়সী ছাড়িয়া প্রিয় দূর দেশে যায়।
তাহাকেই রীত এই প্রবাস কহয়॥"—ভক্তমাল।

* পদসমুদ্র।

ধানশী।

সখিরে মথুরা মণ্ডলে পিয়া (১)।
আসি আসি বলি, পুন না আসিল,
কুলিশ-পাষাণ হিয়া॥
আসিবার আশে; লিখিনু দিবসে,
খোয়াইনু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে, পথ নিরখিতে,
দু'আঁখি হইল অন্ধ॥
এ ব্রজ মণ্ডলে, কেহ কি না বলে,
আসিবে কি নন্দ লাল?
মিছা পরিহার, ত্যজিয়ে বিহার,
রহিব কতেক কাল?
চণ্ডীদাস কহে মিছা আসা আশে,
থাকিব কতেক দিন?
যে থাকে কপালে, করি একেকালে,
মিটাইব আখর তিন (২)॥

সুহই।

কানু 'অঙ্গ পরশে শীতল হ'ব কবে।
মদন দহন জ্বালা কবে সে ঘুচিবে?
বয়ানে বয়ান (৩) হরি কবে সে ধরিবে?
বয়ানে বয়ান দিলে হিয়া (৪) জুড়াইবে॥

---

(১) প্রিয়—কৃষ্ণ। (২) পিরীতি অথবা বিরহ।
(৩) বদন। (৪) হৃদয়।

করে ধরি পয়োধর কবে সে চাপিবে?
দুখ দশা ঘুচি তবে সুখ উপজিবে॥
বাশুলী এমন দশা কবে সে করিবে?
চণ্ডীদাসের মনোদুঃখ তবে সে ঘুচিবে॥

সিন্ধুড়া।

পিয়া গেল দূর দেশ হম অভাগিনী।
শুনিতে না বাহিরায় এ পাপ পরাণি॥
পরসে সোঙরি মোর সদা মন ঝুরে।
এমন গুণের নিধি লয়ে গেল পরে॥
কাহারে কহিব সই আনি দিবে মোরে।
রতন ছাড়িয়া গেল ফেলিয়া পাথারে॥
চণ্ডীদাস কহে কেন এমতি করিবে।
কানু সে প্রাণের নিধি আপনি মিলিবে॥ *

সুহই।

অগোর চন্দন চুয়া দিব কার গায়।
পিয়া বিনু হিয়া মোর ফাটিয়া যে যায়॥
তাম্বুল কর্পূর আদি দিব কার মুখে।
রজনী বঞ্চিব আমি কারে ল'য়া সুখে॥
কার অঙ্গ পরশে শীতল হবে দেহা।
কান্দিয়া গোঙাব কত না ছুটিল লেহা॥
কোন্ দেশে গেল পিয়া মোরে পরিহরি।
তুমি যদি বল সই বিষ খাইয়া মরি॥

---

* পদসমুদ্র।

পিয়ার চূড়ার ফুল গলায় গাঁথিয়া।
আনহ অনল সই মরিব পুড়িয়া॥
সে গুণ সোঙরি মোর পাঁজর খসি যায়।
দহনে দগধে মোর এ পাপ হিয়ায়॥
তোমরা চলিয়া যাহ আপনার ঘরে।
মরিব অনলে আমি যমুনার তীরে॥
চণ্ডীদাসে বলে কেন কহ হেন কথা।
শরীর ছাড়িলে প্রীতি রহিবেক কোথা॥ *

তুড়ি।

অকথ্য বেদনা সই কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কান্দে তার চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতলি যেন ধূলায় লুটায়॥
পুছয়ে পিয়ার কথা ছল ছল আঁখি।
"তুমি কি দেখেছ কালা কহনারে সখি॥"
চণ্ডীদাস কহে কান্দ কিসের লাগিয়া।
সে কালা রহেছে তোমার হৃদয়ে লাগিয়া॥ *

ধানশী।

কালি বলি কালা, গেল মধুপুরে,
সে কালের কত বাকি?
যৌবন সায়রে, (১) সরিতেছে ভাঁটা,
তাহারে কেমনে রাখি?

---

(১) সাগরে।

* পদসমুদ্র।

জোয়ারের পানী, নারীর যৌবন,
গেলে না ফিরিবে আর ?
জীবন থাকিলে, বঁধুরে পাইব,
যৌবন মিলন ভার॥
যৌবনের গাছে, না ফুটিতে ফুল,
ভ্রমরা উড়িয়া গেল।
এ ভরা যৌবন, বিফলে গোঙানু,
বঁধু ফিরে নাহি এল॥
যাও সহচরি, জানিয়া আসহ,
বঁধুয়া আসে না আসে।
নিঠুরের পাশ, আমি যাই চলি,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

সিন্ধুড়া।

সখিরে, বরষ (১) বহিয়া গেল, বসন্ত আওল(২),
ফুটল মাধবী লতা।
কুহু কুহু করি, কোকিল কুহরে (৩),
গুঞ্জরে ভ্রমরী যতা (৪)॥
আমার মাথার কেশ, সুচারু অঙ্গের বেশ,
পিয়া যদি মথুরা রহিল।
ইহ নব যৌবন, পরশ রতন ধন,
কাচের সমান ভেল॥

---

(১) বর্ষ, বৎসর। (২) আসিল।
(৩) কূজন করে, ডাকে। (৪) যত।

কোন্ সে নগরে, নাগর রহল,
নাগরী পাইয়া ভোর।
কোন গুণবতী, গুণেতে বেঁধেছে,
লুবধ ভ্রমর মোর॥ (১)
যাও সহচরি, মথুরা মণ্ডলে,
বলিও আমার কথা।
পিয়া এই দেশে, আ'সে বা না আসে,
জানিয়া আইস হেথা॥
বিধুমুখী বোলে, সহচরী চলে,
নিদয় নিঠুর পাশ।
সহচরী সনে, ভণয়ে ভর্ৎসয়ে,
কবি বড়ু চণ্ডীদাস॥

কানড়া।

সখি, কহবি কানুর পায়।
সে সুখ সায়র, দৈবে শুকায়ল (২),
তিয়াষে (৩) পরাণ যায়॥
সখি, ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া, বোল না তেজবি (৪),
মাগিয়া লইবি বর॥

(১) আমার লোভী ভ্রমর—শ্রীকৃষ্ণ। লুবধ, লম্পট, লোভী।
(২) শুষ্ক হইল। (৩) পিপাসায়।
(৪) কথা কহিতে ছাড়িও না।

সখি, যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে, করিনু ভাবনে (১),
বিহি (২) সে করল বাদ॥
সখি, হাম সে অবলা তায়।
বিরহ আগুণ, হৃদয়ে দ্বিগুণ, (৩)
সহন নাহিক যায়॥
সখি, বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে, আইসে, করিবে, (৪)
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ॥

(১) চিন্তন। (২) বিধি।
(৩) পাঠান্তর—"দহয়ে দ্বিগুণ"। প, ক, ত।
(৪) বিভিন্ন পাঠ—"আইসে সে জন"। ঐ।

মাথুর।

ধানশী।

শ্যাম শুকপাখী, সুন্দর নিরখি,
রাই ধরিল নয়ান ফান্দে।
হৃদয় পিঞ্জরে, রাখিল সাদরে,
মনোহি শিকলে বান্ধি (১)॥
তারে প্রেম সুধা নিধি দিয়ে।
তারে পুষি পালি, ধরাইল বুলি,
ডাকিত রাধা বলিয়ে॥
এখন হয়ে অবিশ্বাসী, কাটিয়া আকুসি (২),
পলায়ে এসেচে পুরে (৩)।
সন্ধান করিতে, পাইনু শুনিতে,
কুবুজা (৪) রেখেছে ধরে॥
আপনার ধন, করিতে প্রার্থন,
রাই পাঠাইল মোরে।
চণ্ডীদাস দ্বিজ, তব তজবিজে (৫),
পেতে পারে কি না পারে॥

(১) তাহাকে হৃদয় পিঞ্জরে মন শিকলে বাঁধিয়া অতি আদর করিয়া রাখিল।

(২) শিকলের কড়া যাহা দ্বারা পাখীর পা আবদ্ধ রাখা হয়।

(৩) মথুরাপুরে। (৪) সাধারণী রসের পাত্রী। (৫) বিচারে।

শ্রীরাগ।

বিরহ কাতরা, বিনোদিনী রাই,
পরাণে বাঁচে না বাঁচে।
নিদান (১) দেখিয়া, আসিনু হেথায়,
কহিনু তোহারি (২) কাছে॥
যদি দেখিবে তোমার প্যারী (৩)।
চল এইক্ষণে, রাধার শপথ (৪),
আর না করিও দেরি॥
কালিন্দী পুলিনে (৫), কমলের শেজে,
রাখিয়া রাইয়ের দেহ।
কোন সখী অঙ্গে, লিখে শ্যাম নাম,
নিশ্বাস হেরয়ে কেহ॥
কেহ কহে তোর, বঁধুয়া আসিল,
সে কথা শুনিয়া কাণে।
মেলিয়া নয়ন, চৌদিশ নেহারে (৬),
দেখিয়া না সহে প্রাণে॥
যখন হইনু, যমুনা পার,
দেখিনু সখীরা মেলি।
যমুনার জলে, রাখে অন্তর্জলে,
রাই দেহ হরি বলি॥

(১) অবসান, অন্তিমকাল। (২) তোমার।
(৩) শ্রীরাধিকার অপর নাম। (৪) রাধার দিব্য।
(৫) কালিন্দী তীরে। কালিন্দী, যমুনা।
(৬) চৌদিকে তাকায়।

দেখিতে যদ্যপি, সাধ থাকে তব,
ঝাট (১) চল ব্রজে যাই।
বলে চণ্ডীদাসে, বিলম্ব হইলে,
আর না দেখিবে রাই॥

শ্রীরাগ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্, তোরে রে কালিয়া,
কে তোরে কুবুদ্ধি দিল?
কেবা সেধে ছিল, পিরীতি করিতে,
মনে যদি এত ছিল?
ধিক্ ধিক্ বঁধু, লাজ নাহি বাস,
না জান লেহের (২) লেশ।
এক দেশে এলি, অনল জ্বালায়ে,
জ্বালাইতে আর দেশ॥
অগাধ জলের, মকর যেমন,
না জানে মিঠ কি তীত (৩)।
সুরস পায়স, চিনি পরিহরি,
চিটাতে আদর এত?
চণ্ডীদাস ভণে, মনের বেদনে,
কহিতে পরাণ ফাটে।
তোমার সোণার প্রতিমা, ধূলায় গড়াগড়ি,
কুবুজা বসিল খাটে॥

---

(১) শীঘ্র। (২) পিরীতের, স্নেহের। (৩) ঝাল।

শ্রীরাগ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্, নিঠুর কালিয়া,
তোরে যে এ বুদ্ধি দিল।
কেবা সেধে ছিল পিরীতি করিতে,
মনে যদি এত ছিল॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্, নিঠুর কালিয়া
লাজের নাহিক লেশ।
এক দেশে এলি অনল জ্বালায়ে,
জ্বালাইতে আর দেশ॥
জনম অবধি, কালিয়া বদন,
না ধুলি লাজের ঘাটে হে।
ব্রজ গোপীদে' হ'তে, মথুরা নাগরী,
কত রূপে গুণে বটে হে॥
কিম্বা কুবুজা, নামে কুবুজিনী,
তেঞিও সে লেগেছে মনে।
আপনি যেমন ত্রিভঙ্গ মুরারী,
বিহি মিলায়েছে জেনে॥
কিম্বা কুবুজা গুণে গুণবতী,
গুণেতে করেছে বশ।
পিরীতি সুখের, কি জানে যজিতে,
কিবা সে রেখেছে যশ॥
যতেক তোমারে, পিরীতি করুক,
তেমন পিরীতি হ'বে না।
রাধা নাথ বিনে, কুবুজার নাথ,
কেহ ত তোমারে ক'বে না॥

কি আর কহিব, মনের বেদনা,
কহিতে যে দুখ পাই।
চণ্ডীদাস কহে, কহিতে বেদনা,
পরাণ কাটিয়া যায়॥ *

সুহিনী।

হে কুবুজার বন্ধু। (১)
পাসরেছ রাই মুখইন্দু॥ (২)
হে পাগধারী। (৩)
পাসরেছ নবীন কিশোরী॥
রাই পাঠা'ল মোরে।
দাসখত (৪) দেখাবার তরে॥

---

(১) সখীরা শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধিকার বন্ধু ভিন্ন জানিতেন না, মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণ কুবুজাকে রাণী করিয়াছেন দেখিয়া সখীশ্লেষপূর্ব্বক "কুবুজার বন্ধু" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

(২) রাই মুখ চন্দ্রমা কি তোমার মনে নাই—ভুলিয়া গিয়াছ?

(৩) মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণ রাজবেশে রহিয়াছেন। সখীরা সে বেশ কখন দেখেন নাই, সেই জন্য ব্যঙ্গছলে সখী "পাগধারী" সম্বোধন করিতেছেন।

(৪) শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার নিকট দাসখত লিখিয়া দিয়াছিলেন।

দাসখত বর্ণনা—

"ইয়াদি কিদ্দ, গুণ সমুদ্র, শত সাধু শ্রীরাধা।
সদুদারস্য, চরিত্ত তস্য, পূরাহ মন সাধা॥
তস্য খাতক, হরি নায়ক, বসতি ব্রজপুরি।
কস্য করজ, পত্রমিদং লিখিল্লাম সুকুমারি॥
ইহার লভ্য, পাইবা ভব্য, বাঞ্ছা তিন করিয়া।
সুদ সমেত, শোধ করিব, সব কলিযুগ ভরিয়া॥
এই করারে, রাই তোমারে, খত দিলাম লিখি।
ললিতাদি, মুঞ্জরি সখী, রহল ইহাতে সাক্ষী॥"

গী, র, ব।

* হস্তলিখিত পুস্তক।

যাতে মোরা আছি সাখী (১)।
পদতলে নাম দিলে লেখি ॥
তুমি ব্রজে যা'বে যবে।
করতালি বাজাইব সবে ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
গালি দিব যত আছে মনে ॥

বেলাবলী।

রাই'র দশা (২) সখীর মুখে।
শুনিয়া নাগর মনের দুখে ॥
নয়নের জলে বহয়ে নদী।
চাহিতে চাহিতে হরল সুধী (৩) ॥
অব্ (৪) যতনে ধৈরজ ধরি।
বরজ গমন ইচ্ছিল হরি (৫) ॥
আগে আগুয়ান (৬) করিয়া তার।
সখী পাঠাওল কহিয়া সার ॥
"এখনি আসিছি মথুরা হৈতে।
ইথে আন ভাব না ভাব চিতে ॥"
অধিক উল্লাসে সখিনী ধায়।
বড়ু চণ্ডীদাস তাহাই গায় ॥

(১) সাক্ষী। (২) অবস্থা। (৩) জ্ঞান; বুদ্ধি।
(৪) পাঠান্তর—"অনেক"। প, ক, ল।
(৫) হরি ব্রজে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। (৬) অগ্রসর।

ধানশী।

সই জানি কু-দিন সু-দিন ভেল (১)।

মাধব মন্দিরে, তুরিতে (২) আওব,
কপাল কহিয়া গেল॥ ধ্রু

চিকুর ফুরিছে, (৩) বসন খসিছে,
পুলক যৌবন ভার।

বাম অঙ্গ আঁখি, সঘনে নাচিছে, (৪)
দুলিছে হিয়ার হার॥

প্রভাত সময়ে, কাক কোলাকুলি,
আহার বাঁটিয়া খায়।

পিয়া আসিবার, নাম সুধাইতে (৫),
উড়িয়া বসিল তায়॥

মুখের তাম্বুল, খসিয়া পড়িছে,
দেবের মাথার ফুল।

চণ্ডীদাস কহে, সব সুলক্ষণ,
বিহি ভেল অনুকূল॥ (৬)

(১) হইল। (২) শীঘ্র। (৩) স্ফুরণ হইতেছে।
(৪) স্ত্রীলোকের বাম অঙ্গ ও বাম আঁখি নৃত্য করা শুভ লক্ষণ।
(৫) জিজ্ঞাসা করিতে। (৬) বিধি অনুকূল হইল।

ভাব সম্মিলন।

বেলাবলী।

নন্দের নন্দন চতুর কান (১)।
মিলিল আসিয়া হৃদয়ে জান॥
যাহার যেমত পিরীতি গাঢ়া (২)।
তাহারে তেমতি করিলা বাঢ়া॥
মথুরা হৈতে এখনি হরি।
আইল বলিয়া শবদ করি॥
আপন ঘরে আপনি গেলা।
পিতা মাতা জনু (৩) পরাণ পাইলা॥
কোলেতে করিয়া নয়ান জলে।
সেচন করিয়া কাঁদিয়া বলে॥
আর দূর দেশে না যাবে তুমি।
বাহির আর না করিব আমি॥ (৪)
এত বলি কত দেওল চুম্ব (৫)।
বারে বারে দেখে মুখারবিন্দ॥
ঐছন মিলল সকল সখা।
আর কত জন কে করু লেখা॥ (৬)

ভাব সম্মিলন—বিচ্ছেদান্তে মিলন।

(১) কানাই। (২) গাঢ়। (৩) যেন।

(৪) পাঠান্তর—"মরিব তবে এবারে আমি"। পদামৃত সমুদ্র।

(৫) চুম্বন। (৬) আর কত জন কে তাহার সংখ্যা করে।

খাওয়াইয়া পিয়াইয়া শোয়াল ঘরে।
ঘুমাক বলিয়া যতন করে॥
তখন বুঝিয়া সময় পুন। } (১)
আওল যমুনা তীরক বন॥
রাইয়ের নিকটে পাঠাইলা দূতী।
বড়ু চণ্ডীদাস কহয়ে সতি *॥

সুহই।

কিয়ে শুভ দরশনে, উলসিত লোচনে,
দুহুঁ দোহাঁ হেরি মুখ ছাঁদে।
তৃষিত চাতক, নব জলধরে মিলল,
ভুখিল চকোর চান্দে॥
আধ নয়ানে, দুহুঁ রূপ নিহারই,
চাহনি আনহি ভাঁতি।
রসের আবেশে, দুহুঁ অঙ্গ হেলাহেলি,
বিছুরল প্রেম সাঙ্গাতি॥
শ্যাম সুখময় দেহ, গোরী পরশে সেহ,
মিলায়ল যেন কাঁচা ননী।
রাই তনু ধরিতে নারে, আলাইল আনন্দ ভরে,
শিরিশ কুসুম কমলিনী॥
অতসি কুসুম সম, সম শ্যাম সুনায়র,
নায়রী চম্পক গোর।
নব জলধরে জনু, চাঁদ আগোরল,
ঐছে রহল শ্যাম কোর॥

---

(১) পদামৃত সমুদ্র। * সত্য।

বিগলিত কেশ কুন্তল, শিখি চন্দ্রক,
বিগলিত নিতল নিচোল।
দুহুঁক প্রেম রসে, ভাসল নিধুবন
উছলল প্রেম হিলোল॥
চণ্ডীদাস কহে, দুহুঁ রূপ নিরখিতে,
বিছুরল ইহ পরকাল।
শ্যাম সুঘড় বর সুন্দর রস রাজ,
সুন্দরী মিলই রসাল॥ *

সুহই

শতেক বরষ পরে, বঁধুয়া মিলল ঘরে,
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।
হারানিধি পাইনু বলি, লইয়া হৃদয়ে তুলি,
রাখিতে না সহে অবকাশ॥
মিলল দুহুঁ তনু কিবা অপরূপ!
চকোর পাইল চাঁদ, পাতিয়া পিরীতি ফাঁদ,
কমলিনী পাওল মধুপ॥
রস ভরে দুহুঁ তনু, থর থর কাঁপই,
ঝাঁপই দুহুঁ দোঁহা আবেশে ভোর।
দুহুঁক মিলনে আজি, নিভাওল আনল,
পাওল বিরহক ওর॥ (১)
রতন পালঙ্ক পর, বৈঠল (২) দুহুঁ জন,
দুহুঁ মুখ হেরই দুহুঁ আনন্দে।

(১) বিরহ দূরে গেল। (২) বসিল। * হস্তলিখিত পুস্তক।

হরষ সলিল ভরে, হেরই না পারই,
অনিমিষে রহল ধন্দে॥
আজি মলয়ানীল, মৃদু মৃদু বহত,
নিরমল চাঁদ প্রকাশ। (১)
ভাব ভরে গদগদ, চামর ঢুলায়ত,
পাশে রহি চণ্ডীদাস॥

সুহই।

ভাবোল্লাসে ধনী, বঁধুরে পাইয়া,
ভাবে গদ গদ কয়।
ব্রজ পিরীতের, প্রদীপ জ্বালিয়ে;
দীপ কি নিভা'তে হয়॥
কালিয়া কুটিল স্বভাব তোমার,
কপট পিরীতি যত।
ভূরু নাচাইয়ে, মুচকি হাসিয়ে,
অবলা ভুলাইলে কত॥
পিরীতি রসের রসিক বোলাও,
পিরীতি বুঝিতে নার।
মথুরা নগরের, যত নাগরীর,
পিরীতের ধার ধার॥
শুন গিরি ধারী, মথুরা বিহারী,
নারী বধে নাহি ভয়।

(১) এত দিন শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন হেতু মলয়ানীল বহে নাই এবং নির্ম্মল চন্দ্র উদয় হয় নাই আজ তাঁহার আগমনে যেন মলয়ানীল মৃদু মৃদু বহিতেছে এবং নির্ম্মল চন্দ্র উদয় হইয়াছে।

পিরীতি করিয়ে, তোমারে ভজিলে,
শেষে কি এই দশা হয়॥
পিরীতি করিলে, কেন দগধিলে,
বিরহ বেদনা দিয়ে।
কালীয়া কঠিন, দয়া হীন জন,
তোর নিদারুণ হিয়ে॥
সোই রসিকতা, পিরীতি মমতা,
সমতা হইলে রাখে।
পিরীতি রতন, রসের গঠন,
কুটিলাতে নাহি থাকে॥
পিরীতির দায়, প্রাণ ছাড়া যায়,
পিরীতি ছাড়িতে নারে।
পিরীতি রসের পসরা তা নাকি,
রাখালে বহিতে পারে॥
যে জনা রসিক, রসে ঢর ঢর,
মরমি যে জন হয়।
হেরে রেরে করে, ধবলী চরায়,
সে জনা রসিক নয়॥
রসিকের রীতি, সহজ সরল
রাখালে তাই কি জানে।
চণ্ডীদাস কহে, রাধার গঞ্জনা (১),
সুধা সম কানু মানে॥ *

(১) পাঠান্তর—"রাধার ভৎর্সনা।"

* হস্তলিখিত পুস্তক।

সুহই।

শুন শুন হে রসিক রায়।
তোমারে ছাড়িয়া, যে সুখে আছিনু,
নিবেদি (১) যে তুয়া পায়॥ *
না জানি কি ক্ষণে, কুমতি হইল,
গৌরবে ভরিয়া গেনু।
তোমা হেন বঁধু হেলায়ে হারায়ে,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মনু॥
জনম অবধি, মায়ের সোহাগে,
সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয় সখীগণ, দেখে প্রাণসম,
পরাণ বঁধুয়া তুমি॥
সখীগণে কহে, শ্যাম সোহাগিনী,
গরবে ভরয়ে দে (২)।
হামারি গৌরব (৩), তুহুঁ বাঢ়ায়লি,
অব্ টুটায়ব কে! (৪)
তোহারি (৫), গরবিনী হাম,
গরবে ভরল বুক।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি নহিলে,
পিরীতি কিসের সুখ? †

(১) নিবেদন করি। (২) দেহ। (৩) সম্মান।
(৪) আমার সম্মান তুমিই বাড়াইয়াছ, কে এখন তাহা লাঘব করিতে সক্ষম? (৫) বিভিন্ন পাঠ—"তোহারি গরবে"। প, ক, ল।
* পাঠান্তর—"তোমা উপেখিয়া, যে সুখে গোঞাইনু"—পদার্ণব সারাবলী।
† পাঠান্তর—"চণ্ডীদাস কহে, মরিয়াছিলাম,
না দেখি তোমার মুখ॥"— ঐ

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে, জীবনে মরণে,
প্রাণ বন্ধু হইও তুমি॥
অনেক পুণ্যফলে, গৌরী আরাধিয়ে (১),
পেয়েছি কামনা করি।
না জানি কি ক্ষণে, দেখা তব সনে,
তেঞিঁ সে পরাণে মরি॥
বড় শুভ ক্ষণে, তোমা হেন ধনে,
বিধি মিলাওল (২) আনি।
পরাণ হইতে, শত শত গুণে,
অধিক করিয়া মানি॥
গুরু গরবেতে, তারা বলে কত,
সে সব গরল বাসি।
তোমার কারণে, গোকুল নগরে,
দুকুল হইল হাসি॥
চণ্ডীদাস বলে, শুনহ নাগর,
রাধার মিনতি রাখ।
পিরীতি রসের, চূড়ামণি হয়ে,
সদাই অন্তরে থাক॥

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি!
মরণে জীবনে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥

(১) ভগবতী আরাধনা করিয়া। (২) মিলাইল।

তোমার চরণে, আমার পরাণে,
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া, এক মন হৈয়া,
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥ (১)
ভাবিয়াছিলাম, এ তিন ভুবনে,
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই,
দাঁড়াব কাহার কাছে?
একুলে ওকুলে, দুকুলে গোকুলে,
আপনা বলিব কায়?
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু,
ও দুটি কমল পায়॥
না ঠেলহ ছলে, অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর। (২)
ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনে,
গতি যে নাহিক মোর॥ (৩)

(১) পাঠান্তর—"জাতি কুলশীল, সকল মজাঞা,
হইনু তোমার দাসী। প্রা, কা, সং।

(২) পাঠান্তর—"অবলা অখলে, [illegible] ঠেল চরণে,
ত্রুটির নাহিক ওর।" ঐ৭

বিভিন্ন পাঠ—"না ঠেল না ঠেল ছলে, অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর॥" প, ক, ল।

(৩) বিভিন্ন পাঠ—"অবলার ত্রুটি, যদি হয় কোটি,
ক্ষমিতে উচিত তোর॥" প্রা, কা, সং।

আঁখির নিমিখে, যদি নাহি দেখি,
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে, পরশ রতন,
গলায় গাঁথিয়া পরি॥ (১)

সুহই।

শুনহে চিকণ কালা!
বলিব কি আর, চরণে তোমার,
অবলার যত জ্বালা॥
চরণ থাকিতে, না পারি চলিতে,
সদাই পরের বশ।
যদি কোন ছলে, তব কাছে এলে,
লোকে করে অপযশ॥
বদন থাকিতে, না পারি বলিতে,
তেঞি সে অবলা নাম।
নয়ন থাকিতে, সদা দরশন,
না পেলেম নবীন শ্যাম॥
অবলার যত দুঃখ, প্রাণনাথ!
সব থাকে, মনে মনে।
চণ্ডীদাস কয়, রসিক যে হয়,
সেই সে বেদনা জানে॥

---

(১) পাঠান্তর—"গলায় বসন, করি নিবেদন, শুনহে রসিক রায়।
চণ্ডীদাস কহে, অনুগত জনে, ছাড়িতে উচিত নয়॥"
প্রা, কা, সং।

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।

যে মোর ভরম, ধরম করম,
সকলি জানহে তুমি॥
যে তোর করুণা, না জানি আপনা,
আনন্দে ভাসি যে নিতি।
তোমার আদরে, সবে স্নেহ করে,
বুঝিতে না পারি রীতি॥
মায়ের যেমন, বাপার তেমন,
তেমতি বরজপুরে।
সখীর আদরে, পরাণ বিদরে,
সে সব গোচর তোরে॥
সতী বা অসতী, তোহে মোর মতি,
তোহারি আনন্দে ভাসি।
তোমারি বচন, সালঙ্কার মোর,
ভূষণে ভূষণ বাসি (১)॥
চণ্ডীদাসে বলে, শুনহ সকলে,
বিনয় বচন সার।
বিনয় করিয়া, বচন কহিলে,
তুলনা নাহিক তার॥

---

(১) শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিপাদিত অর্থ এইরূপ— তোমার সালঙ্কার বচনই আমার অঙ্গরাগ জন্য ভূষণ স্বরূপ; আমি অন্য অলঙ্কার চাহি না।

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব তোরে!
অলপ বয়সে, পিরীতি করিয়া,
রহিতে না দিলি ঘরে॥
কামনা করিয়া, সাগরে মরিব,
সাধিব মনেরি সাধা।
মরিয়া হইব, শ্রীনন্দের নন্দন,
তোমারে করিব রাধা॥
পিরীতি করিয়া, ছাড়িয়া যাইব,
রহিব কদম্ব তলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া, মুরলী বাজাব,
যখন যাইবে জলে॥
মুরলী শুনিয়া, মোহিত হইবা,
সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয়, তখনি জানিবে,
পিরীতি কেমন জ্বালা॥ *

সুহই।

শুন সুনাগর, করি জোড় কর,
এক নিবেদিয়ে বাণী।
এই কর মেনে, ভাঙ্গে নাহি জেনে,
নবীন পিরীতি খানি॥

---

* এই পদ ভাবি গৌরচন্দ্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে

কুল শীল জাতি, ছাড়ি নিজ পতি,
কালি দিয়ে দুই কুলে।
এ নব যৌবন, পরশ রতন,
সঁপেছি চরণ তলে॥
তিনহি আখর (১), করিয়ে আদর,
শিরেতে লয়েছি আমি।
অবলার আশ, না কর নৈরাশ,
সদাই পুরিবে (২) তুমি॥
তুমি রসরাজ, রসের সমাজ,
কি আর বলিব আমি।
চণ্ডীদাস কহে, জনমে জনমে,
বিমুখ না হোয় তুমি॥

ধানশী।

নিবেদন শুন শুন বিনোদ নাগর।
তোমারে ভজিয়া মোর কলঙ্ক অপার॥
পর্ব্বত সমান কুল শীল তেয়াগিয়া।
ঘরের বাহির হইলাম তোমার লাগিয়া॥
নব রে, নব রে নব নব ঘনশ্যাম।
তোমার পিরীতি খানি, অতি অনুপাম॥
কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥

---

(১) পিরীতি। (২) পুরাইবে।—পাঠান্তর।

তুমি আমার প্রাণবঁধু আমি হে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিতে ক্ষতি কি আমার॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন শ্যাম ধন।
কৃপা করি এ দাসীরে দেহ শ্রীচরণ॥ *

সুহই।

বঁধু তুমি সে পরশ মণি হে
বঁধু তুমি সে পরশ মণি।
ও অঙ্গ পরশে, এ অঙ্গ আমার,
সোণার বরণ খানি॥
তুমি রস শিরোমণি হে
বঁধু তুমি রস শিরোমণি।
মোরা অবলা অখলা, আহিরিণী বালা,
তো' সেবা নাহি জানি॥
তোঁহার লাগিয়া, ধাই বনে বনে,
আমি সুবল বেশ ধরি হে।
এক তিলে শত যুগ, দরশনে মানি,
ছেড়ে কি রইতে পারি হে॥
অঙ্গের বরণ, কস্তূরী চন্দন,
আমি হৃদয়ে মাখিয়ে রাখি।
ও দুটী চরণ, পরাণে ধরিয়া,
নয়ান মুদিয়া থাকি॥

---

* পদার্ণব সারাবলী।

চণ্ডীদাস কহে, শুন রসবতি,
তুহুঁ সে পিরীতি জান হে।
বঁধু সে তেমোর, এক কলেবর,
তুহুঁ সে এক প্রাণ হে ॥ *

সুহই।

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ!
দেহ মন আদি, তোহারে সঁপেছি (১),
কুল শীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া,
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা,
না জানি ভজন পূজন ॥
পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন,
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি,
মন নাহি আন ভায় ॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার,
গলায় পরিতে সুখ ॥

(১) তোমাকে সমর্পণ করিয়াছি।

* হস্তলিখিত পুস্তক।

সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম,
তোহারি চরণখানি ॥

সুহই।

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।)

রাই ! তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে, রসতত্ত্ব লাগি,
গোকুলে আমার স্থিতি ॥
নিশি দিশি সদা, বসি আলাপনে,
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে, তোমার কারণে,
বসি থাকি তার তীরে ॥
তোমার রূপের, মাধুরী দেখিতে,
কদম্বতলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরি, চারি দিক হেরি,
যেমত চাতক পাখী ॥
তবরূপ গুণ, মধুর মাধুরী,
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান, সদা করি গান,
তব প্রেমে হৈয়া ভোর ॥
চণ্ডীদাস কয়, ঐছন পিরীতি,
জগতে আর কি হয় ?

এমত পিরীতি, না দেখি কখন,
কখন হবার নয় ॥

সুহই।

(শ্রীরাধিকার উক্তি।)

অনেক সাধের, পরাণ বঁধুয়া,
নয়ানে লুকায়ে থোব।
প্রেম চিন্তামণির, শোভা গাঁথিয়া,
হিয়ার মাঝারে লব ॥
তুমি হেন ধন, দিয়াছি যৌবন,
কিনেছি বিশাখা জানে।
কিনা ধনে আর, অধিকার কার,
এ বড় গৌরব মনে ॥
বাড়িতে বাড়িতে, ফল না বাড়িতে,
গগণে চড়ালে মোরে।
গগণে হইতে, ভূমে না ফেলাও,
এই নিবেদন তোরে ॥
এই নিবেদন, গলায় বসন,
দিয়া কহি শ্যাম পায়।
চণ্ডীদাস কয়, জীবনে মরণে,
না ঠেলিবে রাঙ্গা পায় ॥

সুহই।

বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম চিন্তামণি, রসেতে গাঁথিয়া,
হৃদয়ে তুলিয়া লব ॥

শিশু কাল হৈতে, আন নাহি চিতে,
ও পদ করেছি সার।
ধন জন মন, জীবন যৌবন,
তুমি সে গলার হার॥
শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে,
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ত্রুটি, হয় শত কোটি,
সকলি করিবে ক্ষমা॥
না ঠেলিও বলে, অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম, তোমা বঁধু বিনে,
আর কেহ নাহি মোর॥
তিলে আঁখি আড়, করিতে না পারি,
তবে যে মরি আমি।
চণ্ডীদাস ভণে, অনুগত জনে,
দয়া না ছাড়িও তুমি॥

সুহই।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

আর এক বাণী, শুন বিনোদিনি,
দয়া না ছাড়িও মোরে।
ভজন সাধন, কিছুই না জানি,
সদাই ভাবিহে তোরে॥
ভজন সাধন, করে যেই জন,
তাহারে সদয় বিধি।

আমার ভজন, তোমার চরণ,
তুমি রসময়ী নিধি ॥
ধাওত পিরীতি, মদন বেয়াধি,
তনু মন হলো ভোর।
সকল ছাড়িয়া, তোমারে ভজিয়া,
এই দশা হৈল মোর ॥
নব সন্নিপাতি, দারুণ বেয়াধি,
পরাণে মরিলাম আমি।
রসের সায়রে, ডুবায়ে আমারে,
অমর করহ তুমি ॥
যেবা কিছু আমি, সব জান তুমি,
তোমার আদেশ সার।
তোমারে ভজিয়া, নায়ে কড়ি দিয়া,
ডুবে কি হইব পার ॥
বিপদ পাথার, না জানি সাঁতার,
সম্পত্তি নাহিক মোর।
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
যে হয় উচিত তোর ॥

ভূপালী।

(শ্রীরাধিকার উক্তি।)

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে ॥

দুখিনীর দিন দুঃখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ?
এ সব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি ॥
এ সব দুঃখ গেল হে দূরে।
হারাণ রতন পাইলাম কোরে ॥
এখন কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান ॥
মলয় পবন বহুক মন্দ। (১)
গগণে উদয় হউক চন্দ (২) ॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুঃখ দূরে গেল সুখ বিলাসে ॥

সুহই।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

জপিতে তোমার নাম, বংশীধারি অনুপম (৩),
তোমার বরণের পরি বাস।
তুয়া প্রেম সাধি গোরি, অইনু গোকুলপুরী,
বরজ মণ্ডলে পরকাশ ॥
ধনি তোমার মহিমা জানে কে !
অবিরাম যুগ শত, গুণ গাই অবিরত,
গাহিয়া করিতে নারি শেষ ॥

---

(১) মলয় পবন ধীরে ধীরে বহুক। (২) চাঁদ।
(৩) অতুল্য।

গঞ্জন বচন তোর, শুনি সুখে নাহি ওর,
সুধাময় লাগয়ে মরমে।
ত রল কমল আঁখি, তেরছ নয়নে দেখি,
বিকাইনু জনমে জনমে॥
তোমা বিনু যেবা যত, পিরীতি করিনু কত,
সে পিরীতে না পুরল আশ।
তোমার পিরীতি বিনু, স্বতন্ত্র না হইল তনু,
অনুভবে কহে চণ্ডীদাস॥

সুহই।

(শ্রীরাধিকার উক্তি।)

শ্যাম সুন্দর, স্মরণ আমার,
শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণধন,
শ্যাম সে গলার হার॥
শ্যাম সে বেশর, শ্যাম বেশ মোর,
শ্যাম শাড়ী পরি সদা।
শ্যাম তনু মন, ভজন পূজন;
শ্যাম দাসী হৈলো রাধা॥
শ্যাম ধন বল, শ্যাম জাতি কুল,
শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন, অমূল্য রতন,
ভাগ্যে মিলাইল বিধি॥

কোকিল ভ্রমর, করে পঞ্চস্বর,
বঁধুয়া পেয়েছি কোলে।
হিয়ার মাঝারে, রাখিহ শ্যামেরে,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে॥

সুহই।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী হইল সারা (১)।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী নয়ানতারা॥
গৃহ মাঝে রাধা, কাননেতে রাধা,
রাধাময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা, গমনেতে রাধা,
রাধাময় হলো আঁখি॥
স্নেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা,
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া, রাধাবল্লভ নাম,
পেয়েছি অনেক আশে॥
শ্যামের বচন মাধুরি শুনিয়া,
প্রেমানন্দে ভাসে রাধা।
চণ্ডীদাস কহে, দোঁহার পিরীতি,
পরাণে পরাণ বাঁধা॥

(১) সার।

সুহই।

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী গলার হার।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী চরণ সার ॥
শয়নে স্বপনে, গমনে কিশোরী,
ভোজনে কিশোরী আগে।
করে করে বাঁশী, ফিরে দিবানিশি,
কিশোরীর অনুরাগে ॥
কিশোরী চরণে, পরাণ সঁপেছি,
ভাবেতে হৃদয় ভরা।
দেখহে কিশোরী, অনুগত জনে,
করোনা চরণ ছাড়া ॥
কিশোরী দাস, আমি পীতবাস,
ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটি যুগ যদি, আমারে ভজয়ে,
বিফল ভজন তার ॥
কহিতে কহিতে, রসিক নাগর,
তিতল নয়ন জলে।
চণ্ডীদাস কহে, নবীন কিশোরী,
বঁধুরে করিল কোলে ॥ *

হস্তলিখিত গ্রন্থ।

কল্যাণী।

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী নয়ান তারা।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী গলার হারা॥
রাধে! ভিন (১) না ভাবিহ তুমি।
সব তেয়াগিয়া, ও রাঙ্গা চরণে,
শরণ লইনু আমি॥
শয়নে স্বপনে, ঘুমে জাগরণে,
কভু না পাসরি তোমা।
তুয়া পদাশ্রিত, করিয়ে মিনতি,
সকলি করিবা ক্ষমা॥
গলায় বসন, আর নিবেদন,
বলি যে তুঁহারি ঠাঁই। (২)
চণ্ডীদাসে ভণে, ও রাঙ্গা চরণে,
দয়া না ছাড়িও রাই॥

(১) ভিন্ন, পৃথক। (২) তোমার নিকটে বলি।

রাগাত্মিক পদ।

নিত্যের আদেশে, বাশুলী চলিল,
সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, নান্নুর গ্রামেতে,
প্রবেশ যাইয়া করে॥
বাশুলী আসিয়া, চাপড় মারিয়া,
চণ্ডীদাসে কিছু কয়। (১)
সহজ ভজন, করহ যাজন,
ইহা ছাড়া কিছু নয়॥
ছাড়ি জপতপ, করহ আরোপ,
একতা করিয়া মনে। (২)
যাহা কহি আমি, তাহা শুন তুমি,
শুনহ চৌষট্টি সনে॥ (৩)

রসিক ভক্তগণের সাধন প্রণালীর নাম "রাগাত্মক।"
রসিক ভক্তেরা "রাগানুগ" ভক্ত।

(১) জীবনী দ্রষ্টব্য।

(২) বৈধি ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রকৃতি ভাবে কৃষ্ণ ভজনা কর।
অনুরাগ—কল্পনা বা এক বস্তুতে অন্য বস্তুর স্থাপন।
যথা—রজ্জুতে সর্পারোপ। ভজন মার্গে গোপী অনুগতি বা আপনাকে গোপীজনের দাসী মনে করাই আরোপ। শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা পতিরূপে ভজন করেন তাঁহাদের এরূপ আরোপ ব্যতীত উপায় নাই। ঠাকুর মহাশয় স্বীয় প্রার্থনা এবং প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায় এই আরোপের কথা বহুস্থানে বলিয়াছেন।

(৩) চৌষট্টি রস সহিত। বিধ্যাদিত নিরসভাবে নহে, রসিক শেখরকে সরস উপাসনাই কর্ত্তব্য। তন্ত্রে ৬৪ কলার সহ ভজন বিধি কথিত আছে। কলা শব্দে—কামকলা, শিল্পকলা ইত্যাদি।

বসুতে গ্রহেতে, করিয়া একত্রে,
ভজহ তাহারে নিতি। (১)
বাণের সহিতে, (২) সদাই যুজিতে,
সহজের এই রীতি॥
দক্ষিণ দেশেতে, না যাবে কদাচিতে,
যাইলে প্রমাদ হবে।
এই কথা মনে, ভাব রাত্রি দিনে,
আনন্দে থাকিবে তবে॥
রতি পরকীয়া, যাহারে কহিয়া,
সেই সে আরোপ সার। (৩)
ভজন তোমারি, (৪) রজক ঝিয়ারি,
রামিনী নাম যাহার॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে,
শুনহ দ্বিজের সুত।
একথা ল'বে না, না জানে যে জনা,
সেই সে কলির ভূত॥

(১) বসু ৮, গ্রহ ৯, একত্রে ১৭ সতর। খুব সতরের ঘরে অর্থাৎ বিশেষ সতর্কতার সহিত তাঁহাকে প্রত্যহ ভজন কর।

নিতি—নিত্য, প্রত্যহ।

ভাষা কথায় আছে—"সতরর ঘরে বিনাশ নাই"।

(২) বাণ, পাঁচ। মদন, মাদন, স্তম্ভন, শোষণ ও মোহন। অর্থাৎ মধুর রসে উপাসনা।

(৩) ব্রজভাবানুসারে যে ভজন তাহাই সার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ ব্রজ গোপীর ন্যায় পরকীয়া ভাবের যে ভজন তাহাই শ্রেষ্ঠ।

(৪) চণ্ডীদাস রামিনীকে মধুর ভজনে সাহায্যকারিণী গুরুরূপিণী বলিয়া "ভজন তোমারি" বলিতেছেন। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরও এইরূপ চিন্তা-মণিকে গুরুরূপে বন্দনা করিয়াছেন।

শুন রজকিনি রামি।
ও দুটি চরণ, শীতল জানিয়া,
শরণ লইনু আমি ॥
তুমি বেদ বাগিনী, হরের ঘরণী,
তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে, ত্রিসন্ধ্যা যাজনে,
তুমি সে গলার হারা ॥
রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ,
কাম গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম,
বড়ু চণ্ডীদাসে গায় ॥

এক নিবেদন, করি পুনঃপুন,
শুন রজকিনি রামি।
যুগল চরণ, শীতল দেখিয়া,
শরণ লইলাম আমি ॥
রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ,
কাম গন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন, করে উচাটন,
দেখিলে পরাণ জুড়ায় ॥
তুমি রজকিনী, আমার রমণী,
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমারি ভজন,
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী ॥
তুমি বাগবাদিনী, হরের ঘরণী,
তুমি সে গলার হারা।

তুমি স্বর্গ মর্ত্ত, পাতাল পর্ব্বত,
তুমি সে নয়ানের তারা ॥
তোমা বিনা মোর, সকল আঁধার,
দেখিলে জুড়ায় আঁখি।
যে দিনে না দেখি, ও চাঁদ বদন,
মরমে মরিয়া থাকি ॥ (১)
ওরূপ মাধুরী, পাসরিতে নারি,
কি দিয়ে করিব বশ।
তুমি সে তন্ত্র, তুমি সে মন্ত্র,
তুমি উপাসনা রস ॥
ভেবে দেখ মনে, এ তিন ভুবনে'
কে আছে আমার আর।
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
ধোপানী চরণ সার ॥

পুন আর বার, আসি তরাতর,
রামিনী জগতমাতা।
ধরিয়া রামিনী, কহিছেন বাণী,
শুনহ আমার কথা ॥
যাহা কহি বাণী, শুনহ রামিনি,
এ কথা ভুবন পার।
পরকিয়া রতি, করহ আরতি,
সেই সে ভজন সার ॥

(১) অপর একখানি হস্ত লিখিত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত

চণ্ডীদাস নামে, আছে এক জন,
তাহারে আরোপ কর।
অবশ্য করিলে, নিত্যধাম পাবে,
আমার বচন ধর ॥
নেত্রে বেদ দিয়া, (১) সদাই ভজিবা,
আনন্দে থাকিবা তবে।
সমুদ্র (২) ছাড়িয়া, নরকে যাইবা,
ভজন নাহিক হবে ॥
আর তিন দিয়া, বেদে মিশাইয়া, (৩)
সতত তাহাই যজ।
নিত্য এক মনে, ভাব রাত্রি দিনে,
মম পদ সদাভজ ॥

(১)"নেত্রে বেদ দিয়া"ইত্যাদি—রাধাকৃষ্ণ প্রীতি দিয়া সদাই ভজন করিলে আনন্দে থাকিবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১০ম অধ্যায়ে ভগবানের এই প্রকার উক্তি আছে, যথা—
"তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়ান্তি তে ॥"
"নেত্র"—(তিন), পিরীতি।
"বেদ"—(চারি), রাধাকৃষ্ণ।

(২)"সমুদ্র ছাড়িয়া নরকে যাইবা" ইত্যাদি—ঐ রাধাকৃষ্ণ প্রীতি যদি ত্যাগ কর নরকে যাইতে হইবে।
"সমুদ্র"—(সাত), রাধাকৃষ্ণ পিরীতি।

(৩)"আর তিন দিয়া বেদে মিশাইয়া" ইত্যাদি—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে সদাই ভজনা কর।
"তিন"—রমণ। } শ্রীকৃষ্ণ।
"বেদ"—(চারি), বৃন্দাবন। }

ব্যভিচারী হইলে, প্রাপ্তি নাহি মিলে,
নরকে যাইবে তবে।
রতি স্থির মনে, ভাব রাত্রি দিনে,
সহজ পাইবে তবে॥
আর এক বাণী, শুনহ রামিনি,
এ কথা রাখিও মনে।
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
এ কথা পাছে কেহ শুনে॥

কহিছে রজকিনী রামী, শুন চণ্ডীদাস তুমি,
নিশ্চয় মরম কহি জানে।
বাশুলী কহিছে যাহা, সত্য করি মান তাহা,
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে॥
আমি ত আশ্রয় হই, বিষয় তোমারে কই,
রমণ কালেতে গুরু তুমি।
আমার স্বভাব মন, তোমার রতি ধ্যান,
তেঞিঃ সে তোমায় গুরু করি মানি॥
সহজ মানুষ হব, রসিক নগরে যাব,
থাকিব প্রণয় রস ঘরে।
শ্রীরাধিকা হবে রাজা, হইব তাহার প্রজা,
ডুবিব রসের সরোবরে॥
সেই সরোবরে গিয়া, মন পদ্ম প্রকাশিয়া,
হংস প্রায় হইয়া রহিব।
শ্রীরাধা মাধব সঙ্গে, আনন্দ কৌতুক রঙ্গে,
জনমে মরণে তুয়া পাব॥

শুন চণ্ডীদাস প্রভু, ভজন না হয় কভু,
মনের বিকার ধর্ম্ম জানে।
সাধন শৃঙ্গার রস, ইহাতে হইবে বশ,
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে॥

চণ্ডীদাসে কহে তুমি সে গুরু।
তুমি সে আমার কল্পতরু॥
যে প্রেম রতন কহিলে মোরে।
কি ধন রতনে তুষিব তোরে॥
ধন জন দারা সোঁপিনু তোরে।
দয়া না ছাড়িও কখন মোরে॥
ধরম করম কিছু না জানি।
কেবল তোমার চরণ মানি॥
এক নিবেদন তোমারে কব।
মরিয়া দোঁহেতে কি রূপ হব॥
বাশুলী কহিছে কহিব কি।
মরিয়া হইবে রজক ঝি॥
পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে।
এক দেহ হয়ে নিত্যতে যাবে॥
চণ্ডীদাস প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা।
বাশুলী চলিয়া নিত্যতে গেলা॥

চণ্ডীদাস কহে শুনহ মাতা।
কহিলে আমারে সাধন কথা॥
সাতাশী উপরে তিনের স্থিতি।
সে তিন রহয়ে কাহার গতি॥

এ তিন দুয়ারে কি বীজ হয়।
কি বীজ সাধিয়া সাধক কয়॥
রতির আকৃতি বলিয়ে যারে।
রসের প্রকার কহিব মোরে॥
কি বীজ সাধিলে সাধিব রতি।
কি বীজ ভজিলে রসের গতি॥
সামান্য রতিতে বিশেষ সাধে।
সামান্য সাধিতে বিশেষ বাধে॥

"সাতশী"—পঞ্চবাণ, অর্থাৎ মদন, মাদন, শোষণ, উন্মাদন ও স্তম্ভন।
পঞ্চপ্রাণ, অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যাণ।
পঞ্চভূত, অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম।
পঞ্চভাব, অর্থাৎ সান্ত, দাস্য, সৌখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য।
পঞ্চগুণ, অর্থাৎ শব্দ, গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ।
দশ ইন্দ্রিয়।
দশ দিক।
দশ দশা। যথা—

"চিন্তাত্র জাগরূদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রমাদো ব্যাধিরুন্মাদৌ মোহ মৃত্যু দশাদশঃ॥

নবধাঙ্গ ভক্তি ও আত্মভাব, এই দশ। যথা—
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, অর্চ্চন, বন্দন, পদসেবন, দাস্য, সৌখ্য, নিবেদন এবং স্বীয় ভাব।
অষ্টদিক। যথা—
উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, নৈঋত, বায়ু, অগ্নি ও ঈশান।
অষ্টকাল। যথা—
প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, অপরাহ্ন, প্রদোষ, মধ্যরাত্রি, নিশান্তক।
এবং ছয় রিপু।

সাতাশী উপর "তিন"—(রতি) সামর্থা, সাধারণী ও সামঞ্জসা।
"গতি"—অধিকার।
"সামর্থা"—শ্রীরাধিকা ও গোপীগণ।
"সাধারণী"—কুব্জা ও কুব্জিকাগণ।
"সামঞ্জসা"—রুক্মিণী প্রভৃতি।

সামান্য বিশেষ একতা রতি।
এ কথা শুনিয়া সন্দেহ মতি॥
সামান্য রতিতে কি বীজ হয়।
বিশেষ রতিতে কি বীজ কয়॥
সামান্য রসকে কি রস যজে।
কি বীজ প্রকারে বিশেষ মজে॥
তিনটি দুয়ারে থাকয়ে যে।
সেই তিন জন নিত্যের কে॥
চণ্ডীদাস কহে কহবে মোরে।
বাশুলী কহিছে কহিব তোরে॥

এ দেহে সে দেহে একই রূপ।
তবে সে জানিবে রসেরই কূপ॥
এ বীজে সে বীজে একতা হবে।
তবে সে প্রেমের সন্ধান পাবে॥
সে বীজ যজিয়ে এ বীজ ভজে।
সেই সে প্রেমের সাগরে মজে॥
রতিতে রসেতে একতা করি।
সাধিবে সাধক বিচার করি॥
বিশুদ্ধ রতিতে বিশুদ্ধ রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ॥
বিশুদ্ধ রতিতে করণ কি।
সাধহ সতত রজক ঝি॥
সাতাশী উপরে তাহার ঘর।
তিনটি দুয়ার তাহার পর॥

বীজে মিশাইয়া রামিনী যজ।
রসিক মণ্ডলে সতত ভজ॥
বিশুদ্ধ রতিতে বিকার পাবে।
সাধিতে নারিলে নরকে যাবে॥
বাশুলী কহয়ে এই সে হয়।
চণ্ডীদাস কহে অন্যথা নয়॥

বাশুলী কহিছে শুনহ দ্বিজ।
কহিব তোমারে সাধন বীজ॥
প্রথম (১) দুয়ারে মদের গতি।
দ্বিতীয় (২) দুয়ারে আসক স্থিতি॥
তৃতীয় (৩) দুয়ারে কন্দর্প রয়।
কন্দর্প রূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কয়॥
আসক রূপেতে শ্রীরাধা কই।
মদরূপ ধরি আমি সে হই॥
সাতাশী আখরে সাধিবে তিনে (৪)।
একত্র করিয়া আপন মনে॥
রতির আকৃতি আসকে রয়।
রসের আকৃতি কন্দর্প হয়॥
তিনটি (৫) আখরে রতিকে যজি।
পঞ্চম আখরে (৬) বাণকে (৭) ভজি॥

---

(১) "প্রথম দুয়ারে"—সামর্থা। (২) "দ্বিতীয় দুয়ারে"—সাধারণী।
(৩) "তৃতীয় দুয়ারে"—সামঞ্জসা। (৪) "তিন"—পিরীতি।
(৫) "তিনটী আখর"—কন্দর্প।
(৬) "পঞ্চম আখর"—শান্ত, দাস্ত, সৌখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য।
(৭) "বাণ"—মদন।

দ্বিতীয় (১) আসকে সামান্য রতি।
তবে সে পাইবে বিশেষ স্থিতি॥
চতুর্থ (২) আখর সামান্য রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ॥
বাশুলী কহয়ে এই সে সার।
এ রস সমুদ্র বেদান্ত পার॥

স্বরূপে আরোপ যার, রসিক নাগর তার,
প্রাপ্তি হবে মদন মোহন।
গ্রাম্য দেব বাশুলীরে, জিজ্ঞাসগে কর যোড়ে,
রামী কহে শৃঙ্গার সাধন॥
চণ্ডীদাস কর যোড়ে, বাশুলীর পায় ধরে,
মিনতি করিয়া পুছে বাণী।
শুন মাতা ধর্ম্মমতি বাউল (৩) হইনু অতি,
কেমনে সুবুদ্ধি হবে প্রাণী॥
হাসিয়ে বাশুলী কয়, শুন চণ্ডী মহাশয়,
আমি থাকি রসিক নগরে।
সে গ্রাম দেবতা আমি, ইহা জানে রজকিনী,
জিজ্ঞাসগে যতনে তাহারে॥
সে দেশের রজকিনী, হয় রসের অধিকারী,
রাধিকা স্বরূপ তার প্রাণ।
তুমি ত রমণের গুরু, সেহ রসের কল্পতরু,
তার সনে দাস অভিমান॥

---

(১) "দ্বিতীয় আসক"—রাগাত্মিক ও রাগানুগা।
(২) "চতুর্থ আখর"—রস ও রতি।
(৩) ক্ষিপ্ত—ব্যাকুল।

চণ্ডীদাস কহে মাতা, কহিলে সাধন কথা,
রামী সত্য প্রাণপ্রিয়া হৈল।
নিশ্চয় সাধন গুরু, সেহ রসের কল্পতরু,
তার প্রেমে চণ্ডীদাস মৈল॥

এই সে রস নিগূঢ় ধন্য।
ব্রজ বিনা ইহা না জানে অন্য॥
দুই রসিক হইলে জানে।
সেই ধন সদা যতনে আনে॥
নয়নে নয়নে রাখিবে পিরীতি।
রাগের উদয় এই সে রীতি॥
রাগের উদয় বসতি কোথা।
মদন মাদন শোষণ যথা॥
মদন বৈসে বাম নয়নে।
মাদন বৈসে দক্ষিণ কোণে॥
শোষণ বাণেতে উপানে চাই।
মোহন কুচেতে ধরয়ে ভাই॥
স্তম্ভন শৃঙ্গারে সদাই স্থিতি।
চণ্ডীদাসে কহে রসের রতি॥

কাম আর মদন দুই প্রকৃতি পুরুষ।
তাহার পিতার পিতা সহজ মানুষ॥
তাহা দেখ দূর নহে আছয়ে নিকটে।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে তেঁহ রহে চিত্রপটে॥

সর্পের মস্তকে যদি রহে পঞ্চ মণি।
কীটের স্বভাব দোষে তাহে নহে ধনী॥
গোরোচনা জন্মে দেখ গাভীর ভাণ্ডারে।
তাহার যতেক মূল্য সে জানিতে নারে॥
সুন্দর শরীরে হয় কৈতবের (১) বিন্দু।
কৈতব হইলে হয় গরলের সিন্ধু॥
অকৈতবের বৃক্ষ যদি রহে এক ঠাঁই।
নাড়িলে বৃক্ষের মূল ফল নাহি পাই॥
নিদ্রার আবেশে দেখ কপাল পানে চেয়ে।
চিত্র পটে নৃত্য করে তার নাম মেয়ে॥
নিশি যোগে শুক সারী যেই কথা কয়।
চণ্ডীদাস কহে কিছু বাশুলী কৃপায়॥

শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে?
সব রস সার শৃঙ্গার এ॥
শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়া ধরম যজে॥
রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা।
সকল রসের শৃঙ্গার সারা॥
কিশোরা কিশোরী দুইটি জন।
শৃঙ্গার রসের মূরতি হন॥
গুরু বস্তু এবে বলিব কায়?
বিরিঞ্চি ভবাদি সীমা না পায়।

(১) কপট।

কিশোরা কিশোরী যাঁহাকে ভজে।
গুরু বস্তু সেই সদা যজে॥
চণ্ডীদাস কহে না বুঝে কেহ।
যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ॥

রসিক রসিক, সবাই কহয়ে,
কেহত রসিক নয়
ভাবিয়া গণিয়া, বুঝিয়া দেখিলে,
কোটিতে গোটিক হয়॥
সখিহে রসিক বলিব কারে!
বিবিধ মশলা, রসেতে মিশায়,
রসিক বলি যে তারে॥
রস পরিপাটি, সুবর্ণের ঘটী,
সম্মুখে পূরিয়া রাখে।
খাইতে খাইতে, পেট না ভরিবে,
তাহাতে ডুবিয়া থাকে॥
সেই রস পান, রজনী দিবসে
অঞ্জলী পূরিয়া খায়।
খরচ করিলে, দ্বিগুণ বাড়ায়ে,
উছলিয়া বহি যায়॥
চণ্ডীদাসে কহে, শুন রসবতি,
তুমি সে রসের কূপ।
রসিক জনা, রসিক না পাইলে,
দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ॥

রসিকা নাগরী রসের মরা।
রসিক ভ্রমর প্রেম পিয়ারা ॥
অবলা মূরতি রসের বাণ।
রসে ডুবু ডুবু করে পরাণ ॥
রসবতী সদা হৃদয়ে জাগে।
দরশ বাঢ়ায়া পরশ মাগে ॥
দরশে পরশে রস প্রকাশ।
চণ্ডীদাস কহে রস বিলাস ॥

রসের কারণ, রসিকা রসিক,
কায়াটি ঘটনে রস।
রসিক কারণ, রসিকা হোয়ত,
যাহাতে প্রেম বিলাস ॥
স্থলত পুরুষে, কাম সূক্ষ্ম গতি
স্থলত প্রকৃতি রতি।
দুঁহুক ঘটনে, যে রস হোয়ত,
এবে তাহে নাহি গতি ॥
দুঁহুক যোটন, বিনহি কখন,
নাহয় পুরুষ নারী।
প্রকৃতি পুরুষে, যো কছু হোয়ত
রতি প্রেম পরচারি (১) ॥
পুরুষ অবশ, প্রকৃতি সবশ,
অধিক রস যে পিয়ে।
রতি সুখ কালে অধিক সুখহি,
তা নাকি পুরুষে পায়ে ॥

---

(১) প্রচার করি।

ঢুলুক নয়নে, নিকষয়ে বাণ,
বাণ যে কামের হয়।
রতির যে বাণ, নাহিক কখন,
তবে কৈছে নিকষয়॥
কাম দাবানল, রতি সে শীতল,
সলিল প্রণয় পাত্র।
কুল কাঠ খড়, প্রেম যে আধেয়,
পচনে পিরীতি মাত্র॥
পচনে পচনে, লোভ উপজিয়া
যবে ভেল দ্রব ময়।
সেই বস্তু এবে, বিলাসে উপজে,
তাহারে রস যে কয়॥
বাশুলী আদেশে, চণ্ডীদাস তথি,
রূপ নারায়ণ সঙ্গে।
দুঁহু আলিঙ্গন, করল তখন,
ভাসল প্রেম তরঙ্গে॥

প্রেমের আকৃতি, দেখিয়া মূরতি,
মন যদি তাতে ধায়।
তবে ত সে জন, রসিক কেমন,
বুঝিতে বিষম তায়॥
আপন মাধুরী, দেখিতে না পাই,
সদাই অন্তর জ্বলে।
আপনা আপনি, করয়ে ভাবনি,
কি হৈল কি হৈল বলে॥

মানুষ অভাবে, মন মরিচিয়া,
তরাসে আছাড় খায়।
আছাড় খাইয়া, করে ছট ফট,
জীয়ন্তে মরিয়া যায়॥
তাহার মরণ, জানে কোন জন,
কেমন মরণ সেই।
যে জনা জানয়ে, সেই সে জীয়য়ে,
মরণ বাঁটিয়া লেই॥
বাঁটিলে মরণ, জীয়ে দুই জন,
লোকে তাহা নাহি জানে।
প্রেমের আকৃতি, করে ছট
চণ্ডীদাসে ইহা ভণে॥

প্রেমের যাজন, শুন সর্ব্বজন,
অতি সে নিগূঢ় রস।
যখন সাধন, করিবা তখন,
এড়ায় টানিবা শ্বাস॥
তাহা হইলে, মন বায়ু সে,
আপনি হইবে বশ।
তা হইলে কখন, না হইবে পতন,
জগৎ ঘোষিবে যশ॥
বেদ বিধি পার, এমন আচার,
যাজন করিবে যে।
ব্রজের নিত্য ধন, পায় সেই জন,
তাহার উপর কে॥

সদানন্দ হৃদয়ে, নয়নে দেখয়ে,
যুগল কিশোর রূপ।
প্রেমের আচার, নয়ন গোচর,
জানয়ে রসের কূপ॥
চণ্ডীদাস কয়, নিত্য বিলাসময়,
হৃদয় আনন্দ ভোরা।
নয়নে নয়নে, থাকে দুই জনে,
যেন জীয়ন্তে মরা॥

শুন শুন দিদি, প্রেম সুধা নিধি,
কেমন তাহার জল।
কেমন তাহার, গভীর গম্ভির,
উপরে শেহালা দল॥
কেমন ডুবারু, ডুবেছে তাহাতে,
না জানি কি লাগি ডুবে।
ডুবিয়ে রতন, চিনিতে নারিলাম,
পড়িয়া রহিলাম ভবে॥
আমি মনে করি, আছে কত ভারি,
না জানি কি ধন আছে।
নন্দের নন্দন, কিশোরা কিশোরী,
চমকি চমকি হাসে॥
সখীগণ মেলি, দেয় করতালি,
স্বরূপে মিশায়ে রয়।
স্বরূপ জানিয়ে, রূপে মিশাইয়ে,
ভাবিয়ে দেখিলে হয়॥

ভাবের ভাবনা, আশ্রয় যে জনা,
ডুবিয়ে রহিল সে।
আপনি তরিয়ে, জগত তরায়,
তাহাকে তরাবে কে॥
চণ্ডীদাস বলে, লাখে এক মিলে,
জীবের লাগয়ে ধান্ধা।
শ্রীরূপ করুণা, যাহারে হইয়াছে,
সেই সে সহজ বান্ধা॥

আপনা বুঝিয়া, সুজন দেখিয়া,
পিরীতি করিব তায়।
পিরীতি রতন, করিব যতন,
যদি সমানে সমানে হয়॥
সখী হে পিরীতি বিষম বড়।
যদি পরাণে পরাণে, মিশাইতে পারে,
তবে সে পিরীতি দড়॥
ভ্রমরা সমান, আছে কত জন,
মধু লোভে করে প্রীত।
মধু পান করি, উড়িয়ে পলায়,
এমতি তাহার রীত॥
বিধুর সহিত, কুমুদ পিরীতি,
বসতি অনেক দূরে।
সুজনে সুজনে, পিরীতি হইলে,
এমতি পরাণ ঝুরে॥
সুজনে কুজনে, পিরীতি হইলে,
সদাই দুখের ঘর।

আপন সুখেতে, যে করে পিরীতি,
তাহারে বাসিব পর॥
সুজনে সুজনে, অনন্ত পিরীতি,
শুনিতে বাড়ে যে আশ।
তাহার চরণে, নিছনি লৈয়া,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

সুজনের সনে, আনের পিরীতি,
কহিতে পরাণ ফাটে।
জিহ্বার সহিত, দন্তের পিরীতি,
সময় পাইলে কাটে॥
সখী হে কেমন পিরীতি লেহা।
আনের সহিত, করিয়া পিরীতি,
গরলে ভরিল দেহা॥
বিষম চাতুরী, বিষের গাগরী,
সদাই পরাধীন।
আত্ম সমর্পন, জীবন যৌবন.
তথাচ ভাবয়ে ভিন॥
সকাম লাগিয়া, ফেরয়ে ঘুরিয়া,
পর তত্ত্বে নাহি চায়।
করিয়া চাতুরী, মধু পান করি,
শেষে উড়িয়া পলায়॥
সখী না কর সে পিরীতি আশ।
ঝটিয়া পিরীতি, কেবল কুরীতি;
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।

শুন গো সজনি আমারি বাত (১)।
পিরীতি করবি সুজন সাত (২)॥
সুজন পিরীতি পাষাণ রেখ্।
পরিণামে কভু না হবে টোট্॥
ঘষিতে ঘষিতে চন্দন সার।
দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার॥
চণ্ডীদাস কহে পিরীতি রীতি।
বুঝিয়া সজনি করহ প্রীতি॥

নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে।
সহজ পিরীতি বলিব তারে॥
সহজে রসিক করয়ে প্রীত।
রাগের ভজন এমন রীত॥
এখানে সেখানে এক হইলে।
সহজ পিরীতি না ছাড়ে মৈলে॥
সহজ বুঝিয়ে যে হয় রত।
তাহার মহিমা কহিব কত॥
চণ্ডীদাস কহে সহজ রীত।
বুঝিয়ে নাগরী করহ প্রীত॥

পিরীতি করিয়া ভাঙ্গয়ে যে।
সাধনা অঙ্গ না পায় সে॥
প্রেমের পিরীতি মাধুরীময়।
নন্দের নন্দন কতেক কয়॥

---

(১) বাক্য। (২) সহিত।

রাগ সাধনের এমতি রীত।
সে পথি জনার তেমতি চিত ॥
সকল ছাড়িল যাহার তরে।
তাহারে ছাড়িতে সাহস করে ॥
আদি চণ্ডীদাসে চারি সুবুঝান।
দাউ উঠাইল যেমন মান ॥ *

প্রেমের পিরীতি, কিসে উপজিল,
প্রেমাধরে নিব কারে!
কেবা কোথা হইল, কেবা সে দেখিল,
এ কথা কহিব কারে ॥
পাতের ফুলে, ফুলের কিরণ,
তাহার মাঝারে যেই।
তাহারে অনেক, যতনে নিঙ্গাড়ে,
চতুর রসিক সেই ॥
প্রেমের চাতুরি, চতুর হইয়া,
তিনের কাছেতে থাকে।
চারিটি আঁখর, হরিলে পূরিলে,
তাহে যেবা বাকি থাকে ॥
তাহার বাকিতে, প্রেমের আখর,
পিরীতি আখর জড়।
সকল আখর, এক করি দেখ,
প্রেমের কথাটী দড় ॥

---

* পদসমুদ্র।

ছয়টী আখর, মূল করি দেখ,
তাহার ঘুচাই দুই।
চণ্ডীদাস কহে, এ কথা বুঝয়
রসিক হইবে যেই ॥ *

পিরীতি উপরে, পিরীতি বৈসয়ে,
তাহার উপরে ভাব।
ভাবের উপরে, ভাবের (১) বসতি,
তাহার উপর লাভ (২)॥
প্রেমের মাঝারে, (৩) পুলকের স্থান,
পুলক উপরে ধারা (৪)।
ধারার উপরে, ধারার বসতি,
এ সুখ বুঝয়ে কারা ॥ (৫)
কুলের (৬) উপরে, ফুলের বসতি,
তাহার উপরে গন্ধ ॥
গন্ধ উপরে, এ তিন আখর,
এ বড় বুঝিতে ধন্দ ॥
কুলের উপরে, ফুলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ।
ঢেউর উপরে, ঢেউর বসতি,
ইহা জানে কেহ কেহ ॥

(১) "ভাব"—মধুর। (মাধুর্য্য। (২) "লাভ"—প্রেম।
(৩) "ধারা"—কারুণ্যামৃত, লাবণ্যামৃত, তারুণ্যামৃত।
(৪) পাঠান্তর—"ভাবের মাঝারে"—বি, প্রি, প।
(৫) বিভিন্ন পাঠ—"ধারার উপরে, রসের স্থান
এমন জানিয়ে মোরা।" ঐ।
(৬) পাঠান্তর—"ফলের"—ঐ। * পদসমুদ্র।

দুখের উপরে, দুখের বসতি,
কেহ কিছু ইহা জানে (১)।
তাহার উপরে, পিরীতি বৈসয়ে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

সতের সঙ্গে, পিরীতি করিলে,
সতের বরণ হয়।
অসতের বাতাস, অঙ্গেতে লাগিলে
সকলি পলায়ে যায়॥
সোণার ভিতরে, তামার বসতি,
যেমন বরণ দেখি।
রাগের ঘরেতে, বৈদিগ থাকিলে,
রসিক নাহিক লেখি॥
রসিকের প্রাণ, যেমতি করয়ে,
এমতি কহিব কারে।
টলিয়া না টলে, এমতি বুঝায়া,
মরম কহিব তারে॥
এমতি করণ, যাহার দেখিব,
তাহার নিকটে বসি।
চণ্ডীদাস কয়, জনমে জনমে,
হয়ে রব তার দাসী॥

(১) পাঠান্তর—"দুয়ের উপরে, দুয়ের বসাত
কেহ কিছু তাহা জানে।" বি, প্রি, প।

সহজ আচার, সহজ বিচার,
সহজ বলি যে কায়।
কেমন বরণ, কিসের গঠন,
বিবরিয়া কহ তায় ॥
শুনি নন্দ সুত, কহিতে লাগিল
শুন বৃকভানু ঝি।
সহজ পিরীতি, কোথা তার স্থিতি,
আমি না জেনেছি শুনেছি॥
আনন্দের আলস, ক্ষীরোদ সায়র,
প্রেম বিন্দু উপজিল।
গদ্য পদ্য হয়ে, কামের সহিতে,
বেগেতে ধাইয়া গেল॥
বিজুরী জিনিয়া, বরণ যাহার,
কুটিল স্বভাব যার।
যাহার হৃদয়ে, করয়ে উদয়,
সে অঙ্গ করয়ে ভার॥
এমতি আচার, ভজন যে করে,
শুনহ রসিক ভাই।
চণ্ডীদাস কহে, ইহার উপরে,
আর দেখ কিছু নাই॥

সহজ (১) সহজ, সবাই কহয়ে,
সহজ জানিবে কে।
তিমির অন্ধকার, যে হইয়াছে পার,
সহজ জেনেছে সে॥

(১) প্রণয়।

চান্দের (১) কাছে, অবলা (২) আছে,
সেই সে পিরীতি সার।
বিষে অমৃতেতে, মিলন একত্রে,
কে বুঝিবে মরম তার॥
বাহিরে তাহার, একটি দুয়ার,
ভিতরে তিনটি আছে।
চতুর হইয়া, দুইকে ছাড়িয়া,
থাকিবে একের কাছে॥
যেন আম্র ফল, অতি সে রসাল,
বাহিরে কুশী ছাল কষা।
ইহার আস্বাদন, বুঝে যেই জন,
করহ তাহার আশা॥
অভাগিয়া কাকে, স্বাদু নাহি জানে
মজয়ে নিম্বের ফলে।
রসিক কোকিলা, জ্ঞানের প্রভাবে
মজয়ে চ্যুত মুকুলে॥
নবীন মদন, আছে এক জন,
গোকুলে তাহার থানা।
কামবীজ সহ, ব্রজ বধূগণ,
করে তার উপাসনা॥
সহজ কথাটী, মনে করি রাখ
শুনলো রজক ঝি।
বাশুলী আদেশে, জানিবে বিশেষে
আমি আর বলিব কি॥ *

(১) "চান্দ"—কৃষ্ণচন্দ্র। (২) "অবলা"—গোপীগণ।

* বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা।

রূপ করুণাতে, পারিবে মিলিতে, (১)
ঘুচিবে মনেরি ধান্ধা।
কহে চণ্ডীদাস, পুরিবেক আশ,
তবে ত খাইবে সুধা॥ (২)

সই সহজ মানুষ নিত্যের দেশে।
মনের ভিতরে কেমনে আইসে॥
ব্যাসের আচার করিবে যেই।
বিরজা উপরে যাইবে সেই॥
রাগতত্ত্ব লইয়া যে জন ভজে।
সেই সে তাহার সন্ধান খুঁজে॥
সহজ ভজন বিষম হয়।
অনুগত বিনা কেহ না পায়॥
চণ্ডীদাস বলে এ সার কথা।
বুঝিলে পাইবে মনের ব্যথা॥

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, আছয়ে যে জন, (৩)
কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পিরীতি, যে জন জানয়ে,
সেই সে পাইতে পারে॥

---

(১) পাঠান্তর—"আপনা বুঝিলে, লাখে এক মিলে"—বি, প্রি, প।

(২) বিভিন্ন পাঠ—"চণ্ডীদাস বলে, পাবে হাতে হাতে,
চারি অক্ষরে থাক বাঁধা॥" ঐ।

(৩) "যে জন"—ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ।

পিরীতি পিরীতি, তিনটী আখর,
জানিবে ভজন সার।
রাগ (১) মার্গে যেই, ভজন করয়ে,
প্রাপ্তি হইবে তার ॥
মৃত্তিকার উপরে, জলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে, পিরীতি বসতি,
তাহা কি জানয়ে কেউ ॥
রসের পিরীতি, রসিক জানয়ে,
রস উদগারিল কে?
সকল ত্যজিয়া যুগল হইয়া,
গোলোকে রহিল সে।
পুত্র পরিজন, সংসার আপন,
সকল ত্যজিয়া লেখ।
পিরীতি করিলে, তাহারে পাইবে,
মনেতে ভাবিয়া দেখ ॥
পিরীতি পিরীতি, তিনটী আখর,
পিরীতি ত্রিবিধ মত।
ভজিতে ভজিতে, নিগূঢ় হইলে,
হইবে একই মত ॥
পরকীয়া ধন, সকল প্রধান,
যতন করিয়া লই।
নৈষ্ঠিক হইয়া, ভজন করিলে,
পদ্ধতি সাধক হই ॥

---

(১) রাগাত্মিক।

পদ্ধতি হইয়া, রস আস্বাদিয়া,
নৈষ্ঠিকে প্রবৃত্ত হয়।
তাহার চরণ, হৃদয়ে ধরিয়া,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

সাধন শরণ, এ বড় কঠিন
বড়ই বিষম দায়।
নব সাধু সঙ্গ, যদি হয় ভঙ্গ,
জীবের জনম তায়॥
অনর্থ নিবৃত্তি, সভে তুরগতি,
ভজন ক্রিয়াতে রতি।
প্রেম গাঢ় রতি, হয় দিবা রাতি,
হয় যে যাহাতে প্রীতি॥
আসক উকত্ত, সবে তুরগত,
সদগুরু আশ্রয়ে হবে।
রতি আস্বাদন, করহ যতন,
সখীর সঙ্গিনী হবে॥
দেহ রতি ক্ষয়, কুপত রতি হয়,
সাধক সাধন পাকে।
চণ্ডীদাসে কয়, বিনা দুঃখে নয়,
কিশোরী চরণ দেখে॥

কাতরা অধিকা, দেখিয়া রাধিকা,
বিশাখা কহিল তায়।
চিতে এত ধনি, ব্যাকুল হইলে,
ধরম সরম যায়॥

পাইয়া কামরতি, হবে অঙ্গ পতি (১),
তাহাতে বলাব সতী ॥
স্নান না করিব, জল না ছুঁইব
আলাইয়া মাথার কেশ।
সমুদ্রে (২) পশিব, নীরে না তিতিব,
নাহি সুখ দুঃখ ক্লেশ ॥
রজনী দিবসে, হব পরবশে (৩),
স্বপনে রাখিব লেহা।
একত্র থাকিব, নাহি পরশিব,
ভাবিনী ভাবের দেহা ॥
অঙ্গের পরশে, সিনান করিব (৪),
তবে সে রীতি সাজে।
কহে চণ্ডীদাস, এ বড় উল্লাস,
থাকিব যুবতী মাঝে ॥

হইলে সুজাতি, পুরুষেরি রীতি,
যে জাতি নায়িকা হয়।
আশ্রয় লইলে, সিদ্ধ রতি মিলে,
কখন বিফল নয় ॥
তেমতি নায়িকা, হইলে রসিকা,
হীন জাতি পুরুষেরে।

(১) "অঙ্গপতি"—প্রেম।
(২) "সমুদ্রে"—প্রেম সমুদ্রে।
(৩) "পরবশে"—শ্রীকৃষ্ণের বশে।
(৪) অঙ্গের স্পর্শে তৎক্ষণাৎ স্নান করিব অর্থাৎ ভ্রষ্টা হইব না।

স্বভাব লওয়ায়, স্বজাতি ধরায়,
যেমত কাচপোকা করে॥
সহজ করণ, রতি নিরূপণ,
যে জন পরীক্ষা জানে।
সেইত রসিক, হয় ব্যবসিক,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে॥

মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ।
নায়ক নায়িকা নাম লক্ষণ কথন॥
পূর্ব্বরাগ হইতে সীমা সমৃদ্ধিমান আদি।
রসের ভঙ্গিত ক্রমে যতেক অবধি॥
পতি উপপতি ভাবে দ্বাদশ যে রস।
পুন যে দ্বিগুণ হইয়া করয়ে প্রকাশ॥
কন্যার বিবাহ আর অন্যের উপপতি।
ভাব ভেদে এই হয় চব্বিশ রস রীতি॥
পুন চারি গুণ করি হয় ছেয়ানই।
অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ট আর শঠ তাই॥
এই সব নাম ভেদে নায়কের ভেদ।
পুন হয় তাঁহার লক্ষণ বিভেদ॥
এই সব গুণ কৃষ্ণ চন্দ্রে একা বর্ত্তে।
চণ্ডীদাস কহে রস ভেদ এক পাত্রে॥

প্রবর্ত্ত দেহের সাধনা করিলে কোন বরণ হব।
কোন্ কর্ম্ম যাজন করিলে কোন্ বৃন্দাবনে যাব॥
নব বৃন্দাবনে নব নাম হয়, সকল আনন্দময়।
কোন্ বৃন্দাবনে ঈশ্বর মানুষে মিলিত হইয়া রয়॥

কোন্ বৃন্দাবনে বিরজা বিলাসে, তরুলতা চারি পাশে।
কোন্ বৃন্দাবনে, কিশোর কিশোরী, শ্রীরূপমঞ্জরী সাথে ॥
কোন্ বৃন্দাবনে রস উপজয়ে সুধার জনম তায়।
কোন্ বৃন্দাবনে বিকশিত পদ্ম, ভ্রমরা পশিছে তায় ॥
গোপতের পথ, না হয় বেকত রসিক জনার সনে।
উপাসনা ভেদ যাহার হয়েছে সেই সে মরম জানে ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস না জানিয়ে তত্ত্ব কেমনে হইবে পার।
উত্তম কুলেতে, লভিয়ে জনম ছি নীচ সহ ব্যবহার ॥ *

নায়িকা সাধন, শুনহ লক্ষণ,
যে রূপে সাধিতে হয়।
শুষ্ক কাষ্ঠের সম,
আপনার দেহ করিতে হয় ॥
সে কালে রমণ, অতি নিত্য করণ,
তাহাতে যে সাধন হবে।
মেঘের বরণ, রতির গঠন,
তখন দেখিতে পাবে ॥
সে রতি সাধন, করেন যে জন,
সেই সে রসিক সার।
ভ্রমর হইয়া, সন্ধান পুরিয়া,
মরম বুঝয়ে তার ॥
তাহার উপর, জলদ বরণ,
রতির বরণ হয়।
সাধিতে সে রতি, কাহার শকতি,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥

---

* পদসমুদ্র।

সজনি শুনগো মানুষের কাজ।
এ তিন ভুবনে, সে সব বচনে,
কহিতে বাসিবেক লাজ॥
কমল উপরে, জলের বসতি,
তাহাতে বসিল তারা।
তাহাদের তাহাদের, রসিক মানুষ,
পরাণে হানিছে হারা॥
সুমেরু উপরে, ভ্রমর পশিল,
ভ্রমর ধরি ফুল।
তাহাদের তাহাদের, রসিক মানুষ,
হারায়েছে জাতি কুল॥
হরিণ দেখিয়া, বেয়াধ পলায়,
কমলে গেল সে ভৃঙ্গ।
যমের ভিতরে, আলসের বসতি,
রাহুতে গিলিছে চন্দ্র॥
সুমেরু উপরে, ভ্রমর পশিল,
এ কথা বুঝিবে কে?
চণ্ডীদাস কহে, রসিক হইলে,
বুঝিতে পারিবে সে॥

সে কেমন যুবতী, কুলবতী সতী,
সুন্দর সুমতি সার।
হিয়ার মাঝারে, নায়কে লুকাইয়া,
ভব নদী হয় পার॥
ব্যভিচারী নারী, না হবে কাণ্ডারী,
নায়কে বাচিয়া লবে।

তার অবছায়া, পরশ করিলে,
পুরুষ-ধরম যাবে ॥
সে কেমন পুরুষ, পরশ রতন,
সেবা কোন্ গুণে হয়।
সাতের বাড়ীতে, পাষাণ পড়িলে,
পরশ পাষাণময় ॥
সাতের বাড়ীতে, ক্ষীরোদ নদী,
নারায়ণ শুভ যোগ।
সেই যোগেতে, স্থাপন করিলে,
হয় রজনী মনহ যোগ ॥
রমণ ও রমণী, তারা দুই জন,
কাঁচা পাকা দুটী থাকে।
এক রজ্জু, খসিয়া পড়িলে,
রসিক মিলয়ে তারে ॥
মনের আগুন, উঠিছে দ্বিগুণ,
তোলা পাড়া হবে সায়।
চণ্ডীদাস কহে, ধন্য সে নারী,
তলাটে নাহিক আর ॥

নারীর স্বজন, অতি সে কঠিন,
কেবা সে জানিবে তায়।
জানিতে অবধি, নারিলেক বিধি,
বিষামৃতে একত্রে রয় ॥
যেমত দীপিকা, উজরে অধিকা,
ভিতরে অনল-শিখা।

পতঙ্গ দেখিয়া, পড়য়ে ঘুরিয়া,
পুড়িয়া মরয়ে পাখা॥
জগত ঘুরিয়া, তেমতি পড়িয়া,
কামানলে পুড়ি মরে।
রসজ্ঞ যেজন, সে করয়ে পান,
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে॥
হংস চক্রবাক, ছাড়িয়া উদক,
মৃণাল দুগ্ধ সদা খায়।
তেমতি নাহিলে, কোথা প্রেম মিলে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥

এ তিন ভুবনে ঈশ্বর গতি।
ঈশ্বর ছাড়িতে পরে শকতি॥
ঈশ্বর ছাড়িলে দেহ না রয়।
মানুষ ভজন কেমনে হয়॥
সাক্ষাত নহিলে কিছুই নয়।
মনেতে ভাবিলে স্বরূপ হয়॥
কহয়ে চণ্ডীদাস বুঝয়ে এ।
ইহার অধিক পুছয়ে যে॥

রাগের ভজন, শুনিয়া বিষম,
বেদের আচার ছাড়ে।
রাগানুগমেতে, লোভ বাড়ে চিতে,
সে সব গ্রহণ করে॥

ছাড়িতে বিষম, তাহার করণ,
আচার বিষম না পারে। } (১)
অতি অসম্ভব, অলৌকিক সব,
লৌকিকে কেমনে করে॥
করিয়া গ্রহণ, না করে যাজন,
সে কেন সাধন করে।
বুঝিতে না পারে, আনা গোনা করে,
ফাঁফরে পড়িয়া মরে॥
তার একুল ওকুল, দুকুল গেল,
পাথারে পড়িল সে।
চণ্ডীদাস কয়, সে দেব নয়,
তাহারে তরাবে কে॥

এরূপ মাধুরী যাহার মনে।
তাহার মরম সেই সে জানে॥
তিনটী দুয়ারে যাহার আশ।
আনন্দ নগরে তাহার বাস॥
প্রেম সরোবরে দুইটী ধারা।
আস্বাদন করে রসিক যারা॥
দুই ধারা যখন একত্রে থাকে।
তখন রসিক যুগল দেখে॥

---

(১) বিভিন্ন পাঠ—
"যজিতে বিষম, করণ তাহার,
আচার বিষম বড়।
দেখিয়া শুনিয়া, মায়াতে ভুলিয়া,
করিতে না পারে দিঢ়॥" হ, লি, পু।

প্রেমে ভোর হয়ে করয়ে আন।
নিরবধি রসিক করয়ে পান॥
কহে চণ্ডীদাস ইহার সাক্ষী।
এরূপ সাগরে ডুবিয়া থাকি॥

স্বরূপ (১) বিহনে, রূপের জনম,
কখন নাহিক হয়।
অনুগত বিহনে, কার্য্য সিদ্ধি,
কেমনে সাধকে কয়॥
কেবা অনুগত, কাহার সহিত,
জানিব কেমনে শুনে।
মনে অনুগত, মুঞ্জরী সহিত,
ভাবিয়া দেখহ মনে॥
দুই চারি করি, আটটা আঁখর (২),
তিনের (৩) তিনের জনম তায়।
এগার আঁখরে (৪), মূল বস্তু (৫) জানিলে,
একটি আঁখর (৬) হয়॥

(১) "স্বরূপ"—প্রকৃতি পুরুষ—রাধাকৃষ্ণ।
(২) "আটটা আঁখর"—অষ্ট সখী। ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, চিত্রা তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী, ও সুদেবী এই অষ্টসখী।
(৩) "তিন"—পিরীতি।
(৪) "এগার আঁখর"—দশ ইন্দ্রিয় ও মন।
(৫) "মূল বস্তু"—সেবা।
(৬) "একটি আঁখর"—ক, (কৃষ্ণ)।

চণ্ডীদাস কহে শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপর, মানুষ সত্য,
তাহার উপর নাই॥

প্রবর্ত্ত সাধিতে বস্তু অনায়াসে উঠে।
নামাইতে বস্তু সাধক বিষম সঙ্কটে॥
নামান আনন্দ মন কহিয়ে নির্দ্ধারি।
পৌষ মাঘ মাসের শিশির কুম্ভে ভরি॥
সেই পূর্ণ কুম্ভ যৈছে সেবে পাতে ঢালি।
সর্ব্বাঙ্গে মস্তকে পাদ করয়ে শীতলি॥
তৈছে সাধকের সেই সন্ধানের কার্য্য।
তারণ্যামৃত ধারা তার নাম কৈল ধার্য্য॥
লাবণ্যামৃত ধারা কহি সিদ্ধে সঙ্কেতে।
কারুণ্যামৃত স্নান কহি প্রবর্ত্ত দশাতে॥
সংক্ষেপে কহিল তিন স্নানের বিধান।
সম্যক্ কহিতে নারি বিদরে পরাণ॥
অটল পরেতে এই পদ গুরু মর্ম্ম।
চণ্ডীদাস লেখে ব্যক্ত আপনার ধর্ম্ম॥ *

রতির করণ, রবির কিরণ,
যেমত জলেতে লাগে।
অন্তরে অন্তরে, শুষ্ক করে তারে,
আকর্ষয়ে ঊর্দ্ধভাগে॥

---

* শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যখণ্ড অষ্টম পরিচ্ছেদের মহাভাব বর্ণনের বোধ হয় ইহাই অবলম্বন।

পুরুষ প্রকৃতি, দোঁহে এক রীতি,
সে রতি সাধিতে হয়।
পুরুষেরি যুতে, নায়িকার রীতে,
যেমতে সংযোগ পায়॥
পুরুষ সিংহেতে, পদ্মিনী নারীতে,
সে সাধন উপজয়।
স্বজাতি অনুগা, সোণাতে সোহাগা,
পাইলে গলিয়া যায়॥
যে জাতি যুবতী, সাধিতে সে রতি,
কুজাতি পুরুষে ধরে।
কণ্টকে যেমত, পুষ্প হয় ক্ষত,
হৃদয় ফাটিয়া মরে॥
পুরুষ তেমতি, নারী হীন জাতি,
রতির আশ্রয় লয়।
ভূতে ধরে তারে, মরে ঘুরে ফিরে,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

আমার পরাণ, পুতলী লইয়া,
নাগর করে পূজা।
নাগর পরাণ, পুতলী আমার,
হৃদয় মাঝারে রাজা॥
আনের পরাণ, আনে করে চুরি,
তিন আনে নাহি জানে।
আগম নিগম, দুর্গম সুগম,
শ্রবণ নয়ন মনে॥

এই সাত নদী, অনন্ত অবধি,
এ সাত যে দেশে নাই।
সে দেশে তাহার, বসতি নগর,
এ দেশে কি মতে পাই॥
এ সব করণ, করে যেই জন,
সে জন মাথার মণি।
মরিলে সেজন, জীয়াতে পারে,
অমৃত রস আনি॥
হ্রীং সে অক্ষর, তাহার উপর,
নাচে এক বাজীকর।
এক কুমুদিনী, দুন্দুভি বাজায়,
বাঁশী জিনি তার স্বর॥
দুন্দুভি বাঁশীটী, যখন বাজিবে,
তা শুনে মরিবে যে।
রসিক ভকত, ভুবনে ব্যক্ত,
সখীর সঙ্গিনী সে॥
এ সব ব্যবহার, দেখিব যাহার,
তাহার চরণ সার।
মন-সূতা দিয়া, তাহার চরণ,
গাঁথিয়া পরিব হার॥
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
কাঁচা পাকা দুই ফল।
যে ফল লইবে, সে ফল পাইবে,
তেমতি তাহা বিরল॥

সদা বল তত্ত্ব তত্ত্ব কত তত্ত্ব শুন।
চব্বিশ তত্ত্বে হয় দেহের গঠন॥
পঞ্চভূত ক্ষেত্র তেজ মরুৎ ব্যোম আপ।
ষড় রিপু কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য্য দম্ভ॥
দশ ইন্দ্র ক্ষত তারা হয়ত পৃথক্।
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বিবিধ নামাত্মক॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় জীহ্বা কর্ণ নাসাত্বক চক্ষু।
কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্ত পদ গুহ্য লিঙ্গ বপু॥
মহাভূত অহঙ্কার আর হয় জ্ঞান।
এইত হয় চব্বিশ তত্ত্ব নিরূপণ॥
কিবা কারিকরের আজব কারিকুরি।
তার মধ্যে ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পুরি॥
সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রক দল।
তার তলে মণিপুর পরম শিবের স্থল॥
নাসামূলে দ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাক্ষী।
কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শ দল পদ্ম দিল রাখি॥
হৃদ-পদ্ম নির্ম্মিত আছে শত দলে।
কুল কুণ্ডলিনী দশ দল হয় নাভি মূলে॥
নাভির নিম্নভাগে প্রেম সরোবর।
অষ্টদল পদ্ম হয় তাহার ভিতর॥
তস্য পরে নাড়ী ধরে সার্দ্ধ তিন কোটি।
স্থূল সূক্ষ্ম বত্রিশ তারা কিবা পরিপাটি॥
লিঙ্গ মূলে ষড়দলাম্বুজ নিযোজিত।
গুহ্য মূলে চতুর্দ্দল পদ্ম বিরাজিত॥
এই অষ্ট পদ্ম দেহ মধ্যেতে আছয়।
মতান্তরে হৃদপদ্ম দ্বাদশ দল কয়॥

সহস্র দল অষ্টদল দেহ মধ্যে নয়।
এই দুই পদ্ম নিত্য বস্তুর আধার হয়॥
ষট চক্রের মূল মৃণাল হয় মেরুদণ্ড।
শিরসি পর্য্যন্ত সে ভেদ করি অণ্ড॥
দণ্ড দুই পার্শ্বেতে ঈড়া পিঙ্গলা রহে।
মধ্যেস্থিত সুষমণা সদা প্রবল বহে॥
মূল চক্র হয় হংস যোগের আধার।
অষ্টদল চক্রে লীলার সঞ্চার॥
দ্বিদল চক্রেতে হয় অমৃত নির্ভর।
আর পঞ্চ চক্রে পঞ্চ বায়ুর সঞ্চার॥
প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান।
কণ্ঠাম্বুজবধি চতুর্দ্দলে অবস্থান॥
কণ্ঠ পরে উদান হৃদিতে বহে প্রাণ।
নাভির ভিতরে সমান করে সমাধান॥
চতুর্দ্দলে অপান সর্ব্বভূতেতে ব্যান।
মুখ্য অনুলোম বিলোম সকল প্রধান॥
অজপা নামেতে তারা কুম্ভক রেচক।
অনুলোম ঊর্দ্ধরেতা বিলোম প্রবর্ত্তক॥
প্রবর্ত্ত সাধক হৃদ-নাভি পদ্মের আশ্রয়।
সিদ্ধার্থ সহস্রারে আছয়ে নিশ্চয়॥
রতি স্থির প্রেম সরোবর অষ্টদলে।
সাধনের মূল এই চণ্ডীদাসে বলে॥

মতান্তরে যে কহয়ে শুনহ নিশ্চয়।
মস্তক উপরে সহস্র দল পদ্ম কয়॥

ভ্রূ মধ্যে দ্বিদল কণ্ঠে ষোলদল।
হৃদি মধ্যে দ্বাদশ নাভিমূলে দশদল॥
লিঙ্গমূলে ষড়দল চতুর্দ্দশ গুহ্যমূলে।
বস্তু ভেদ আছে তার চণ্ডীদাস বলে॥
সাধন তত্ত্বে তার যোগ নাহি হয়।
বৈধিযোগ এই তত্ত্বে হয় ত নিশ্চয়॥

চৌদ্দ ভুবনে ভুবন তিন।
সপ্ত আখর তাহার চিন॥
দুইটী আখরে সদা পিরীতি।
তিনটী পরশে উপজে রতি॥
নির্জ্জন কাননে আছয়ে ঘর।
দুইটী আখর পাঁচের পর॥
কনক আসন আছয়ে তাতে।
মনসিজ রাজা বৈসয়ে যাতে॥
কর্পূর চন্দন শীতল জলে।
যেমন আনন্দ লেপন কালে॥
তাপিত জনে সে আনন্দ পায়।
শীত ভীত জন ভয়ে পলায়॥
পঞ্চ রস আদি একত্রে মেলি।
যে যার স্বভাব আনন্দে কেলি॥

বীরভূম জেলার অন্তঃপাতি সিউড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিপাদিত অর্থ এইরূপ, যথা—

"চৌদ্দ ভুবন"—সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল।
"ভুবন তিন"—ব্রজ, গোলক ও দ্বারকা।
"সপ্ত আখর"—রাধা, রমণ, কুঞ্জ।

অষ্ট আখর একত্র যবে।
কনক আসন জানিবে তবে॥

"দুইটি আখর"—রাধা।
"তিনটী আখর"—রমণ।
"নির্জ্জন কানন" ইত্যাদি—রাধারমণ, পরে কুঞ্জ।
"অষ্টম আখর"—"স্থ" অর্থাৎ রাধারমণ কুঞ্জস্থ।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিপাদিত অর্থ এই :—

"চৌদ্দ ভুবন"—চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট দেহ। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, চারি অন্তরেন্দ্রিয়।

"ভুবন তিন"—ভাব, কান্তি ও বিলাস। ইহা সপ্তাক্ষর বিশিষ্ট। কবির রীত্যানুসারে এ স্থলে অক্ষর গণনা হইয়াছে; তৎপ্রমাণ "পিরীতি—আখর তিন"।

"দুইটী আখরে"—ভাব। ইহাতে সর্ব্বদা প্রীতি বিরাজ করে।

"তিনটী আখর"—বিলাস। ইহাই রতির কারণ।

"নির্জ্জন কানন" ইত্যাদি—হৃদয়রূপ নির্জ্জন কাননস্থিত পঞ্চভূত আত্মার পর; বা কান্তি ও বিলাসের পর দুইটী আখর "ভাব"।

"কনক আসন" ইত্যাদি—ষট্‌চক্রমতে হৃদয়স্থিত রত্নবেদিকায় অভিন্ন মদন শ্রীকৃষ্ণ রাধা সহ বিরাজ করেন।

"পঞ্চ রস"—শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মাধুর্য্য।

"অষ্টম আখর" ইত্যাদি—ভাব কান্তি বিলাসের পর "জ্ঞ" এই বর্ণ যুক্ত হইয়া, "ভাব কান্তি বিলাসজ্ঞ" শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে এবং তদীয় অধিষ্ঠান বশতঃই হৃদয় "কনক আসন" রূপে ব্যক্ত হয়।

"পঞ্চ রস" ইত্যাদি—প্রাগুক্ত পঞ্চরস মধ্যে, চণ্ডীদাসের মতে মাধুর্য্য বা শৃঙ্গার রস প্রধান। তৎপ্রমাণ, "সব রস সার শৃঙ্গার এ" ইত্যাদি পদ।

জেলা বীরভূমের অন্তর্গত সাঁকুলিপুর গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত জীউলাল মজুমদারের প্রতিপাদিত অর্থের কতকাংশ এইঃ—

"চৌদ্দ ভুবন"—সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল। ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক

পঞ্চ রস অনুবাদ যে হয়।
আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয়॥

ব্রহ্ম রন্ধ্রে সহস্র দল পদ্মে রূপের আশ্রয়।
ইষ্টে অধিষ্ঠাতা তার স্বরূপ লক্ষণ হয়॥
সেই ইষ্টে যাহার হয় গাঢ় অনুরাগ।
সেই জন লোক ধর্ম্মাদি সব করে ত্যাগ॥
কায় মন বাক্যে করে গুরুর সাধন।
সেই ত করণে উপজয়ে প্রেম ধন॥
তাতে যদি কোন বাধা মনে উপজিবে।
চণ্ডীদাস বলে সে নরকে ডুবিবে॥ *

মহল্লোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোক, এই সপ্ত স্বর্গ। অতল, বিতল, সুতল, তল, তলাতল, রসাতল ও পাতাল, এই সপ্ত পাতাল।

"ভুবন তিন"—গোলোক, বৈকুণ্ঠ, শ্রীবৃন্দাবন।

"মনসিজ রাজা" অপ্রাকৃত মদন শ্রীকৃষ্ণ।

* পদসমুদ্র।

পরিশিষ্ট।

অনুরাগ—আত্মপ্রতি।

সুহই।

জনম গেল পর দুঃখে কত বা সহিব।
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব ॥
অন্তরে রহিল ব্যথা কুলে কি করিবে।
অনুরাগে কোন দিন গরল ভখিবে ॥
মনেতে করেছি কুলে দিব তিলাঞ্জলী।
দেশান্তরি হ'ব গুরু দিঠে দিয়া বালি ॥
ছাড়িনু গৃহের সাধ কানুর লাগিয়া।
পাইনু উচিৎ ফল আগে না বুঝিয়া ॥
অবলা কি জানে এমত হইবে পাছে।
তবে এমন প্রেম করিব কেন যেচে ॥
ভাল মন্দ না জানিয়া সুঁপেছি হে মন।
তেঞিও সে অনলে পুড়ি যায় দেহ প্রাণ ॥
চণ্ডীদাস কয় প্রেম হয় সুধাময়।
কপাল ক্রমে অমৃতেতে বিষ উপজয় ॥ *

পদসমুদ্র।

অনুরাগ—আত্মপ্রতি।

শ্রীরাগ।

পিরীতি নগরে বসতি করিব পিরীতে বান্ধিব ঘর।
পিরীতি পরশি পিরীতি প্রিয়সী অন্য সকলি পর॥
পিরীতি সোহাগে এদেহ রাখিব পিরীতি করিব বল।
পিরীতি বিকথা সদাই কহিব পিরীতে গোঙাব কাল॥
পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব পিরীতি বালিস মাথে।
পিরীতি বালিসে আলিস করিব রহিব পিরীতি সাথে॥
পিরীতি সায়রে সিনান করিব পিরীতি জল যে খাব
পিরীতি দুঃখের দুঃখিনী যে জন পরাণ বাটিয়া দিব॥
পিরীতি বেশর নাসাতে পরিব রহিব বন্ধুয়া সনে।
হৃদয় পিঞ্জরে পিরীতি থুইব দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে॥*

কাকমাল্য মান।

ধানশী।

হলধর (১) ভয়ে মালা নাহি পারে দিতে।
ফিরিয়া আইল সুখী, করিয়া সঙ্কেতে॥
হেন কালে আইল কাক খাদ্য দ্রব্য বলে।
সেই হেতু নিল মালা ওষ্ঠে করি তুলে॥
আহার নাহিক হলো দিল ফেলাইয়া।
পবনে দিলেক তাহা বেগে উড়াইয়া॥

*. পদসমুদ্র।

(১) বলরামের নাম।

আসিয়া পড়িল ঠোঙ্গা চন্দ্রাবলী ঘরে।
খুলিয়া দেখিল মালা অতি মনোহরে॥
সঙ্কেত জানিয়া এথা খুঁজে(১) শ্যাম রায়।
দেখিতে না পায় পুন সাতলী খেলায়॥
এথা সেই মালা লয়ে আনন্দে পুরিল।
চন্দ্রাবেশ করি সেই মালা পরি এল॥
রাইকে দেখিবার তরে এল তার পাশ।
প্রশ্নেতে জানিল ভাল কহে চণ্ডীদাস॥

নায়িকার প্রতি সখী বাক্য।

বালা-ধানশী।

এ সখি সুন্দরি কহ কহ মোয়।
কাহে লাগি তুয়া অঙ্গ অবশ হোয়॥
অধর কাঁপয়ে তুয়া ছল ছল আঁখি।
কাঁপিয়া উঠয়ে তনু কণ্টক দেখি।
মৌন করিয়া তুমি কি ভাবিছ মনে!
এক দিঠি করি রহ কিসের কারণে॥
বড়ু চণ্ডীদাসে কহে বুঝিলাম নিশ্চয়।
পশিল শ্রবণে বাঁশী অতত্ত্ব সে হয়। *

নায়িকার বাক্য।

বিভাষ।

আমিত অবলা, তাহে এত জ্বালা, বিষম হইল বড়।
নিবারিতে নারি, গুমরিয়া মরি, তোমারে কহিল দঢ়॥

(১) অনুসন্ধান করে।

* বি, প্রি, প

সহজে আপন, বয়স যেমন, আর নহে হাম জানি।
স্বপনে ভালিয়া, সে রূপ কালিয়া, না রহে আপন প্রাণী॥
সই! মরণ ভাল।
সে বর নাগর, মরমে পশিল, ভাবিতে হইল কাল॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে, এইত রসের কূপ॥
এক কাট হয়ে, আর দেহ পায়ে, ভাবিয়ে তাহার রূপ॥*

নায়ক বাক্য।

বিভাষ।

সেই কোন বিধি, আনি সুধানিধি, থুইল রাধিকা নামে।
শুনিতে সে বাণী, অবশ তখনি, মুরছি পড়ল হামে॥
সই! কি আর বলিব আমি।
সে তিন আখর, কৈল জর জর, হইল অন্তর গামী॥
সব কলেবর, কাঁপে থর থর ধরণ না যায় চিত।
কি করি কি করি, বুঝিতে না পারি, শুনহ পরাণ মিত॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে, সেই যে নবীন বালা।
তার দরশনে, বাড়িল দিগুণে, পরশে ঘুচব জ্বালা॥*

অনুরাগ।—সখী সম্বোধনে।

শ্রীরাগ।

কি রূপ দেখিনু সই কদম্বের তলে।
লখিতে নারিনু (১) রূপ নয়নের জলে॥
কি বুদ্ধি করিব সই কি বুদ্ধি করিব।
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব॥

---

(১) দেখিতে পারিলাম না। বি, প্রি, প।

কিবা নিশি কিবা দিশি কালা পড়ে মনে।
দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে॥
গৃহকাজে নাহি মন কর নাহি সরে।
শ্যাম নাম শুনিতে পুলকে অঙ্গ ভরে॥
তাহে সে মোহন বাঁশী রাধা রাধা বাজে।
পরাণ কেমন করে মনু (১) লোক লাজে॥

* * * * * *

অনুরাগ।—প্রকারান্তর।

শ্রীরাগ।

যাবট (২) নিকট দিয়া, যায় বেণু বাজাইয়া,
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
দেখি বলি আইনু আমি, ফিরিয়া না চাহিলে তুমি,
আঁখি রহিল চাঁদ মুখ চেয়ে॥
শ্রীদামের সঙ্গে সঙ্গে, নাচিতে নাচিতে রঙ্গে,
দাঁড়াইলে হলধরের বামে।
কাঁদিতে কাঁদিতে শ্যাম, হয়ে বাউরী নিয়ম (৩)
প্রবেশিলাম ললিতার ধামে॥
তোঁহা রূপ গুণ স্মরি, ধৈরজ ধরিতে নারি,
মূরছিত মুরলীর গানে।
হৃদয়ে বাঢ়য়ে রতি, যে না মিলে পতী সতি,
কুলের ধরম নাহি জানে॥

* * * *

(১) মরিলাম। (২) "যাবট" বৃন্দাবনের একটি পল্লী।
(৩) পাগলের মত হইয়া।

সম্পূর্ণ।